শারদীয় সাহিত্য।

শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

পিপেল্‌স প্রেস;

৮০ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা,

শ্রীচন্দ্রনাথ গুহ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১৩০৩।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

PUBLISHED BY
GURUDAS CHATTERJEE
FROM THE BENGAL MEDICAL LIBRARY,
201, Cornwallis Street, Calcutta.
FOR THE AUTHOR.

"বঙ্গবাসীর"

পূর্ব্বতন পরিচারক কর্ত্তৃক

পুনঃ

"বঙ্গবাসী"-কেই

সেই

পুরাতন প্রীতি

পুস্তকাকারে,

আদরে এবং কৃতজ্ঞ অন্তরে

উৎসর্গ

করা হইল।

সূচীপত্র।

প্রথম স্তবক।

দ্বিতীয় স্তবক।

তৃতীয় স্তবক।

চতুর্থ স্তবক।

পঞ্চম স্তবক।

ষষ্ঠ স্তবক।

সপ্তম স্তবক।

অষ্টম স্তবক।

নবম স্তবক।

দশম স্তবক।

একাদশ স্তবক।

দ্বাদশ স্তবক।

ত্রয়োদশ স্তবক।

চতুর্দ্দশ স্তবক।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
৬৫	২	সান্ত্ব	শান্ত
৭৪	৮	হুণ্টার	হুণ্টার
৯৪	২	বৈষ্ণব ভিক্ষুক	কিন্তু বৈষ্ণব ভিক্ষুক
৯৫	২	অপেক্ষিক	আপেক্ষিক
৯৭	২০	কোন্	কোন
১০২	৩	অঙ্গে	সঙ্গে
১০৮	২১	পদীর	পদী
১২১	২	ভারে	ভরে
১৩২	১	ইদানীং	ইদানীং
১৩৩	৮	স্থলভা	স্থসভা
১৩৭	৭	অধগতি	অবগতি
১৪৪	১	নাহিক	নাহি
১৬৪	৩	মোহা-নিদ্রা	মোহ-নিদ্রা
১৬৫	১৩	আস্তাপালে	আস্তাপোলে
১৭৪	১০	তিনটী মনুষ্য।	তিনটী ; মনুষ্য !
১৯৩	১২	উহারও সৌখিনতার	উহার ও উহার সৌখিনতার
১৯৩	২০	দোদুল্যমান	দোদুল্যমান ;

শারদীয় সাহিত্য।

প্রথম স্তবক।

মহা-আগমন।

"পুণ্যগন্ধো ববৌ বায়ুঃ প্রসন্নাশ্চ দিশোদশ।"

প্রকৃতি পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, পবিত্র,—পূজার জন্য প্রস্তুত! আ-পৃথিবী অনন্ত আকাশ সুসজ্জিত,—সংযত-চিত্ত,—পূজার জন্য প্রস্তুত! জল, স্থল, বিটপী, উদ্যান, অরণ্য, আলয় আনন্দময়ীকে আহ্বানার্থ উদ্‌গ্রীব,—আহ্লাদে উদ্ভাসিত, প্রীতি-প্রসন্ন,—প্রতীক্ষান্বিত! ঐ আসিতেছেন! মা আসিতেছেন!! মহামায়া আসিতেছেন! আর অধিক বিলম্ব নাই। বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। আশ্বিন,—আমাদের আদরের আশ্বিন, এতদিনে আবার আসিয়া উপস্থিত। এস আবার আকাঙ্ক্ষা মিটাই,—আবার আত্মস্থ হই,—আত্মা পূর্ণ পরিতৃপ্ত করি। আনন্দময়ী আসিতেছেন!

বরিষার মেঘ-মলিনতা কাটিয়া গিয়াছে,—নীল নভঃ লাবণ্য-সাগরে ভাসিয়া ভাসিয়া উচ্চ হইতে আরও উচ্চে

উঠিতেছে। আ মরি মরি! অতুলনীয় অনির্ব্বচনীয় রূপ! বিশাল—বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড—বিস্তৃত মূর্ত্তি! প্রকৃতি-রূপিণী মহা-প্রতিমা তাঁহার পূর্ণ প্রভায়, সম্মুখে সর্ব্বায়ব-সম্পন্না, সর্ব্বৈশ্বর্য্য-শালিনী—শান্তি-কলস কক্ষে দণ্ডায়মানা;—দয়া ও দাক্ষিণ্যের দুই দুগ্ধ-স্রোত দুই পার্শ্বে প্রবাহিত হইয়া, সংসারের সর্ব্বদিকে সুখ সচ্ছলতা সৃষ্টি করিতেছে। মা! মহা-আগমনের এখনিত সুসময়! মহা-পূজার মহাভাব উদ্‌যাপনের এখনিত উপযুক্ত অবসর!

আকাশে মেঘ নাই,—শরতের চাঁদ উঠিয়াছে; শরতের সুন্দর—সুন্দরাদপি সুন্দর—চাঁদ উঠিয়াছে। শুভ্র জোছনা-স্রোত দিক্ বিদিক্ ভাসাইয়া, প্লাবিত ও পুলকিত করিয়া মধুর মন্থর তরঙ্গে ছুটিয়াছে;—জ্যোৎস্না-বিধৌত শারদীয় কুসুমসম্ভার প্রস্ফুট, প্রাণময়, পবিত্রতাময় পরম মাতার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। পুষ্পরাজ্যে মহাপূজার মরি কি বা আয়োজন!

কত ফুল ফুটেছে,—ফুটে নাই আরো কত। হায়! কঠিন সংসারে ক'টীই বা ফুটে—কত টুকুই বা ফুটে? অল্পই ফুটে, অনেকেই যে ফুটে না। ও মা, অফুট উপাসনা, আধ-ফুট আকাঙ্ক্ষা লইয়া, পুষ্পের ন্যায় কত কোটী কোটীই প্রাণী কর্ম্ম-স্রোতে প্রবাহরূপে নিত্য তোমার পাদপদ্মের অনুসরণ করিতেছে! ওমা, অস্ফুট উপাসনায় কি তোমার আদর নাই? না অধিকতর আদর?

চাঁদ উঠিয়াছে, ফুল ফুটিয়াছে;—কমল, কহ্লার, কুন্দ ফুটিয়াছে,—কৃষ্ণকেলি ফুটিয়াছে। আর ফুটিয়াছে—কেতকী। স্নিগ্ধে তীব্র, তীব্রতায় স্নিগ্ধ কেতকী ফুটিয়াছে,—ফুটিয়াও কিন্তু অস্ফুট,—অবগুণ্ঠনে আবৃতা। অবগুণ্ঠনে আবৃতা, অথচ অসীম সৌরভ। কেতকি! তুমি ধন্যা, সর্ব্বাগ্রগণ্যা, তুমি পার্ব্বতীর অতি প্রিয়পাত্রী,—কেতকী-কানন কল্যাণীর নিভৃত নিবাস!

কাত্যায়নী আসিতেছেন, কেতকী, সৌরভ-সম্ভার লইয়া সখী-জনোচিত উপহার লইয়া দূরে দণ্ডায়মানা। কেতকী, মায়ের কন্যাকালের সঙ্গিনী। আর কদম্ব? কৃষ্ণ-প্রেমে স্ফীত বিস্ফারিত বক্ষ,—হর্ষোৎফুল্ল কদম্ব! তুমি আনন্দ-ময়ীর মহা-আগমন-সঞ্জাত আনন্দের উপমা। মহামায়ার আগমন সংবাদে অতি কঠিন হৃদয়ও ফুল্ল কদম্ববৎ স্ফীত, আহ্লাদে অশীতি-খণ্ড। বিচিত্র ব্যাপার! প্রীতির এমনতর প্রসার, এমন বিশ্ব-বিস্তৃতি আর কখনও ত দেখি না।' কঠিনতা কোমলতায় আর্দ্র, কি এক ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে,—শুষ্কদের শ্মশানভূমে সদ্ভাবের শত উৎস উচ্ছ্বসিত।—একি! বিশ্বেশ্বরি, মা, তুমি বিস্ময়েশ্বরী!

জলে মৃণাল, স্থলে স্থলপদ্ম ফুটিয়াছে; মায়ের পদ-স্পর্শের প্রত্যাশায়!

উৎপল, উদ্বিগ্ন হইও না,—আসিবার সময় হইয়াছে,—সম্বৎসরের সাধ,—তোমার পবিত্র পুষ্প-জন্মের বাসনা পূর্ণ হই-

বার আর বিলম্ব নাই। তুমি তাঁহার তৃপ্তিকর; বড় ভাল-বাসার জিনিস, তুমি তাঁর আদরের কুমুদ! তোমার সম কে এ ত্রিভুবনে? তুমি তাঁর সোহাগিনী, তুমি অন্নদার আনন্দদায়িনী, গিরিজা নিজেই তোমার গৌরব বাড়াইয়াছেন। তুমি ফুল-রাণী,—তুমি পুষ্পরাজ্যের রাণী! শারদোৎসবে তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সরোজিনী!

স্মৃতি—তোমার সেই সুখের, সোহাগের স্মৃতি,—তোমার সেই গৌরবের গাথা,—কত কত যুগ বিগত,—কত বিপ্লব অতীত,—তবুও কেহ ভুলে নাই, কভুও ভুলিবে না। সর্ব্বপ্রথম শারদীয়া উপাসনা শ্রীরাম অবতারে করিয়াছিলেন স্বয়ং নারায়ণ! সঙ্কটে সঙ্কটনাশিনীর শরদ-অর্চ্চনা,—"অকাল বোধন।" অকাল বোধনে উৎপলোৎসব,—নীলোৎপলে অর্চ্চনা। শারদা সোহাগ করিয়া উৎপল চাহিয়াছিলেন। নীলোৎপল এখন বিরল। কিন্তু, ভদ্রে, তুমি সেই বংশেরই দুহিতা। শ্বেত সরোজ! রক্তোৎপল! তোমরা আমাদের সহাযতা কর। আমরা শক্তিহীন, অসমর্থ; শক্তিহীনের শারদোৎসবে, অশক্তের অকাল বোধনের অভিনয়ে সহায়তা কর। হে পদ্ম, তোমরা পরম মাতার পাদ-পদ্ম চুম্বন করিয়া এই পতিত জাতির উদ্ধার সাধনের উপায় বিধান কর।

শরৎ! তোমার নমস্কার। শোভা! তোমায় নমস্কার। শরৎ! শোভা সাজাও; শারদা আসিবেন। মরি কি সুন্দর ঐ শেফালিকা! শিশির ফুটে ফুটে ফুটিতেছে,—শেফালিকা

কিন্তু চিরশিশির-নয়না। শিশির-নয়না শেফালিকা ফুটিয়াছে,—ফুটিয়াই ভক্তিতে ভূপতিতা। সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালিনীর জন্য কি সুন্দর শয্যাই রচনা করিয়াছ, তুমি শেফালিকে!

এস মা! এস! নির্ম্মল জল, শ্যামল শস্যপূর্ণ বসুন্ধরা। প্রস্ফুট পুষ্পে পৃথিবী পরিপূর্ণ,—পরিপুষ্ট ফলে উদ্যান শোভনীয়। এস মা, পত্রে, ফলে, ফুলে, জলে পূজা করিব। বাসন্তি, শরতে আগমন করিয়া সঙ্কট নিবারণ কর।

ডাকি মা! আবার। এস আমার আদরিণি! এস মা আমার,—বাছা আমার, প্রাণের প্রাণ আমার! আজ দেখি নাই বার মাস তোমার সুকোমল পা দুখানি,—তোমার মধুর মুখ খানি। সেই যে গেলে, আর এলে না। সুদীর্ঘ সম্বৎসর কাটিয়া গেল। ভাবি নাই আর দেখা হবে এ সংসারে! ভাবি নাই,—ওমা ভাবি নাই, আবার দেখিব,—ওমা আবার দেখিব তোমায়! এই জীর্ণ দেহে শীর্ণ প্রাণে! সেই শোকের ছায়া, সেই অন্ধকারের কালিমা, সেই অবসাদের অন্ধকার, ওমা যে দিন তোমায় বিদায় দিলাম,—যে দিন করুণায় ছল ছল সজল নয়নে, কল্যাণের অমৃতময় অজস্র অশ্রু বরিষণ করিয়া—যে দিন তুমি মা বিদায় লইলে, সে দিন, সেই বিজয়ার দিন—সেই "বিসর্জ্জনের" দিন যে বিষাদের বিষণ্ণতা,—যে আঁধারের আবিলতা জীবন আচ্ছন্ন করেছিল, এ সংসার আবৃত করেছিল, তাহা, মা, এত দিনেও দূর হয় নাই। জীবনের জ্বালাময় যাতনায় ওমা জরজর;—কর্ম্মের দারুণ দংশনে মন প্রাণ ক্ষতবিক্ষত;

বাসনা-অনলে ওমা কত কাল আর পুড়িব? কত কল্প, ওমা, বল কত কল্প, আর এরূপ গতায়াত করিব? ওমা পারি না যে আর! বার মাসের বিবরণ বলিব কি? সন্তাপের সে সব সাংঘাতিক কথা শুনিবে কি? না, না, বলিব না। বিষাদ দুর হও, বেদনা বক্ষস্থল পরিত্যাগ কর। আনন্দময়ী এসে বক্ষে বসিবেন। আত্মা আনন্দময়ীর আত্ম-আবাস, নিজস্ব নিবাসভূমি; তোমরা আর কেহ তথায় থাকিতে পাইবে না; তিনি এসে তথায় বসিবেন। তোমরা সরিয়া যাও, সরিয়া যাও, শীঘ্র সর; আত্মা আচ্ছন্ন করিও না; তাহার 'ত্রিসীমায়' থাকিও না। শৈলজার শূলের দ্বারা তোমাদিগকে বিদ্ধ করিব। পাপ তাপ, মলিনতা, জঞ্জাল মায়ের মহা-সম্মার্জ্জনী দ্বারা "ঝাঁটাইয়া" সাফ্ করিব। সাবধান! সরিয়া যাও, সুরেশ্বরী আসিতেছেন!

এস মা! তবে ক্ষেমঙ্করি! পুনঃ বঙ্গে নূতন বসন পরাও।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

কিন্তু মা! তোমার মাহাত্ম্যে আমাদিগকে পুরাতন শরীর পরিত্যাগ করিয়া নূতন শরীরের সঙ্গে নবজীবন লাভ করিতে হয় না। তোমার বিপুল বাৎসল্যপ্রভাবে আমরা বর্ষে বর্ষে নূতন বসন পরিধানের সঙ্গে সঙ্গে নব বল, নবীন জীবন প্রাপ্ত

হইয়া থাকি। আমাদের জীর্ণ প্রাণের, শীর্ণ শরীরের প্রতিবৎসর পুনঃসংস্কার হয়,—তাহাতে নবীনত্ব ও সুন্দরত্ব পুনঃ সঞ্চারিত হয়, তোমার প্রদত্ত নূতন বসনের সঙ্গে সঙ্গে,—ও মা! প্রতিবৎসর তোমার মহা-আগমনে। জননি! দাও তবে আবার,—পরাও তবে পুনর্ব্বার সেই,—সেই সাধের নূতন বসন। সেই "নূতন বসন,"—"রাঙা-কাপড়"। মা গো! এ বস্ত্রের সূত্রে সূত্রে, প্রতি সূত্রে কেবল, কেবল মাত্র আনন্দ, মহা-আনন্দ! ও মা সব আনন্দে মাখা যে গো!

পুণ্য-গন্ধ বহ বায়ু! পূতঃমন্ত্র পড় পুরোহিত; দাও 'আল্‌পনা' অঙ্গনে! বাজাও মঙ্গল বাদ্য। ছুটাও হুলুব স্রোত গৃহে গৃহে গৃহিণি! গিরিজার আগমন!

ও মা, দুটী ভিক্ষা দাও। ঐ শরচ্চন্দ্রের মত চক্ষু দাও, আর ঐ নির্ম্মল আকাশের মত হৃদয় দাও। তোমায় একবার ভাল করে দেখি। আনন্দ আর একটু উপভোগ করি। তোমার প্রকৃত পূজা করিয়া বহুজন্ম-জন্ম-জনিত ত্রিতাপ হইতে মুক্ত হই।

মঙ্গল! মঙ্গল! মঙ্গলা আসিতেছেন।

অমঙ্গল,—আতঙ্ক।

এ অন্ধকার গৃহে আনন্দময়ী আসিবেন কি? পর্ণ-কুটির যে পাপে পঙ্কিল! মা আসিবেন,—হায় বসিবেন কোথায়!

আমার বড় সাধের দুর্গামণ্ডপ, ও মা, দেখ ওই ভেঙ্গেছে। আমার আশা-সুখের উচ্চ-চূড়া ভেঙ্গে মা ওই ভূমিসাৎ! নাট মন্দিরের ইষ্টকস্তূপে কৃষ্ণ পেচক, কৃষ্ণ কাক, এই গভীর নিশীথে, শুন মা, ওই কাঁদিতেছে! ও মা, মহাপ্রাণী যে শিহরিয়া ওঠে! কি-যেন অনিশ্চিত আতঙ্ক আরও আসিতেছে! বুকের ভিতর শিরা ধমনি সশঙ্ক,—সজাগ! হৃদয়ের নিশ্বাস রুদ্ধ, নিঃশব্দে ফাটিতেছে, ফুটিতে পারে না;—দেখ, মা! ঐ দেউলে! জীর্ণ, শতধা স্খলিত দুর্গামণ্ডপের দেউলে দেখ! ঐ অমঙ্গলের আবছায়া! পশ্চাতে, দুই পার্শ্বে, সম্মুখে সজীব ছায়া,—ওসব কি? হৃদয়ের মধ্যে রক্তকুম্ভ সঘনে চমকে যে মা! মহাপ্রাণী শিহরিয়া মহাকালের ক্রোড়ে লুকাইতে চায়। ঐ শুন, ঐ শুন অবরোধে আত্মার আর্ত্তনাদ, কে আছ কোথায়? খুলে দাও অর্গল। আনন্দময়ী আসেন নাই? শয়নগৃহের ছাদের উপর শকুনি, বুকের উপর বায়স চঞ্চুক্রীড়া করে! আনন্দময়ী আসেন নাই? ডুকুরে ঐ ডাকিনী দণ্ডে দণ্ডে! ডরাইব না! এস এস অমঙ্গল কত আছ! এস অন্ধকার! এস অশান্তি! আনন্দময়ী আসিবেন না!

হায়! তিনি আসিবেন কোথায়! মা আমার বসিবেন কোথায়! ব্রহ্মময়ী বসিবেন কোথায়! এ বীভৎস মণ্ডপ কি তাঁর? এ বীভৎস স্থানে ব্রহ্মাণ্ডবাসিনী, ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি লয়কারিণী ব্রহ্মময়ী কি আছেন!!.......................... ওমা! তুমি আসিবে কোথায়! মণ্ডপে মৃত্যুর মলিনতা! হৃদয়ে স্মৃতির যাতনা! অন্তরে কলঙ্কের কালিমা! সর্ব্ব শরীর এক সুবিশাল শ্মশানভূমি। আলয় অশুচি। অঙ্গন অশুদ্ধ! কক্ষে কক্ষে অন্ত্যেষ্টির শেষাবশিষ্ট! রুদ্ধ প্রকোষ্ঠে সারি সারি সাজান সন্তাপ, আর পাপ! স্তরে স্তরে, রন্ধ্রে, রন্ধ্রে, পরতে পরতে, পূর্ণ, পাতান, বিন্যস্ত, উপর্য্যুপরি অবিন্যস্ত, শৃঙ্খলায়-বিশৃঙ্খলায় বিস্তৃত সন্তাপের সব সজীব শরীর,—পাপের সব পঙ্কিল দেহ; সন্তাপ, পাপ, নিরানন্দ,—রুদ্ধ প্রকোষ্ঠে এই সব দ্রব্য সারি সারি সাজান! মুক্ত প্রাঙ্গন কপটতার কঠিন কঙ্কালে পূর্ণ! মা! তুমি বসিবে কোথায়! হেথায় দাঁড়াইবে কেমনে? বামে সন্তাপের সাংঘাতিক দংশন, দক্ষিণে নিরানন্দের নিরঙ্কুশ পীড়ন, মধ্যস্থলে পাপপ্রবাহে ডিঙ্গা ভাসিতেছে। নিরানন্দে আত্মার অভ্যন্তর কুরিয়া কুরিয়া খাইল,—দুরন্ত মর্ম্মান্তিক তুষানলের তীক্ষ্ণ যাতনা, স্মৃতির সূক্ষ্ম সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম সহস্র সূচ দংশন—সহিতে পারি না যে মা! পাপ-স্রোতে ডিঙ্গা ভাসিল! জ্বলন্ত অঙ্গার, অগ্নি-উত্তপ্ত লৌহ-কটাহ হইতে প্রজ্জ্বলিত ভীষণ হুতাশনে ঝাঁপ দিলাম! নিরানন্দের বিশীর্ণ মূর্ত্তি ঢাকিল না!!

ওমা! এ অনুতাপ নয়! ইহা পাপীর পাপের কৈফিয়ৎ! হায়! কলঙ্কের আবার কৈফিয়ৎ!! কৈফিয়ৎ কেন রে কাপুরুষ? কেন? কিসের জন্য? নাস্তিকের নরক নাই! স্বর্গও নাই! নরক? তা বটে! সে কোথায়? সে ত এই শিরায় শিরায়, শিয়রে, শয্যায়, জাগরণে স্বপনে। নরক সে ত এই এইখানে! ভবিষ্যতের কি ভয় আর দেখাও!... ..... অন্ধকার, এস এস! অকল্যাণ, এস এস! আতঙ্ক, এস এস! আনন্দময়ী আসিবেন না! দুর্গাদালানের দীপ নির্ব্বাপিত! না—না—না—নিবে নাই! হায় কেন না নিবিল? ওমা, দীপ নিবে নাই। মিটি মিটি জ্বলিতেছে। মর্ম্মান্তিক জ্যোতি! বিবর্ণ, বিমর্ষ, দুর্ব্বল, দারুণ রশ্মি,—অন্ধকার আরও আঁধারময় করিয়া মিটি মিটি কাঁপিতেছে! মা! তোমারই প্রদত্ত এ আলোক এখন অসহ্য;—অনবরত শ্মশান বাষ্প উদ্গার করিতেছে! মৃত্যুভূমি দিব্য দেদীপ্যমান! দেখ মা! ঐ চিতাচক্র সারি সারি! ভীষণ ভস্মস্তূপে বেষ্টিত! ভালবাসার ভস্মরাশি! আশার অগ্নিদগ্ধ দেহ! ভক্তির, স্নেহের, কোমলতার কঙ্কাল ঐ দেখ মা! স্তূপে স্তূপে! সুখসোহাগের ছাই সম্মুখে ঐ পর্ব্বত প্রমাণ! সন্নীতির সধর্ম্মের অঙ্গদগ্ধ অঙ্গাররাশি, দক্ষিণে বামে পশ্চাতে যথা তথা নিপতিত! ঐ ভীষণ শ্মশানে, ওমা! এই সব সাংঘাতিক সামগ্রী বেষ্টিত হইয়া শবশয্যায় শায়িত একটা শুষ্ক সুদীর্ঘ স্মৃতি! ওমা এই কি তোমার মনে ছিল!

আশ্বিন-উৎসব।

করুণাময়ীর কন্যাভাব।

এ অন্ধকার আলয়ে আনন্দময়ী আসিবেন কি? এই নিরানন্দনগরে নিস্তারিণী কি আসিবেন? মায়ের কি আর মনে আছে এই মৃত্যুভূমি? মৃত্যুভূমে মা আসিবেন কি? মহামায়ার মনে পড়িবে কি, আবার এই সুদূর সাহারার মরু! মা আবার কি মুখ তুলে চাহিবেন, আত্মদ্রোহী মাতৃ-দ্রোহী সন্তানদিগের উপর? ওমা! তোমার মনে আছে, আমার যে নাই! আমি মায়ের মুখ ভুলিয়া গিয়াছি! ওমা! সেই সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আর হইল না! সেই কি জন্মের মত দেখা হয়েছিল গো! জননী হইতে হায় আমি পৃথক হইয়াছি! মৃত্যুভূমে মাতৃমুখ বিস্মৃত হইয়াছি! চিত্তবিকারে মাতৃচরণ ভুলে গিয়াছি! যে চরণ-রেণু হইতে বিশ্ব-চরাচরের চলৎশক্তি, যে চরণে ব্রহ্মাণ্ড বাঁধা; হায়! আমি তাহা বিস্মৃত! ধন্য স্মরণ-শক্তি! মায়ের চরণ ভুলিয়াছি, সেই স্নেহ-বিস্ফারিত নয়নও ভুলিয়াছি! মায়ের সে মুখ আর আমার মনে নাই! সেই করুণাময় করুণ কোমলতাময় মুখখানি তোমরা কি কেহ দেখেছ? আমরা দেখেছিলাম, পাপে পড়ে পাশরিয়াছি।

মহামায়া মৃত সন্তানেরও মুখচুম্বন করেন। মা কত দিন আদর করে মুখ চুম্বন করিতে আসেন। হায় তখন চোখ বুঁজি!

সে মুখ দেখি না, নয়ন মেলিতে সাহস হয় না! * * * তোমরা মায়ের মুখ দেখ, জননীকে দেখিয়া জন্ম সার্থক কর, জীবনের সব জ্বালা জুড়াও। তোমরা মাকে দেখ! আমি—আমি আর এ জনমে বুঝি দেখিলাম না!

জগৎবাসী! জগদ্ধাত্রী দর্শন কর! বঙ্গবাসী! তুমি যে মায়ের বিশেষ অনুগৃহীত; অনুগৃহীত বলিয়া কি হায় এই অধঃপতন! এই আত্ম-বিড়ম্বনা! এই আত্মহত্যা! রে অকৃতজ্ঞ! এই আশ্বিন-উৎসব আর কোথায় আছে? আনন্দময়ীর আশ্বিন-উৎসব যে বঙ্গভূমির নিজস্ব সম্পত্তি! শরৎচন্দ্র এমনতর আর কোথায় ফোটে! শারদীয়া শোভা এমন শোভনীয়া আর কোথায় হয়! আব্রহ্মাণ্ডেও আর্য্যাবর্ত্ত অগ্রগণ্য; —আর্য্যাবর্ত্তের উচ্চ আসন আজ কার! হায় এই বিকলাঙ্গ বঙ্গভূমির! আনন্দময়ীর অতুল আনন্দ-বৈভবের আজ বিশেষ অধিকারী তোমরা বাঙ্গালি! দাও, লও, বিলাও, সব দিকে ছড়াও, লুঠ, লুঠাও, আনন্দের আজ মহা হরিলুঠ!! আনন্দের এমনতর অতি-বর্ষণ অখিল ব্রহ্মাণ্ডে আর কবে কোথায় হইয়াছিল? কোন্ উৎসবে, কার উৎসবে, কবে কোথায় হয় বল দেখি। সগর্ব্বে উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিতেছি উত্তর দাও!

এ যে আদ্যাশক্তি আনন্দময়ীর বড় আদরের উৎসব! এ যে অকাল বোধনের উৎসব! এটী যে সর্ব্বমঙ্গলার সোহাগের শারদোৎসব! সর্ব্বশক্তিময়ী শরৎকালে সোহাগ করিয়া

'পিতৃ-গৃহে' আসেন! করুণাময়ীর এটী কন্যা-ভাব! কন্যা-ভাবের মত কোমল ভাব কি আর আছে! কৃপাময়ী কন্যা-ভাবে আশ্বিনে আগমন করেন। বঙ্গবাসী আদর দ্বারা তাঁর উপাসনা করে। আশ্বিনের উৎসব যে আমাদের আদরের উপাসনা! এ যে মেয়ের আবদারের আশা! তাই না এত আনন্দ! আদর-আবদারে যত আনন্দ এত আর কিসে? মা মেয়ে হ'য়ে আসেন! মেয়ের মত আনন্দদায়িনী, আনন্দ-ময়ী, আনন্দ-মুখী আর কে?............ঐ দেখ রে দেখ। করুণাময়, করুণ, কোমলতাময়, সেই মোলায়েম মুখখানি! সেই মোলায়েম, সেই মধুর, সেই মহিমাময়, সেই মৃদু হাস্য-ময় সেই সুস্নিগ্ধ শারদ-জ্যোৎস্নাময় মুখখানি! দয়ার দুগ্ধধারা ঝরিতেছে, সান্ত্বনার সর্ব্বক্লেশসংহর শীতল সমীরণ বহিতেছে মায়ের মুখারবিন্দ হইতে! ঐ দেখ শক্তি! ঐ দেখ সৌন্দর্য্য! ঐ দেখ আনন্দ! ঐ দেখ আদর! ঐ দেখ স্বর্গ! ঐ দেখ সুখ! ঐ দেখ অনন্তের দিব্য আলোক,—মায়ের ওষ্ঠদুখানিতে ফুটিয়াছে। সব দিকে সমান ছুটিয়াছে!—পৃথিবী পুলকিত, দিক্ প্রসন্ন, প্রকৃতি প্রফুল্ল, শেফালিকার সরস নিশ্বাস লইয়া শরতের চাঁদ হেলিয়া দুলিয়া খেলিতেছে! ওমা! তুমি কি আসিলে! দুর্গা দুর্গতিনাশিনী, লজ্জানিবারিণী ভয়হারিণী কি এলেন! শারদা সর্ব্বমঙ্গলা কি সম্বৎসর পরে এ ভগ্নপুরে দেখা দিলেন! ওমা! মা! জগজ্জননী! তুমি কি এলে মা!!

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তুতে।
শরণাগত দীনার্ত্ত পরিত্রাণ পরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি! নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

মৃত্যুভূমে আজ মঙ্গল বাজনা বাজিতেছে! ওমা! এ তোমারই মহিমা। অঙ্গনে আনন্দ-আল্পনা! বোধন ঘরে আনন্দ দীপ! বালক যুবক আনন্দ-মঙ্গল গাইতেছে! গৃহে গৃহে আনন্দ বাজার! রাজপথে আনন্দ-রোল! পূজার বসনের প্রতি সূত্র হইতে আনন্দ উছ্‌লে পড়ছে। বঙ্গের বক্ষ, বঙ্গীয় হৃদয়, আনন্দে আজ উদ্বেলিত! আহ্লাদে যথার্থই আজ 'আটখানা'। নিত্য নিরানন্দের সংসারে এ আনন্দ, এত আনন্দ—ওমা! এ কেবল তোমারই মহিমা!

মা গো! ভবসাগরে পড়িয়া বড় ভয় পাইতেছি। অসংখ্য শঙ্কা, অসংখ্য সঙ্কট সদাই চিত্ত চঞ্চল করে। হে সঙ্কট-নিবারিণি! এই মহাসঙ্কটময় মর্ত্ত জীবন হইতে মুক্ত কর।

সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি, দুর্গেদেবি নমোঽস্তুতে।

অশ্রু মুছাও।

মুছাও মা, অশ্রু মুছাও। অশ্রুজলে পৃথিবী প্লাবিত হইয়াছে! আগমনের আনন্দ-উত্তাপে অশ্রু-সাগর শুষ্ক কর! শোকাশ্রু মুছাইয়া, প্রেমাশ্রুতে পৃথিবী পূর্ণ কর, পরমেশ্বরি!

দারিদ্র্যের তীক্ষ্ণদংশন, দুর্ভিক্ষের দাব-দাহ, শোকের আগ্নেয় শৈলমালা, সন্তাপের তরল অগ্নি-স্রোত! বামে দক্ষিণে সম্মুখে পশ্চাতে তাকাইয়া দেখ মা, ত্রিনয়না, তোমার পৃথিবীতে কি ভীষণ তুষানল জ্বলিতেছে! প্রাণী, পতঙ্গবৎ, শুষ্কপত্রবৎ সে অনলে পড়িতেছে, আর্ত্তনাদ করিতেছে; "ত্রাহি ত্রাহি" বলিয়া কত লোকে তোমায় ডাকিতেছে! কত লোকে এই মনুষ্যজীবনের উপর অভিশম্পাত প্রদান করিতেছে!

পৃথিবীর হৃৎপিণ্ড ফাটিয়া রক্ত ছুটিয়াছে! মনুষ্যদেহের হৃৎপদ্মগুলি প্লীহা, পিত্তে, যক্ষ্মা, যকৃতে পূর্ণ! মূলাধার হইতে কুলকুণ্ডলিনী পর্য্যন্ত পাপ-শ্লেষ্মা ব্যাপিয়াছে! মানব-সমাজের মানবদেহের আপাদমস্তক বিষাক্তক্ষতময়—মা, তুমি দাঁড়াইবে কোথায়! মনের মধ্যে এমন একটু শুদ্ধ, সজীব—এমন একটু সবুজ স্থান নাই, এমন একটু নির্ম্মল ও নিরালা জায়গা নাই, যেখানে তোমার সপ্রকাশ প্রতিমা দাঁড় করাইব! তোমার ধরারাজ্যে তোমার দাঁড়াইবার স্থল নাই! আসিয়াছ যদি মা, বিমানে দাঁড়াও!

পৃথিবীতে পা বাড়াইবে কোথায়! পাপ-পিশাচী নগ্নদেহে সর্ব্বত্র পৈশাচিক নৃত্য নাচিতেছে! গৃহীর গৃহে, দেবতার মন্দিরে, সন্ন্যাসীর সন্ন্যাসে রাক্ষসী লীলা! মহাপাতক মুখ ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে! আসিও না, মা মঙ্গলা, এই অমঙ্গলপুরে,—আসিও না, এই অন্ধকার-নগরে!

অন্ধকার গর্জ্জে ঐ! অতি ভীষণ! আলোক কাঁদে ঐ,—আরও ভীষণ! শঙ্খিনীর সংহার শঙ্খনাদে মহাপ্রাণী অবশ! দুর্গে দুর্গতিনাশিনি! আতঙ্কে অঙ্গ শিহরে! প্রকৃতির সূক্ষ্ম শক্তিনিচয় স্ব স্ব স্থানে সুষুপ্ত; সপ্তপদ্মে প্রাণ-পুষ্প প্রস্ফুটিত রহিয়াছে! পিশাচী প্রাণ উপাড়িয়া, পুষ্প ছিঁড়িয়া পদ্মস্পর্শ করিতে ধাইয়াছে! কোথায় পলাইব! মা, এস এস! রক্ষা কর! তোমার স্বস্থানে সজাগ হও! ভব সংসারে ভুবনেশ্বরী বীজ পুনর্ব্বপন কর!

মা! নামো বিমান হইতে! মহা-আগমনে মহাপাতক বিনাশ হইয়াছে। মা, নামো বিমান হইতে! নহিলে এ ক্রন্দন থামিবে না, এ আঁধার ঘুচিবে না, এ আগুন নিবিবে না, এ অশ্রু শুকাইবে না। এক বৎসরের আগুন, এক বৎসরের আঁধার, এক বৎসরের রোদন, এক বৎসরের অশ্রু, পর্ব্বত প্রমাণ হইয়া রহিয়াছে; মা! তুমি আসিবামাত্র এ সব উড়িয়া যাইবে! নিরঞ্জনের নেত্রনীর আজও নয়নে লাগিয়া আছে! মুছি নাই মা,—কেমনে মুছিব? কি দিয়া মুছিব? কে মুছাইয়া দিবে? এস মা! অশ্রু মুছাও! যে

ভ্রান্তিতে এ সকলের সৃষ্টি এবং স্থিতি, হে ভ্রান্তিরূপিণি ভগবতি! সে ভ্রান্তি ভিন্নভাবে বিস্তার করিয়া, সন্তাপ সকল বিনষ্ট কর! এস মা! আবার ভুলাও! সম্বৎসরের অশ্রু আবার মুছাও!

সম্বৎসর ধরিয়া বড়ই ক্রন্দন কাঁদিয়াছে, মা, তোমার কাঙাল কাঙালিনীরা। তুমি নহিলে কে ইহাদের অশ্রু মুছা-ইবে,—কে বল এত লোকের এত অশ্রু মুছাইতে পারে! তোমার ছেলে পিলের অশ্রু অন্যে মা মুছাইবেই বা কেন? মা! মুছাও মুছাও—আগে অশ্রু মুছাও, ঐ অভাগিনীদের। পুত্রশোকাতুরা জীর্ণদেহা জননীগণ সারি সারি,—তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঐ! অন্ধের যষ্টি, ভিক্ষার ঝুলি উহাদের হারা-ইয়াছে! সংসার-পাথারে, অমাবস্যার আঁধারে, অতিক্ষীণ অতিমৃদু—আলোকবিন্দু উহাদের নিবিয়াছে! আগে মা উহাদের অশ্রু মুছাও! তাহার পর মুছাও ঐ অনাথ-অনাথা অভাগা-অভাগী শিশুদের অশ্রু। মা, দুধের বালক,—জন্মিয়া অবধি, কভু দুধের মুখ দেখে নাই; দু'টী ভাতের জন্য পথে পথে ফিরিতেছে; তোমার আগমনে যদি কেহ উচ্ছিষ্ট অন্ন বিলায়, সেই অনুসন্ধানে লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছে! সর্ব্বাগ্রে উহাদের অশ্রু মুছাও মা! ওমা উহাদিগকে ক্রোড়ে কর। তুমি নহিলে কে বল আর, উহাদিগকে ক্রোড়ে করিবে? উহারা মাতৃ-ক্রোড় দেখে নাই; কখনও কাহারও ক্রোড় দেখে নাই! মেদিনী

মাতার একমাত্র কঠিন কর্কশ ক্রোড় ব্যতীত আর কোথাও উহাদের স্থান হয় নাই, কেহ উহাদিগকে বক্ষে ধারণ করে নাই—পৃথিবীর পরিত্যক্ত উহারা—আগে মা উহাদিগকে আশ্বস্ত কর। ওমা, ভিক্ষা করিতেছি, তোমার কাছে, এবার যেন উহাদের সকলেরই এক একটু কাপড় হয়।

তার পর, মা, অশ্রু মুছাও,—অশ্রু মুছাও আর উপহার লও, তোমার ঐ কাঁচা কচি মেয়েগুলির। উপহার লও, উহাদের সিঁথির সিঁদুর, হাতের কঙ্কন, পাটের সাড়ী! তোমার পায়ে উপহার দিবে বলিয়া, বৎসর ধরিয়া অশ্রু-সিক্ত করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছে—সোহাগের ডালা; গত পূজায় পাটের শাড়ী একটী বারও পরে নাই, ষষ্ঠীর দিনে পরিত; পঞ্চমীর প্রাতঃকালে পতি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন! ঐ দর্পণে দুইবার বই মুখ দেখে নাই। দর্পণ এনে দিয়ে, তিনি মোটে, দুই দিন ছিলেন! কাঙালিনী হাতের কঙ্কন খুলিয়া রাখিয়াছে তোমার পায়ে পূজা দিবে বলিয়া। সিন্দুরপূর্ণ সিন্দুর-কৌটা! একবার এক বিন্দু সিন্দুর তুলিয়া সীমন্তে দিয়াছিল, অঙ্গুলি-চিহ্ন এখনও মা সিন্দূরে রহিয়াছে। সীমন্তে সিন্দুর তুলিবার, হায়! শেষ অঙ্গুলির দাগ মুছে নাই; কৌটাটী কাহাকেও ছুঁইতে দেয় নাই। ঐ কৌটা—ঐ দাগ উহার প্রাণের প্রাণ! কৌটাবরণ দিনে দশবার করিয়া, অশ্রুজলে স্নান করাইয়া আবার তুলিয়া রাখে। তোমায় আজ দেখাইবে, তোমার পায়ে অঞ্জলি দিবে! ওমা তুমি, বিধবার অর্ঘ,

বিধবার অঞ্জলি, বিধবার এয়োত্ব উপহার লইবে না কি! ওমা লইও, লইও, গোপনে লইও! লোকের অলক্ষ্যে বিধবার অশ্রুজল মুছাইও! দুর্গাদালানে বিধবার যেতে মানা; সাধবা মানা করেন। ওমা বিধবার চোখের জল মুছাও। তোমার পদ্ম-হস্তের স্পর্শটুকু ছাড়া ও জল মুছাইবার শক্তি আর কিছুর নাই।

মুছাও মা, অশ্রু মুছাও! মর্ত্তলোক আবার "মেসমারাইজ" কর। রাঙা রুমালখানি দেখাইয়া, আবার আমাদিগকে ভুলাও। প্রতি বৎসরই মা ভুলাইতে এস, ভুলাইয়া যাও; ভ্রান্তির হাসি হাসাও, আবার সে হাসি কাড়িয়া লইয়া চলিয়া যাও। রাঙা রুমাল দেখিয়া, যেমন খোকা ভুলে, তিনটী দিন তোমার রাঙা চরণ দেখিয়া তেমনি খোকার মত আমরা ভুলি।

আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দ-ইন্দ্রজালে আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন। এস ভাই, অশ্রু মুছাই! এস, পরম শত্রু যেখানে থাক, সর্ব্বাগ্রে তোমাদের অশ্রু মুছাই! বুকের ভাঙ্গা হাড় যোড়া দিই। প্রাণের আঘাতে আনন্দের আরোগ্য-প্রলেপ লাগাই। এস এস অশ্রু মুছাই! এস অশ্রু মুছাও!

আনন্দময়ী।

আনন্দ-আল্পনা অঙ্গনে। বাজে আনন্দ-বাদ্য নগরে। গায় আনন্দ-মঙ্গল বালক যুবক। পুরী আনন্দময়। মা আমার আনন্দময়ী। মা আমার আনন্দময়ী এসেছেন। অম্বিকা অন্নপূর্ণা আনন্দময়ী এসেছেন। মা আমার এসেছেন। সন্তানবৎসলা সম্বৎসর পরে সশরীরে স্বর্গ হইতে নামিয়াছেন, ভবের ভবজ্বালা জুড়াইতে। মা বিলাইছেন আনন্দ, দশ হস্তে দশদিকে আনন্দ বিলাইছেন দশভুজা। আনন্দ-গৃহের অবারিত দ্বার। আনন্দ-উৎস অবিরত খোলা। আনন্দপ্লাবনে পৃথিবী প্লাবিত। আনন্দের অনন্ত "হরি-লুঠ"। মা আমার আনন্দময়ী। মায়ের চরণে আনন্দ-অলক্তক-রাগ। ওগো, এমন আভা কখনও দেখিনি যে গো! ওকি অলক্তক-রাগ,—না স্বর্গের সর্ব্বাগ্রভাগ! এ পাপ-প্রাণে চরণের ও দাগ কবে লাগিবে গো,—আর উঠিবে না! মায়ের চরণে আনন্দ-অলক্তক-রাগ। নয়নে স্নেহের ক্ষীর-লহরী!—আর বদনে? বদনে—মায়ের মুখখানিতে মঙ্গল মূর্ত্তিমান। এমনতর জাগ্রত জীবন্ত অনন্ত মঙ্গলভাব কে কোথায় দেখিয়াছ তোমরা বল দেখি? মাগো! জগৎ-জননি, জগদ্ধাত্রি, সন্তপ্ত জীবন শীতল হইল, আজ আবার এ পাপ জন্ম সার্থক হইল, তোমার সর্ব্বমঙ্গলময় মুখখানি

দেখিয়া। সর্ব্ব-শোক-বিনাশক, সর্ব্বদুঃখহর তোমার চরণ-রেণু চুম্বন করিয়া আর একবার শুচি হই,—মা দাঁড়াও একটু এই প্রাণের ভিতর।

* * * * *

শরতের শ্যামল শস্যে পরিপূর্ণ বসুন্ধরা,—শারদার আগমন ঘোষণা করিতেছে। শরতের শুভ্র জ্যোৎস্না সহস্রধারায় সুধা ঢালিয়া মহামায়ার মঙ্গল আরতি করিতেছে। শরদ্-শিশির-সিক্ত শেফালিকা ঝরিয়া ঝরিয়া মায়ের পায়ে অঞ্জলি দিতেছে। কি শীতল—কি উজ্জ্বল প্রকৃতি! কি স্নিগ্ধ কি মনোহর প্রকৃতি! সকলই শোভাময় শক্তিময় সৌন্দর্য্যময়। সমগ্র শোভা আনন্দময়। আনন্দময়ীর আগমনে দরিদ্র কৃষকশিশু নীল 'কোরের' নূতন কাপড় কাঁকালে জড়াইয়া তার উপর 'রাঙা রুমাল' বাঁধিয়া 'পূজো দেখিতে' চলিয়াছে—মায়ের সঙ্গে। মায়ের অগ্রে একটী, পশ্চাতে আর একটী সন্তান;—ক্রোড়ে আর একটী;—রমণী,—'কাঁটা-খোঁচা দিয়া' সযত্নে 'সব-কস্তাথানি' পরিয়া,—বহুদিনের পর কুন্তলগুচ্ছ তৈলাক্ত করিয়া সীমন্তে সিন্দুর দিয়াছে;—সন্তান ক'টী সঙ্গে লইয়া 'প্রতিমা দর্শনে' চলিয়াছে। আজ ইহাদের,—এই কৃষক-পত্নী ও কৃষকশিশুদের যে আনন্দ তাহার এক অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের সঙ্গেও, হে সম্রাট, তোমার সসাগরা সাম্রাজ্যের বিনিময় চলে না। আনন্দময়ি! এ তোমারই

মহিমা! তোমার আবির্ভাবে সব আনন্দময়, শক্তিময়, সৌন্দর্য্যময়! আর আনন্দ ত্রি-ধারায় তোমার চরণ হইতে প্রবাহিত হইতেছে। নমস্তে জগৎ-জননি! আদ্যাশক্তি নারায়ণি! মা! হৃদয়ে তুমি আনন্দরূপে স্থিতি কর। শক্তি সৌন্দর্য্যে বঙ্গ-গৃহ পূর্ণ কর। তোমার মহিমায় মর্ত্তে মহামঙ্গল বিচরণ করুক। জয় জয় জয় দুর্গে দুর্গতিনাশিনি! ত্রিতাপহারিণি! নমস্তে নমস্তে সর্ব্বমঙ্গলে আনন্দময়ি!

দ্বিতীয় স্তবক।

শারদীয় প্রভাত।

বরখ বিতিঈ গেল,　　তব-হুঁ বিহান ভেল
　　দশমীক দীঘল রাত্।
উরিল উবের পুনঃ,　　উজরল দশ-দিশ্,
　　শারদীয় স্বচ্ছ সুপ্রভাত্। ১।

শীতল বহল,　　　　বহল শ্যামল
　　সমীরক নির্ম্মল ধার ;
মেহ্ বাবি ছুটল,　　তমসী টুটল
　　দুর—দুর ভেল আঁধিয়ার। ২।

　　বরখব্যাপিনী আঁধিয়ারা।
কি মন্ত্র পরশে যনু,　　নিমিখে ছুটি ভাগল,
　　আনন্দ উছলি বহে আলোক-ধারা।
　　দুর—দুর ভেল আঁধিয়ারা॥ ৩।

নির্ম্মল নৌতন, বসন চিকন
পিনহল আজু বসুমতী।
লাবণ্য যনু ফাটয়ি, ফুটল অনুপম
দেহ-ক জ্যোতি।

স্বচ্ছ বেকত ভেল, সর্ব্ব অঙ্গ বয়ান,
কাঁচা সোণা বরণ মাখয়ি গায়,
জল স্থল অম্বর, শোভল কিবা নবীন!
অনুপম শারদ শোভায়।
কাঁচা সোণা বরণ মাখল গায়। ৪।

ফুটলহ ফুল ছুটল সুবাস,
প্রকৃতি হাসল, বুক মুখ ভরা;
বিমল উজল শারদ উচ্ছ্বাস;
সরস সুন্দর মধুর হাস
প্রকৃতি হাসল শারদ উচ্ছ্বাস। ৫।

ফুটলহ কুন্দ, কেতকী, কণ্টকে,
কমলিনী ফুটল জলে;
স্বভাব-ক সুরত সব দিশি ভাতল
সিঞ্চিত ভয়ি,
কুসুম-নিশাস—পরিমলে;
মৃণাল হাসল অথাই জলে। ৬।

ফুলবাড়ী ভরা

ফুটন্ত ভেল ফুল, ফল পূরন্ত ভেল,
সরোবরে কাণেকাণ, স্বচ্ছ নীল জল।
ফুটন্ত ভেল ফুল পূরন্ত ভেল ফল। ৭।

শারদ শস্য শ্যামল, পরফুল্ল নধর ভেল,
অন্ন তথি ভয়িল সঞ্চার ;
শারদীয় সুলক্ষণ, নেহারি সব জীবন্ত,
শারদা কাঁহা হমার !
পুছত গিরিরাণী, শারদা কাঁহা হমার। ৮।

ওষধি বনস্পতি, অম্বর বসুমতী
আনন্দে মগন ভয়ি সাজল সুবেশে,—
সাজায়ল সযতনে, শারদ লাবণ্য ডালা
স্বভাব-ক শোভা পরকাশে ;
দেবই আদরে, গিরিজা-ক শ্রীচরণে
পীরিতি-ভকতি-উপহার।
কব ওরে আবতু, কন্যা-রূপিণী উমা
জননী হমার। ৯।

চিকন চাঁদমা, কাঁহা ঐ ধাবত
পচিম বিমানে ;

হাসত হাসত, ক্যা ওই কহত,
উষার কাণে কাণে। ১০।

উজর চন্দিকা, নিমিষে মরি মিশল
উষার নিশোয়াসে;
মিশত ঐ ছন, হৃদয় সে হৃদয়,
যাঁহা ভালবাসা নিখুঁত ভালবাসে।
মৃদুল ভৈল চাঁদ, না ভেল মলিন,
হৃদয় বজায়ি, বাজল বাজনা
উঠল দিন। ১১।

আবহো উষে, নির্ম্মলে শীতলে
তরুণ শিশিরাম্বর-শোভিনি!
কোমল লাবণ্য-ক রাণি!
আবহো উষারহ, কচি মুখানি!
উষা আবতু হমার, ঠ্যরহ ঠ্যরহ তুম,
ঠ্যরহ ক্ষণেক দয়াবতি!
পাতলু মঙ্গল-ঘট, ভেল সব উরিয়ন,
উষায় করব হাম মঙ্গল আরতি;
ক্ষণেক ঠ্যরহ দয়াবতি।
হের ঐ শেফালী—
শেফালী-শিশির-বুকে, পূরণ পুলকে সুখে,
অবিরত গিরত ধরার গায়;

রচয়ি ফুল-পথ গিরত গিরত,
বোলাবত গিরিজায় ;
ফুল-বাট রচয়ি মেদিনী গায়। ১২।

চন্দ্রিকা মিশল যৈসন ঊষার নিশ্বাসে ;
ঊষা গলল তৈসন প্রভাত বিকাশে।
তরুণ অরুণ, কৈল বরষণ,
তপত কাঞ্চন ধারা ;
জাগলহ বঙ্গালী, ভেল ভেল মাতয়ারা।
জাগল উঠল, ধায়ল ছুটল,
পিনহি সৌখিন বেশ।
বৈঠল বোধন, দেবী-ক আরাধন,
মহোৎসবময় ভৈল দেশ। ১৩।

সব কহিঁ কোলাহল, আহ্লাদ বাদ্য মঙ্গল,
বহবত আনন্দ বাতাস ;
সবোহুঁ উৎসবে, ফুল্ল উজরল
মলিন, মা! তুয়া দাস। ১৪।

ব্যাধি বিড়ম্বনা, জীবন-যাতনা
দহত তোহার আগমনে ;
সন্সার বঞ্চনা, নিঠুর লাঞ্ছনা ;
গিরবত কেবল আঁসু নয়নে! ১৫।

কৈসনে করব উৎসব তোহারি!
অকূল পাথারে, ভাসত দেহ জীবন,
পাপক ভরা ভৈল ভারি;
কৈসনে করব উৎসব তোহারি! ১৬।

আয়লি যদি জননি! কাহে এতেক দুখ,
কাহেকো শিশু রোবত, করয়ি আঁধার মুখ!
শিশু রোয়েঁ ডুকরহি, শত শত আঙ্গিনায়,
ফুল্লমুখ মলিন আঁধার;
দোনো করে পাকড়ি, জননী জীর্ণ অঞ্চলে
মাঙ্গত বসন বার বার!
ক্যা করত জননী, উপাসী ওদন বিনু,
কাহাঁ মিলত নব বাস;
রোবত দুখিনী, নীরবে রোবত,
নীরবে ছোড়ত দীরঘ শ্বাস! ১৭।

শত গৃহে অঙ্গনে, হোবত এইসন
নিদারুণ রোদন-ব্যাপার!
কো কহুঁ সমঝত, কৈসনে বুঝত
লীলাময়ি! লীলা তোহার। ১৮।

হাম তহুঁ অগেয়ান, শিশু সন্তান তোহার;
করব জননী! আজ এক আবদার।

"ধনং দেহি পুত্রং দেহি" বর নেহি মাঙব
বসন না মাঙব তোহার পাশ ;
কল্প কল্পান্ত ভেল, বহু জনম ঘুমল,
গমনে আগমনে, ছোড়ল পিনহল—
বহুত বহুত রঙ্গিল বাস ;
বাস বিত্ত না মাঙহি তোহারি পাশ। ১৯।

করুণা যদি করবি, কাঙালে করুণাময়ি!
মাঙত কেবল এক আশোআস ;
তুয়া ঐ তীখন, কাতানে কাটবি,
কাটবি হামার করম-ফাঁস। ২০।

আবাহন।

"জাগ মা আমার," "জাগ মা আমার,"
সম্বৎসর পরে, জগত জননি!
ও রাঙা চরণে, লুটাই আবার ;—
"জাগ মা আমার," ভব নিস্তারিণি!

সম্বৎসর ওমা বড় আশা করে,
আছি পথ চেয়ে দেখিব তোমায় ;
হয়ে অধিষ্ঠান দীনের কুটীরে,
পুলকিত কর এ পাপ হৃদয় ;

সম্বৎসর পরে ওমা পুনর্ব্বার,
দেহ পদ-ছায়া এ ভগ্ন ঘরে ;
দীন হীন ওমা সন্তান তোমার,
দীন হীন পানে চাও গো ফিরে।

আজ সমম্বৎসর এ পুরী আঁধার,
জ্বলেনি মা দীপ তোমার ঘরে,
কর আলোকিত এসে মা আবার,
আবার তিনটী দিনের তরে।

বিগত নবমী রজনীর শেষে,
নিবেছিল দীপ, রয়েছে নির্ব্বাণ,

কে জ্বালিবে দীপ, কেমনে জ্বলিবে,
না হইলে ওমা তব অধিষ্ঠান।

হও অধিষ্ঠান, জাগ মা আমার,
আলোকিত পুনঃ হউক এ ঘর,
জনম সার্থক করি মা আবার,
ধরে ও চরণ হৃদয়'পর,

হও অধিষ্ঠান, জাগ মা আমার,
পুলকে পূর্ণিত হউক সংসার,
উজ্জ্বল এ পুরী হউক আবার,
আবার তিনটী দিনের তরে;
জনম সার্থক করি মা আবার,
ধরে ও চরণ হৃদয় পরে।

ধরে ও চরণ হৃদয়ের 'পরে,
জুড়াইব ওমা তাপিত প্রাণে,
ক'র না বঞ্চিত ও আনন্দময়ি,
সে মহা আনন্দে অধম জনে।

দরিদ্র কাঙাল আমি গো জননি,
কি দিয়ে চরণ পূজিব আর,
একটী কুসুম লুকায়ে রেখেছি,
হৃদয়ের মাঝে, দিতে উপহার।

বক্ষস্থল ওমা করিয়ে ছেদন,
সেই পুষ্পটীরে চয়ন করে,
পূজিব তোমার পবিত্র চরণ,
কিছু ওমা আর নাহি এ ঘরে।

সে সামান্য ফুলে তুচ্ছ উপহারে,
হয় যদি মা সন্তোষ তোমার,
তবেই জীবন সার্থক হইবে,
ঘুচিবে এ গুরু পাপের ভার।

নতুবা উপায় নাহি গো জননি,
দীন হীন আমি দরিদ্র অতি,
উচ্চ উপচারে পূজিবারে পদ,
মাগো এ দীনের নাহি শকতি।

কাঙালের গৃহে এস এস মাতা,
কাঙালের পূজা লও গো আসি ;
এস এস ওমা দরিদ্রের ঘরে,
ঘুচুক এ পাপ তাপের রাশি।

জগত-জননি, দুর্গতি-নাশিনি,
ভকত-বৎসলে সঙ্কট-হারিণি ;
জয় মহামায়া বিঘ্ন-বিনাশিনি ;
জাগ ও জননি জগত-মাতা ;

জয় জয় দুর্গে জয় ভগবতি ;
　　অনন্ত সৌন্দর্য্যে অনন্ত শকতি ;
তোমার ইচ্ছায় সৃষ্টি লয় স্থিতি,
　　তুমি মা সংসারে একই ত্রাতা ;
জয় মহামায়া লজ্জা-নিবারিণি,
　　জাগ ও জননি জগত-মাতা।

জাগ মা আমার, জাগ মা আমার,
　　সম্বৎসর পরে জগত জননি ;
ও রাঙা চরণে লুটাই আবার,
　　জাগ মা আমার ভব-নিস্তারিণি।

*　　*　　*　　*

জাগিলেনা কেন এখনও জননি,
　　হইল যে নিশি প্রভাত প্রায় ;
তবে কি নৈরাশ করিবে গো ওমা,
　　দীন হীন তব সন্তানে হায় !
পাবনা কি ওমা দেখিতে এবার
　　পবিত্র চরণ প্রসন্ন মুখ ;
কোন্ মহা পাপে করিলে বিধান ;
　　হে করুণাময়ি এ হেন দুঃখ !
যামিনী ত প্রায় হইল বিগত,
　　এখনও ওমা ক'লে না কথা !

কাহারে বলিব কোথা লুকাইব,
এই সাংঘাতিক হৃদয়-ব্যথা ;

বাজিতেছে ওই মঙ্গল-বাজনা,
নগরের প্রায় প্রত্যেক ঘরে,
সবাই আনন্দে উল্লাসে মগন ;—
তব আগমন ঘোষণা করে ;
সবাই তোমায় দেখিল জননি,
সবাই মাতিল তোমার নামে,
আমি(ই) কি নৈরাশ হইব কেবল,
আজ মা তোমার এ আনন্দ ধামে ?

দাও ওমা দেখা, করোনা বঞ্চিত,
ষষ্ঠী শেষ প্রায় করি আবাহন
দাও অধিকার এক মুষ্টি ফুলে,
পূজিবারে ওমা ও রাঙা চরণ।

শারদীয় উৎসব—অতীত স্মৃতি।

শারদ আকাশে সুন্দর নক্ষত্র
ফুটেছে, আ মরি, করিয়া আলো ;
দেখিতে দেখিতে পুনঃ সম্বৎসর
সময়ের চক্রে ঘুরিয়া গেল।

সময়ের চক্রে ঘুরিয়া আবার
আসিল সুখদ শরৎ ওই ;
হাসিছে চন্দ্রিকা, ফুটেছে কুমুদ,
কিন্তু, হায়! সেই সন্তোষ কই!

আসিল শরত—শারদীয় পূজা
আবার এ বঙ্গে বরষ পরে ;
আবার বাজিল মধুর বাজনা,
আবার উৎসব ঘরে ঘরে ঘরে।

আবার আনন্দে, উৎসবে, উৎসাহে,
নাচিল হৃদয়, মাতিল মন ;
নবীন উদ্যমে ডুবিল আবার
মহোৎসবে ওই বঙ্গবাসিগণ।

বাজিল আবার, প্রিয় বঙ্গ ব্যাপী
মঙ্গল বাজনা—মধুর বাঁশী ;

গৃহে গৃহে গৃহে নবীন বসন
উৎসব, উল্লাস, মধুর হাসি।

সম্বৎসর পরে হেরি মহামায়া,
ভক্তি-বিগলিত বঙ্গের মন;
দুর্গতি-নাশিনী দুর্গা দুর্গা দুর্গা
উচ্চৈঃস্বরে ভক্ত করে উচ্চারণ।

হৃদয় চিরিয়া লয়ে রক্ত-কণা
চারু বিল্বপত্র রঞ্জিত ক'রে,
লিখিতেছে ভক্ত 'লক্ষ দুর্গা নাম';
সুখ-শক্তি-মুক্তি-প্রাপ্তির তরে।

গলে লগ্ন দিব্য রক্তিম বসন
করি আচমন, প্রফুল্ল মনে;
কৃতাঞ্জলি পুটে, আহা, ভক্ত ওই
ধূলিবিলুণ্ঠিত কাতর প্রাণে।

গম্ভীর প্রফুল্ল, মুখশ্রী সুন্দর,—
ভক্তিপ্রেম যেন ক্ষরিছে তায়,—
করে গন্ধপুষ্প, প্রেমাশ্রুনয়নে,
দিতেছে অঞ্জলি দেবীর পায়।

পৌত্তলিক বলে কথিত ইহাঁরা!
নাহিক বিশুদ্ধ মার্জ্জিত জ্ঞান;

পূজিবারে কিন্তু স্বীয় ইষ্টদেবে,
নহে সঙ্কুচিত ত্যজিতে(ও) প্রাণ !

*   *   *

ধান্য দূর্ব্বা-গন্ধ-কুঙ্কুম-কস্তুরী,
মঙ্গল-নিদান বরণ-ডালা ;
দিয়াছে সাজায়ে দেবীর সম্মুখে
কতই আদরে বঙ্গের বালা !

সুবদনে শঙ্খ করিয়া চুম্বন
সজোরে সুন্দরী বাজায়ে (ওই
শুন মরি কিবা সুমঙ্গল ধ্বনি)
অর্চ্চিছে আনন্দে আনন্দময়ী।

শক্তি-সৌন্দর্য্যের অতুল সমষ্টি,
অতুল মমতা,—প্রতিমাখানি ;—
হেন ইষ্টদেবী—কোথা পেলে বঙ্গ ?—
কোথা পেলে বঙ্গ—দুর্ব্বল প্রাণী !

দশভুজা মূর্ত্তি—আনন্দ-প্রতিমা—
বিরাজিত আজ ভক্তের ঘরে ;
ভক্তি-স্নেহ-প্রেম-দান-সৌজন্যতা ;
সংমিলিত সবে বৎসর পরে।

মরি কি আনন্দ ! মরি কি উল্লাস
মরি মরি, আজ এ বঙ্গ মাঝে !

হায় রে অজ্ঞান-বঙ্গের সন্তান
স্থসজ্জিত কিবা স্থন্দর সাজে!

তব আগমনে আজ কি গো দুর্গে,
প্রফুল্লিত ম্লান-বঙ্গের-মুখ?
তব আগমনে ঘুচিবে কি, ওমা,
এবার বঙ্গের স্থচির দুঃখ?

কত ভাবযোগে বাঁধা যে গো প্রাণ,
তোমার ও রাঙা চরণ সনে;
তব আগমন শুনিলে জননি,
পূর্ব্বকথা সব পড়ে গো মনে!

হায় পূর্ব্বকথা! শৈশব ঘটনা,
তরুণ উৎসাহ,—কতই সব;
জাগিয়া হৃদয়ে ওমা পুনরায়,
করে অভিভূত সন্তানে তব।

সেই স্নেহময়ী জননী-চরণ,
জনকের সেই প্রশান্ত বদন,—
যুগপৎ ওমা পড়ে গো মনে।
সেই প্রাণাধিক ভ্রাতা-ভগ্নীগণ,
সেই স্থধামাখা প্রিয়সম্ভাষণ,
সেই পুরাতন 'নূতন বসন',—
কোথায় সে সব! হায় এক্ষণে!

স্মৃতিমাত্র আছে, কিছুই তা' নাই ;—
পুড়ে গেছে সুখ, পড়ে আছে ছাই !
কঠিন পরাণ—বেঁচে আছি তাই,
যুঝিতেছি আজ(ও) অদৃষ্ট সনে।

কেন, মা, জাগালি সে সব কাহিনী ?—
সেই দুঃখমাখা সুখের কাহিনী ?
সহস্র সহস্র যাহার ঘটনা,
সহস্র যাহার বিঘ্নবিড়ম্বনা,
সহস্র যাহার সুখের উল্লাস,
সহস্র যাহার স্নেহের উচ্ছ্বাস,—
কেন সে কাহিনী আজি, মা, জাগায়ে,
উথলিয়া দিলে সন্তানের হিয়ে ?
অতীত—বিগত—নিহত সে দিন,
সময়ের গর্ভে হয়েছে, মা, লীন ;
এক দুই করে কত সম্বৎসর,
হইল বিগত, ওমা তার্ পর,
এলে গেলে তুমি কত কত বার,
এই বঙ্গভূমে ভ্রমণ ক'রে।

এলে গেলে, ওমা, আসিবে আবার ;—
হাসিবে কি, ওমা এ হৃদয় আর ?—

আসিবে কি ফিরে আর পুনর্ব্বার,
গিয়াছে যে সব—ক্ষণেক তরে!

* * * *

প্রিয় বঙ্গ, তুমি হাসিছ আনন্দে,
হাস হাস, আহা! ভালবাসি আমি,
দেখিতে তোমার সহাস্য বদন।
দেখিয়া তোমায় আনন্দে মগন,
হয়রে বিদগ্ধ হৃদয়ে আবার,
অলক্ষ্যে ঈষদ্ উদ্যম-সঞ্চার,
ক্ষণেকে কিঞ্চিৎ মনের বিকার
ঘুচে, হৃদয়ের আঁধাররাশি।
যদি কোন সুখ থাকে রে এক্ষণে
এই অভিশপ্ত-সন্তপ্ত-জীবনে,—
সে কেবল, আহা, তোমার উল্লাস,
তোমার উৎসাহ, আনন্দ উচ্ছ্বাস,
তোমার হৃদয়-নিঃসৃত হাসি।
কিন্তু উচ্চ-হাসি এত গো তোমার,
নহেকো প্রকৃত, বিকৃত ব্যাপার,
হয় না ইহাতে আশার সঞ্চার,
হৃদয় কেবলই বিদগ্ধ করে!
হাসিতেছ—কিন্তু এ উচ্চ হাসিতে!—
হায় এ অসার আমোদরাশিতে,

সঙ্গীতের শত-সহস্র নিঃস্বনে,
বিবিধ বাদ্যের মধুর নিক্কণে
বিলাসের এই কোমল আবেশে,
উৎসবের এই উদ্ভ্রান্ত-উল্লাসে,
বহুমূল্যবান রত্ন-আভরণে,
বহুলরঞ্জিত নবীন-বসনে,
পড়েনিক ঢাকা ক্ষণেক তরে!

এতেক আমোদ, এত আড়ম্বর,
এতই সুসজ্জা, এত অলঙ্কার,
দেখিতেছি; তবু হায়, পরিষ্কার
অবিলুপ্ত সেই কলঙ্ক-রেখা!

দরবিগলিত সেই সব ক্ষত,
হায়, সেই পর-পদাঘাত যত,
তব বক্ষস্থলে, মস্তকে, অধরে,—
সর্ব্বাঙ্গে, শরীরে, ললাট উপরে,—
তবু পরিষ্কার যেতেছে দেখা।

তবে কেন, হায়, এ বিকৃত হাসি?
কেন এ অযোগ্য আভরণ রাশি,
বিকলাঙ্গে ওগো করিয়া ধারণ,
হও এ জগতে বিদ্রূপ-ভাজন?

অসার চাপল্যে, হায়, অকারণ।
লোকধর্ম্ম কেন হাসাও আর ?

হাসায়ো না আর ; হাসিছে বিশেষ,
তোমায় হেরিয়ে স্বদেশ বিদেশ !
উচিত তাহার ভূগর্ব্ভে প্রবেশ,
এমত অখ্যাতি দুর্গতি যার !!

শত ইতিবৃত্ত করিয়া মন্থন,
একটী দৃষ্টান্ত তোমার মতন,
পাইনি অদ্যাপি ,—পাবকি কথন ?
কি সন্তাপ ! ওহো জনমভূমি !

ভারত অধীনা, তুমিও অধীনা ;
আরো ত অধীন, আছে কত দেশ ;
আছে কত দেশ, ছিল কত দেশ,
চির-অধীনতা-শৃঙ্খলে বেষ্টন।
কিন্তু হায় কা'রো তোমার মতন,
হয়নি ত কভু দুর্ভাগ ঘটনা,
হেন অপযশ অখ্যাতি ঘোষণা
ব্রহ্মাণ্ডের পরে হয়নি হবে না !
ঘৃণিতের (ও) হায় ঘৃণিত তুমি !!

কোন্ শক্তি তুমি অর্চ্চ,ও বাঙ্গালি!
ফলপুষ্পে অহো! পূজা কর কার?
বৎসরে বৎসরে শরতে বসন্তে?
জাগ্রত কি সুপ্ত দেবতা তোমার?

সুষুপ্ত সুষুপ্ত বঙ্গে মহাদেবী
সুপ্ত বহু যুগ করালবদনা,
দেবতাবিভ্রমে ক্রীড়ার পুত্তলী
নিরর্থক ওরে কর উপাসনা!

অথবা করিতে শক্তির অর্চ্চনা
নও বঙ্গবাসি অধিকারী আর;
বহুব্যভিচারে অশুচি হয়েছে
হৃদয়-মানস-শরীর তোমার।

অশুচি, অযোগ্য, অশক্ত বাঙ্গালি,
লাম্পট্য তোমার প্রতি লোমকূপে,
আশৈশব তুমি আছ হে আসক্ত;
শক্তির বিরোধী গুরুতর পাপে।

ক্ষুদ্র কলেবর ক্ষুদ্রতর মন
শিথিল সর্ব্বাঙ্গ—শরীরবন্ধন,
রমণী-অঞ্চল আশ্রয় তোমার!
বিড়ম্বনা তব জীবন ধারণ!

শৈশবের সীমা না হইতে পার
বার্দ্ধক্য তোমায় করে আক্রমণ,
হও জরাগ্রস্থ বিলোলিতচর্ম্ম,
উপস্থিত পূর্ণযৌবন যখন!

কোন্ প্রয়োজন জীবনে তোমার?
হেন দেহযষ্টি করিয়া ধারণ?
এখন(ই) বিনাশ কর বঙ্গ নাম;
সাগরের গর্ত্তে হও নিমগন!

কিম্বা উপহার দেবীর চরণে,
দাও ওরে আজি অযোগ্য জীবন,
হৃদয় শোণিতে জাগাও ভীমায়;
কর প্রায়শ্চিত্ত—পাপ-বিমোচন!!

* * * *

রজনী ভাগিল, জগত জাগিল,
অন্ধকার ভেদি, উষা প্রকাশিল;
'হৃদয়ে ঘা দিয়া' বাজিল বাজনা,
করিল প্রভাতী আরতি ঘোষণা।
আনন্দের স্রোতে বঙ্গ পরিবার,
নবীন উদ্যমে ভাসিল আবার!

জয় জয় দুর্গে অসুরনাশিনি!
জয় মহাশক্তি! জগত জননি!
হইবে কি মাতঃ হইবে কি আর,
বঙ্গ-অঙ্গে কভু শক্তির সঞ্চার?

তৃতীয় স্তবক।

পুরাতন পথে।

পূজা আসিয়াছে। প্রবাস হইতে, প্রবাসীদিগের গৃহ-বাসে গমনের সময় উপস্থিত। সম্বৎসর পরে স্বগৃহে গমন,—গমনের কতই সুখ, কতই স্মৃতি, কতই আমোদ, আনন্দ এবং উৎসাহ! সে কালে, বিশ-পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও এ সুখ, এ স্মৃতি, এ আমোদ, আনন্দ এবং উৎসাহ কতই না আবার অধিক ছিল। এ কালে, যে সে সব একেবারেই নাই, তাহা বলিতেছি না;—আছে, কিন্তু তখনকার মত, তেমনটী এখন আর নাই। নানা কারণে, লোকের আমোদ আহ্লাদ অনেক কমিয়া গিয়াছে। ইহা পুরাতন-প্রিয়তার কথা নহে,—প্রকৃত খাঁটী কথা। এই পথের কথাটাই ধরুন না কেন। পূজার পূর্ব্বে, বাড়ী যাইবার সময়, সে কালে পথের আনন্দ, উৎসাহ ও আরাম যাহা ছিল, এ কালের অনেক লোকই তাহা জানেন না। তাঁহারা জন্মাবধি রেলগাড়ীর গর্ভযাতনা ভোগ করিতেছেন,—সম্ভবতঃ সে কালের সে সুখ কখনও অনুভব করেন নাই। রেলগাড়ীর

গড়গড়ানিতে লোক বড় নীরস হইয়া গিয়াছে। রেলযাত্রী নৌকাযাত্রার আমোদ ও আরাম কি বুঝিবে! এখন দুই ঘণ্টা বা দশ ঘণ্টায় যাই, তখন না হয় দুই দিন বা দশ দিনে যাইতাম। কিন্তু সেই দুই দিন বা দশ দিনের আনন্দ কত, উৎসাহ কেমন! এখন অলিগলিতে রেলগাড়ী ও ষ্টীমারের ভীষণ উদ্গীরিত কুৎসিৎ ধূমে দশ দিক আচ্ছন্ন করিয়া, সে কালের সুখদ পথ বন্ধ করিয়াছে, তাহার শান্তিভঙ্গ ও সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়াছে।

পূজার সময় বাড়ী যাইবার সে পুরাতন পথ এখন আর নাই, থাকিয়াও নাই। পথের সে পদ্য, প্রীতি-প্রফুল্লতাও নাই; পথ-পার্শ্বস্থিত নৈসর্গিক শোভাময় সে সব মনো-মুগ্ধকর প্রাণস্পর্শী দৃশ্যও আর দেখি না। কিরূপে দেখিব? কর্ম্মফলে কলের গাড়ীর গর্ভযাতনা ভোগ করি; কর্ম্মফল কেমনে খণ্ডাইব? আমরা কলের পুতুল, কলে খাই, কলে পরি, কলে চলি, কলে বলি। কলের ভিতর হইতে কাব্য-রস বাহির হওয়া সম্ভবে না। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নানা রঙে রগ্‌রগে, তাই বলিয়া, পুতুলের পেটে প্রীতি-প্রসন্নতা থাকিতে পারে না; ছায়াবাজীর সঙ সুতার সঞ্চালনেই নাচিয়া থাকে। কিন্তু সে কালের লোক এতটা কলের পুতুল ছিল না।

পূজার সময়, সে কালের প্রবাসী বাড়ী যাইতেছে। এই কলিকাতা হইতেই আমরা কত লোক চলিয়াছি। কেহ গঙ্গা "বাহিয়া" যাইতেছি, কেহ পদ্মায় পাড়ী দিতেছি,

কেহ ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া আসিতেছি, দামোদরে, দ্বারকেশ্বরে, শিবসা, রূপসা, রূপনারায়ণে নৌকা চলিয়াছে ; কেহ কাব্যময় কপোতাক্ষ বাহিয়া, কেহ পল্লীপ্রবাহিতা আঁকাবাঁকা বেত্রবতী বাহিয়া যাইতেছি। সোদপুরে পান্‌সী, খাজনাখেটে পান্‌সী, বোট, বজরা, ভাউলে, ছিপ, কত কত রকমের শত শত খানা নৌকা চলিয়াছে। সূর্য্যকিরণে সোণার রঙ ; স্বচ্ছ শারদীয় আকাশ, স্বচ্ছ সলিল ;—আকাশ, সে সুবর্ণ স্বচ্ছতায়, শোভাময় ; হাস্যময়, প্রভাতের স্বাস্থ্যময় মধুর হাসিতে দশ দিক হাসিয়াছে। প্রবাহিনী সলিলপূর্ণ, তাহার দু'কূলের ক্ষেত্রগুলি শস্যপূর্ণ,—শ্যামশস্পে নিশীথের নিহারমালা হয়ত তখনও শুকায় নাই ; শুভ্র, সজীব শিশির-খণ্ডগুলি আমা-দের বাড়ী যাওয়ার আমোদে আনন্দিত হইয়া মিঠা মিঠা হাসিতেছে। নৌকা বক্ষে করিয়া, স্রোতস্বিনী জোয়ার-স্রোতে ছুটিয়াছে, জলের মত পাতলা, সলিলের মত স্বচ্ছন্দ, শরৎ সমীরণের মত সুপ্রসন্ন আমাদের মনগুলি বাড়ীর দিকে ছুটিয়াছে। তালে তালে "বৈঠা" পড়িতেছে, কোথায়ও নৌকা গুণে চলিয়াছে ; কোথায়ও বা পাল উড়াইয়াছে। সৌখিন বাবুরা নৌকা পরে নীল পীত লোহিত পতাকা উড়াইয়াছেন। কোনও নৌকায় নব্য আরোহীদের আহার হইয়া গেল ; প্রবীণের নৌকায় এই কেবল আহারের উদ্যোগ হইতেছে। নৌকা তীরে লাগিল। আমাদের নৌকায় হয় ত খোসগল্প হইতেছে, তোমাদের নৌকায় তাস

পাশা চলিতেছে; পশ্চাতের ঐ পান্‌সীখানায় বাঁশি বাজিতেছে; সম্মুখের ঐ বত্রিশ দাঁড়ে বড় বজরাখানায় তবলার চাটী উড়িতেছে। কত নৌকার দাঁড়ে ঘুঙুর বাঁধা, তালে তালে দাঁড় পড়িতেছে, তাহার সঙ্গে তালে তালে ঘুঙুর বাজিতেছে। মাঝি ধুয়া ধরিয়াছে;—দাঁড়ীরা গান গাহিতেছে। এক এক নৌকায় এক এক রকম গীত। কেহ সারি গাহিতেছে, কেহ শ্যামাবিষয় গাহিতেছে; কেহ আগমনীর উচ্ছ্বাসে আপাদ-মস্তক পুলকিত করিতেছে;—

বাঙ্গাল মাঝিরা "ভাটিয়াল" ধরিয়াছে;—

কেহ গাহিতেছে;—"দরদি এমন নিগম কথা শুন্‌লি নে হেথায়।" অপর নৌকার মাঝি ঐ ভাবে ভোর হইয়া, ধুয়া উঠাইল—"আমি অচল পয়সা হলাম ভবের বাজারে; ও মন-মাঝিরে।" আর একখানা পূর্ব্বদেশীয় পান্সীতে একটা জমকাল প্রেমসংগীত হইতেছে;—

"ও বাঐরে—ঝাকে ওড় ঝাকেরে পড়
তারে বল সাড়া;
কইও মোর বঁধুয়ার আগে, বাঐ,
পিরীতি জান মরারে।
ওরে নলের আগায় নলফুল, বাঁশের আগায় টিয়ে
কইও মোর বঁধুয়ার আগে, না যেন করে বিয়েরে।
কি জঞ্জাল করিলি বাঐরে॥

যহন কল্লাগ পেরেম বাঞী, খানবাঁধাম ঘাটে,
আহাশেব চন্দর যেন বাঞী, তুলে দিলে হাতেরে।

চারিদিকে কর্ণধারদিগের কলকণ্ঠ, কোমল, করুণ, উল্লাসময় আওয়াজ ;—চিত্ত বিভোর হইয়াছে। আনন্দময়ীর আগমনের আনন্দ আকণ্ঠ পান করিতেছি।

রাত্রি অধিক হইয়াছে; জ্যোৎস্না ডুবিয়া গিয়াছে; দশ দিকে অন্ধকার; নদীর দুই তীরে নিবিড় জঙ্গল; নৌকা ভয়ে ভয়ে চলিয়াছে। মাঝি আসিয়া কাণে কাণে কহিল, "মহাশয় সে দিন এইখানে ডাকাতে রজনী বাবুর নৌকা মারিয়াছিল।" মাঝির কথা শেষ হইতে না হইতে জঙ্গলে একটা বাঘ ডাকিল। নৌকার সকলেই শশঙ্ক, শশব্যস্ত, বুক দুরু দুরু করিতেছে; দুর্গানাম জপ আরম্ভ হইল; দাঁড়িরা প্রাণপণ শক্তিতে দাঁড় টানিতে লাগিল। দুর্গতি-নাশিনী দুর্গতি নাশ করিলেন। নৌকা গিয়া বাহির গাঙে পড়িল। প্রভাত হইল। জঙ্গল ছাড়াইয়া জনস্থানে আসিয়া পড়িয়াছি। ভদ্রপল্লীর প্রভাতপ্রফুল্ল মূর্ত্তি। ঘাটে ঘাটে পদ্ম ফুটিয়াছে, মৃণাল ফুটিয়াছে, ঘাটে ঘাটে পুরুষগণ তিলতর্পণ করিতেছেন। ঘাটে ঘাটে মহিলাগণ স্নান আহ্নিক পূজা করিতেছেন। সকলেরই দৃষ্টি আমাদের নৌকার দিকে! নৌকা এক মাইল দূরে থাকিতেও মহিলাগণ এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছেন। বালক বালিকা বৃদ্ধা যুবতী, তরুণী কেহ কাপড় কাচিতে কাচিতে, কেহ সাঁতার দিতে দিতে, কেহ শিবপূজা

করিতে করিতে, নীরবে নৌকাপানে চাহিয়া আছেন; সকলেই ভাবিতেছেন, নিশ্চিতই এখানি তাঁদেরই বাড়ীর নৌকা। হায়! আমাদেব নৌকা চলিয়া গেল। তখনও নৌকার দিকে মেয়েদের নিরাশ দৃষ্টি লাগিয়া রহিয়াছে।

চতুর্থ স্তবক।

পূজার আদর ও উপহার।

বৎসরের পর, প্রাণেশ আমার
পূজায় আসিবেন ঘরে,
কি বা তাঁরে দিব, কি দিয়ে সেবিব
কি আছে ব্রহ্মাণ্ড পরে;
যা দিলে হৃদয়, ওগো তৃপ্তি হয়,
কি ধন এমন আছে।
যা কিছু আমার, সকলি যে সই!
বিকায়েছে তাঁর কাছে!
কিবা আমি তাঁরে দিব!
সম্বৎসর ধরে, গাঁথিয়ে রেখেছি,
অশ্রু দিয়ে এক মালা,
দিয়ে উপহার, প্রাণেশের পায়,
জুড়াব সকল জ্বালা!
নয়ন-সলিলে, নাওয়াইব তাঁয়,
কুন্তলে পুঁছিব পা,

সোহাগ-সেবিত, সুগন্ধি-সাবানে
মেজে দিব তাঁর গা।
স্নেহ গলাইয়ে, গড়িব সন্দেশ,
ধরে দিব তাঁর আগে,
বলিব তাঁহারে, "শিখেছি এখন
দেখ দেখি কেমন লাগে?"
আদর ছানিয়ে, আতর করেছি,
দিব তুলে আমি তায়,
দিব উড়ানীতে, মাথায়ে সজনি,
দিব বঁধুয়ার গায়।
কেতকী কুসুম, কাঁটা ছাড়াইয়ে,
ব্যজনী বানায়ে দিব,
অঞ্চল চালিয়ে, মঙ্গল বাতাসে
বঁধুয়ারে সম্ভাষিব।
বঁধুয়া বালক অতি,
সুবাসে ডরায়, পরশে পলায়
বুঝেনা বুঝেনা পিরীতি।
বুকের উপর, বিছাইব শেজ,
আসিয়ে বসিবে সে,
বসিলে বলিব, "কে তুমি গো এলে
চিনিতে পারিনে যে।"

প্রাণ দিয়ে ছেঁকে, প্রেমের অমৃত
দিব গো গেলাসে ঢালি,
আর যা' যা' দিব, বলিব না সই,
রেখেছি সাজায়ে ডালি।

শারদ শশীর শিশিরে বসিয়ে,
চারুচুম্বনের তোড়া,
গাঁথিয়ে গাঁথিয়ে, ছুড়িয়ে মারিব
একেবারে যোড়া যোড়া।

বলিব তখন, "বলনা বলনা
এখন কেমন হয় ?
আজি শাস্তি দিব, ভুলে যাও পাঠ,
তুমি বড় ব্যাড বয়।"

* * * *

এস এস প্রাণ! পিরীতি আমার,
এস গো পূজায় বাড়ী।
চাইনা গহনা, কোন সোণা দানা
চাইনা চিকন শাড়ী।

আনন্দ বদনে, বিন্দু বিন্দু হাসি,
দেখিতে কেবল চাই,
আনন্দ-ময়ীর, শুভ আগমনে
তা যেন দেখিতে পাই।

সর্ব্বমঙ্গলার, আনন্দ বাজার
এস গো আনন্দময়,
সম্বৎসর পরে, দেখসিয়ে আসি
তোমার স্নেহ-আলয়।
কেহ বাতায়নে কেহ বারান্দায়
তোমার আশ্বাসে বসি;
কখন আসিবে, এলে নাকি ওগো?
এস এস হাসি-খুসি।

সোহাগিনী।

ছাদের উপরে, সোহাগের শেজ,
আধ আঁচরে পাতা,
এবার পূজায়, আসিয়ে প্রাণেশ
একেলা বসিবে হেথা।
চাঁদের আলোতে, চাঁদ লয়ে সাথে,
খেলিব লো আমি তাস,
দেখিব তুরূপ, মারে সে কিরূপ,
দিয়েছে ত বি, এ, পাস।
আয় চাঁদ আয়, চাঁদনি লইয়ে,
আলোক-মাখান গা,

ধীরে ধীরে ধীরে, আসিয়ে শিয়রে
বসিয়ে তামাক খা।
আহা! মরে যাই! শুকায়েছে মুখ,
পথের পড়ন্ত রোদে,
প্রাণ, তুই তোর প্রেম-পাখা-খুলে;
পিয়রে বাতাসে দে।
বিরহ-ব্যথায় বঁধুয়া আমার
পেয়েছে আঘাত বুকে,
অমিয়-গোলাপ গেলাসে গুলিয়ে
ঢেলে দিব তার মুখে।
কাণে কাণে কাণে, প্রাণে প্রাণে প্রাণে,
(কব) বরষের কথা।
সোহাগ-শীতল শরবতে তার
জুড়াব প্রাণের ব্যথা।
বিলাস-বরফি, শরমের শর-ভাজা
আমি দিব তারে পর পর,
ইকি মিকি ঝিকি, বেলা ত লো গেল,
এখনও এলো না বর!

অভিমানিনী

আমি বিণাব না বেণী, বাঁধিব না চুল,
পরিব না টিপ,
মাথার কিরে ;—
পুজোর ক' দিন আসে যদি বাড়ী,
হেথা-হোথা-সেথা
বেড়াব ঘুরে।
আমি মুখপানে তার চাবও না ফিরে!
সত্যি সত্যি সই কব না লো কথা;
সত্যি সত্যি সত্যি তিন সত্যি কিরে!
আমি সাজাব না ঘর, বিছাব না শেজ,
জ্বালিব না দীপ—
দিয়েছি আড়ি ;
আমি চাইনেকো বডি, বোম্বে শাড়ী,
আমি চাইনে গহনা শত ভরি সোনা,
চাইনে সাবান সেমিজ তার ;
পোড়া কপালখানা! এ কপালে সই,
পোরবো না লো
শারদীয়া পূজার পাউডার,
আমি চাইনেকো তার আদর আর॥

আমি বাঁধবো নালো চুল, তুলবো নালো ঘুর্ণি,
গাঁথ্‌তে মালা,
সাঙ্গ হলো ওলো সই আমার রসের খেলা।
পোড়াকপালীর বেটা পরুক এসে তার
কেরেপ শাড়ী,
আমি যাই চলে, ছাই! বাপের বাড়ী!
ছি ছি ছি সিঁথির সিঁদুর,—রয়েছে এখনও,
লাজের কথা!
এ এয়োত্ব ভার-বহিবে সে কেন?
প্রাণেতে যাহার বৈধব্য-ব্যথা!

শারদ কুইন।

ওই যে মেয়েটী আজ (দুর্গা-নাম্নী-মেয়ে)
দালানে দাঁড়ায়ে, দশ হাতে লয় পূজা,—
বিলায় পিরীতি, শরতের সুমধুর
গ্র্যাণ্ড পিক্‌নিকে,—শারদ-কুইন! সুখে
সপরিবারে,—শির নামে স্বামী দ্বিতীয়
পক্ষের ওর আসিয়াছে সাথে,—মরি রে
মর্ত্তলোকে, বাৎসরিক শারদ ডিনারে;—

হাণ্টার্-হসব্যাণ্ড হর, হতবম্ব হয়ে,
হেরিতেছে হাণ্টরীর অট্ট অট্ট হাস।
চিনে কি উহারে এরা অভব্য বাঙ্গালি?
অশিক্ষিত, অর্থোডক্স, অসভ্য উচবুক্!
চিনে কি উহারা, আরাধ্যা-দেবী উহাদের?
হায় রে! চিনিত যদি হতভাগ্য গণ,
তা হলে, দাগিবে কেন কলঙ্ক এমন
মোদের কপালে পোড়ামুখো-পাপিষ্ঠেরা!
তা হলে কি ড্যাকরা-দলে দুর্ণাম দারুণ
হইতে পারিত কভু, কভুরে এমতি
আমাদের! যে আমরা পার্ব্বতী প্যাটনে—
পেটা, পণ্ডিতা প্রমোদা—মহা-মেয়ে-কুল
শারদার ছাঁচে ঢালা সুস্বচ্ছ সুন্দরী।
শোভাময়ী;—মহিলো মেদিনী-জয়ী বটে
মহামায়া-মত, তবুও আদর্শ ওরে
আমাদের উনি,—উহাঁরি ত অভিনয়
করি লো আমরা! দশ হাতে বরাভয়
ওঁর,—দুই হাত আমাদের; দশহাতে
লন লভ্ উনি, দুইহাতে লই মোরা
দিক্বিদিকে,—কম উনি কিসে? হায়রে
উনি জগন্মাতা আমরা ব্যাপিকা বেশ্যা
ঘোর বিলাসিনী,—ভীষণা-রাক্ষসী!!

এই যে বিচার বঙ্গদেশে, বঙ্গবাসী দলে !!
আমাদের পিকনিকের গন্ধ পেলে হয়,
পোড়ামুখোয়া তখনি পোড়াইবে বাক্যবাণে,
মার্জ্জিতা মেয়েরে, কিন্তু দেখ না কেমন
পার্ব্বতীর এ প্রমোদে দেয় পূজা ওরা !
ছিছি লো কপাল খানা দেখিনি এমন
এক হাটে দুই দর হতভাগ্য দেশে,
যণ্ডামার্ক মূর্খ দলে
কালামুখো কুষ্মাণ্ড মহলে !

শারদীয় সওগাৎ।

এই নেও নেক্‌লেস্, বুরুচ, ফিরিঙ্গি-ফুল ;
ধর বক্ষে বাবু-চেইন, চঞ্চলে আমার ;
চেয়ে দেখ নহে চিক এটী, চাঁদবদনী লো—
নহে স্থাষ্টী চন্দ্রহার, পৈতৃক প্যাটার্ণ ;—
চাঁদ-ধরার মেসিন এটী,—চুনী পান্না মরকত—
মাণিক-কেয়ারী, চুম্বিছে চাঁদের মুখে, বুকে—
চিবুকে নয়নে, নবীনরতন রাজী, নব
অনুরাগভরে ভূয়োভূয়ঃ—ভাবে মাতোয়ারা
ভ্রমরা যেমতি সুমধুর ভায়োলেটে কিম্বা

পদ্মে,—প্রস্ফুট বেঙ্গল লিলী, সুইট গোলাপে।
প্রাণের গোলাপী লো, লও এই গুম্ফ-হার—
হ্যামিল্‌টনের গড়ন, মাথা খাও, পোরো
ইটী, পঞ্চমীর পিক-নিকে পূজা-ভেকেসনে ;
ক্লিওপেট্রা কর্ণফুল লও প্রিয়ে, কাদম্বরীকাণ
শকুন্তলা ব্রেস্‌লেট মৃণাল-বলয়, মরি
তপোবন-বাসিনীর,—কবিবিরচিত এবে;—
রূপসীর রুচিভেদে, দেখলো রসিকে ;
শকুন্তলা-ব্রেসলেট রত্নাবলী চুড়ী, ও বাহু-
বল্লরী বেড়ুক এখনি; হেরে ক্ষুধা মিটাক নয়ন;
কবি হ্যাণ্ড-সেক প্রিয়ে লভি অপবর্গ ফল।
নুরজিহান-জসম, লওলো যৌতুক, যত্নে
এনেছি গড়াযে প্রাণ গোয়াড়ী হইতে এটী।
এল্‌গিন-নোলকে ডবল ডাফারিন্‌-দুল
দোলাও লো দেখি ডারলিঙ ডিয়ার ; পরলো
সুন্দরী ইলিয়েট-ইয়ারিঙ মেকেঞ্জী-মাকড়ী;
লও এই লিবারেল-লকাপেড়ে-সাড়ী, সূক্ষ্ম
সেমিজের সম্মোহন, রেডিকেল রস-ধাক্কা,—
পদ্মমুখী -পাছা,পরিমল লোভে অলি আসিয়া
জুটিবে। লক্ষহীরা-রিঙ লও রসবতি,
কুন্তলীন, এসেন্স চামেলী ল্যাবেণ্ডার-শিশি,
ইলেক্‌ট্রিক আরশি, অক্সফোর্ড অপেরা গ্লাস,

সিল্‌ভার সিউইং-কেস, স্বর্ণ সিরিঞ্জ,
আর সিল্‌ভারের জাগ, পিরীতি-পিয়ালা।
এই লও সোমরস-সালসা-প্যারিল্যা,
বিচামের পিল, বিজয় বটিকা, ধর
কমলিনী বটলকুলার, টনিক ওয়াটার,
আর ষ্টমাক-বিটার আর সেণ্ট রাফেলের
এই স্বাস্থ্যজ-শীতল সুরা, নৈশ-লীলাক্লান্তা
মরি মরি, যদি জ্বর হয়, আসিবে লো
উপকারে, এ ঔষধি কটী, অটম্ উৎসবে।
কাফ-স্কীন্-লেদার-পাদুকা পর প্রাণেশ্বরি;
করি পূজা, দেহ আজ্ঞা, চুম্বি পদ-পল্লব-
মুদারে;—কাতরে, মাগিছে বর ফেবার-ভিখারি
চির ভৃত্য তব, তিষ্ঠ তিষ্ঠ তিষ্ঠ এ মন্দিরে।

গিরিবালার গহনা।

(ট্রা-জিডি)

"ছি ছি কপালখানা, কেমিকেল সোনা,
এ পোড়া গহনা,
কে চেয়েছিল ?"

বলি গিরিবালা, গ্রীবা বাঁকাইলা
বাম পদাঘাতে,
গহনার থালা
'পালঙ্ক' হইতে ফেলিয়া দিল।

(২)

প্রমাদ গনিল প্রমথ বাবু!
নির্ব্বাক নীরব, গলদ্‌ ঘর্ম্মকায়
ভয়ে "ভ্যাব্যা-চাকা"
মিটি মিটি চায়,
এ মহা-প্রলয়ে, কোথায় লুকায়?
উঠি গুটি গুটি, পায়, পায় পায়,
আরসি-আড়ালে আশ্রয় নিল।

(৩)

মরমে মানিনী-পাইল ব্যথা!
কহিল না কথা, ধরিল না পায়,
জোর করে চোর, পলাইয়া যায়,
হয়েছে আস্পর্দ্ধা এত!

(৪)

তখন, উঠে গিরিবালা, গুটায়ে অঞ্চল,
আরক্তিম গণ্ড, স্খলিত কুন্তল,

কাঁপায়ে পর্য্যঙ্ক, পর্য্যঙ্কের তল

দাঁড়ায় সুন্দরী!

কি সৌন্দর্য্য-ছটা! আ মরি মরি!

(৫)

কম কলেবর ক্রোধাগ্নি-স্ফূরিত!
যেন সৌদামিনী শশি-বিভাসিত!
দৈর্ঘ্যে প্রস্থে তনু পূর্ণ প্রসারিত ;—
আর,—আর,—
বিস্ফারিত বক্ষে বিষম গর্ব্বিত!
(অতি অহঙ্কারে অত্যন্ত উত্থিত)
সমুন্নত দুই আগ্নেয় গিরি!!

দীপাধারে দীপ সভয়ে শিহরে,
শুভ্রঃ শির স্বতঃ অবনত করে!
শরতের সেই নিশীথ প্রহরে ;—
হেরে আচম্বিতে নয়নের পরে,
লাবণ্যের রুষ্ট উলঙ্গ লহরী!!

(৬)

বেগ-বিক্ষোভিত কটি-বন্ধ-হার
নিবিড় নিতম্বে চুম্বে বার বার ;
হেলায় উপেক্ষি, অতি গুরুভার,—
প্রমত্তা মাতঙ্গী সতেজে ধায়!

অগুরু অঞ্জন অলক্তক রাগ,—
শক্তি-প্রিয় সাজ সোয়ামী-সোহাগ,—
(রোষ-স্ফীত-কান্তি অত্যন্ত সজাগ)
জঘনে, নয়নে, চরণ পল্লবে—
অসংযত অতি উলঙ্গ ভায়!

(৭)

ছুটায়ে সুতীব্র তড়িত-তুফান
বিলোল অপাঙ্গে বহ্নি-খরশান!
গর্ব্বে গিরিবালা হয়ে আগুয়ান,—
প্রমথ-পতঙ্গে ধরিল জোরে !

মৎস্যরঙ্গ যেন মীনে আক্রমিল,
কিম্বা বাজবৈরী শালিকে ধরিল,
কিম্বা গুরু গায়ে মেয়ে গরাসিল,—
হায়রে তেমনি, মহিষমর্দ্দিনী
মশক-মর্দ্দন করে!!!

(৮)

মুন্সেফী চাকুরী করেন বাবুটি,
তাহার উপর ম্যালেরিয়া জ্বর,
সাতটী উপোসের পরে সাবু পথ্য করে,
আজ সবে এসেছেন বাটী।

পাতলা-ছিপ ছিপে, প্যাঙাসে রঙ,
গঠন খয়াটে খয়াটে,
পিরহান পরা যেন একটী পাড়-কাটী!
বয়স হবে বছর সাঁইত্রিশেক, কটা চুল,
দোজ পক্ষের বিভা ইটী।
মদ একটু খেয়ে থাকেন বটে;
কিন্তু যান নি উৎসন্ন
বিলক্ষণ বুদ্ধি আছে ঘটে।
কারণ, আমরা জানি
ভাঙ্গায়ে ৫০ খান গিনি,
গড়ায়ে এনেছেন এ গহনা সেট
ভয়, গিরি পাছে চটে।
তথাচ বিপদ এই!!!

(৯)

গিরি বলে "কেটেছ ত মেয়ে সিঁতি,
গয়না পরোসে এখন মানে মানে,
যদি ভাল চাও,
নইলে দেখ্‌বে পাড়ার লোকে,
কেমন তামাসা—
আজ তুমি কাণ নিয়ে কোথা যাও।"
এত দিন খুলি নি কো মুখ,
বোলি নি কিছু,

তাই বেড়েছে আস্পর্দ্ধা,
আস্কারা পেয়ে।
আজ তুলবো শোধ তার,
নইলে নই আমি গিরি,—
গড়পার মেয়ে।"
"কাটো ত কাত্তিক কটা গোঁফ ক'টা
কাঁইচি দিয়ে,
পোর্ত্তে হবে নাকে নোলক নাকছবি,
গোমড়া-মুখো হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে যে বড়,
এস না এগুয়ে—
পরোসে সিন্দুর বেঁধে দিই খোপা কেটে দিই টিপ,
মাখিয়ে পাউডার তোবড়া গালে,
কেমন খাসা ছিরি খানি মরি!
দেখ গে আরসি নিয়ে।"

(১৫)

অতঃপর মুন্সেফ বাবু মুখ খুলিলেন,
চুলকাইয়া মাথা—
বলিলেন "আমাকে যা' বল, তা' বল,
কিন্তু, আদালতের অবমাননা করা,
তোমার হয় না কো উচিত ;—
এজলাসে হোতো যদি এ ব্যাপার,
নিশ্চয়ই কত্তে পাত্তেম এর বিহিত।

তুমি কোরেছ কন্‌টেম্পট্‌ অব্‌ কোর্ট,
তা' ছাড়া লাইবেল ও সিডিসন
মধ্যে আছে এর,
বৃটিশ এবং হিন্দু "ল" উভয় আইন মতে,
ব্যাখ্যা হতে পারে ঢের।
বোল্‌বো কি অধিক মেয়ে মানুষ তুমি,
তায় পরিবার,
নইলে জরিপানা এবং জেল
উভয়ের দ্বারা কর্ত্তেম এর প্রতিকার।"

(১১)

শুনে, (বলা বাহুল্য) বেশী গরম হয়ে
উঠিল গিরি ;
বলে "বটে রে, চালাক চন্দ্র, এত বাহাদুরী !
খুব্‌ ত দেখ্‌ছি চোপা, দাঁড়াও একটু খানি,
দেখাচ্ছি হাকিম-গিরি।"
এই বোলে জিহ্বাটী ধোরে দিল সে বিষম টান,
হইল তাহাতে প্রমথ নাথের
প্রায় কাছা কাছি ওষ্ঠাগত প্রাণ ! !

(১২)

শেষে একটু সুস্থ হোয়ে, ছাড়িল প্রমথ শ্বাস ;
বলে,-"বিধুমুখী তুমি কোচ্ছো না বিশ্বাস,

কিন্তু, দস্তাবেজ আছে আমার কাছে,—
স্যাকরার বিল।
তা, ছাড়া আরও প্রমাণ আছে ঢের,
দুঃখের বিষয় বড়, আমি হেতা দিতে,
পাচ্ছিনে উকিল।
এভিডেন্স অ্যাক্ট অনুসারে,
হবে ইহা শাফ্ সপ্রমাণ,
নহে কেমিকেল সোনা,—
খাঁটি গিনি পঞ্চাশ থান।”

(১৩)

কিন্তু, অহঙ্কার আক্রোসের পর,
এসেছে তখন,—
অবসাদ,—অভিমান;
প্রমথ নাথের প্রমাণ প্রয়োগে—
গিরি আদপে দিল না কাণ;
দীর্ঘ শ্বাস ছেড়ে, বলে,
“ছি ছি! কি চাতুরী!
নহে গিনি সোণা, গিল্টি এ গহনা,
আমি আফিম খাইয়ে মরি!”

পঞ্চম স্তবক।

পূজার বাহার।

বস্ত্রের বিজ্ঞাপন।

(১) গাউন-ধাক্কা উকিল পাছা।

(২) ডিয়ার-মি ডেপুটী-পেড়ে।

(৩) কিস্-ধাক্কা কালেক্টর পেড়ে।

(৪) মুচকি-হাসি মুনসেফ পেড়ে।

(৫) কেদারা-ধাক্কা কেরাণী-পেড়ে।

(৬) ব্রিফ-শূন্য ব্যারিষ্টার-পেড়ে।

(৭) সৌদামিনী-পেড়ে। গ্রাহক-শূন্য সম্পাদক পেড়ে।

(৮) সীমন্তিনী-পেড়ে। রাজ্য-শূন্য রাজা পাছা।

(৯) থিয়েটার-ধাক্কা ঠাকুরাণী পেড়ে।

(১০) ঘুসাঘুসী পাছা। ঘোম্‌টা-পেড়ে।

(১১) হাসি-খুসী-পেড়ে। খ্যাম্‌টা-পাছা।

(১২) সার্কাস ও সন্ন্যাস-ধাক্কা সম্পাদক পাছা।

(১৩) চুলোর ছাই-পেড়ে। চুলাচুলী-পাছা।

(১৪) চোরে চোরে মাসতুতো ভাই পেড়ে।

(১৫) যমালয়ে যাও-পেড়ে। জুবিলী পাছা।

(১৬) বাবুধাক্কা ব্রহ্মে-পেড়ে।
(১৭) বোতল-ধাক্কা মাতাল-পেড়ে।
(১৮) ম্যালেরিয়া-ধাক্কা ডাক্তারী-ডুরে।
(১৯) কৌন্সিল-ধাক্কা কিস্কিন্ধ্যা-পেড়ে।
(২০) বিহান-ধাক্কা বিহাই-পেড়ে।
(২১) লাড়ুগোপাল-ধাক্কা লেডী-পাছা।
(২২) সেনেট-ধাক্কা ছাত্র পেড়ে।
(২৩) এলিয়ট-ধাক্কা ড্রেণেজ-পাছা।
(২৪) পরিষদ-ধাক্কা সাহিত্য-শাড়ী।
(২৫) কন্‌ভোকেষণ-ধাক্কা ক্রফ্‌ট-পেড়ে।
(২৬) এলগিন্‌-ধাক্কা মেমোরিয়েল-পেড়ে।
(২৭) কেলে হাড়ী-ধাক্কা কাব্যি-পাছা।
(২৮) ধামাধরা-ধাক্কা ধুমধাম-পেড়ে।
(২৯) ডালা-ধরা পেড়ে। প্রেসিডেণ্ট-পাছা।
(৩০) জুতো ঝাড়া-পেড়ে। গাড়ী টানা পাছা।
(৩১) খ্যাঙরা পেড়ে। ন্যাকড়া পাছা।
(৩২) শামলাশূন্য মামলা-পেড়ে।
(৩৩) পঞ্চানন্দ-পাছা। পীট-টান পেড়ে।
(৩৪) সম্পাদিকা-ধাক্কা সেঁজুতি-পেড়ে।
(৩৫) কলভিন-ধাক্কা কংগ্রেস পাছা।
(৩৬) আদালত-ধাক্কা এডিটর-পাছা।
(৩৭) মানিনী-রাই মহান্ত-পেড়ে।

(৩৮) সিণ্ডিকেট-ধাক্কা গ্রীফীথ-পেড়ে।

(৩৯) রাজা ধাক্কা উকিল পেড়ে।

(৪০) কন্‌ফারেন্স ধাক্কা কৃষ্ণনগর পাছা।

পরন্তু,

লাড়ুগোপালের জন্য বিনোদ পাগড়ী এবং লেডির জন্য বিনোদিনী ক্যাপ। প্রথমোক্তের জন্য কমলিনী কামিজ, শেষোক্তের জন্য স্যাম্পীন সেমিজ।

কিন্তু,

বঙ্গের কুললক্ষ্মীদের জন্য সেই সিন্দুর ও সবকস্তা ব্যবস্থা।

পূজার ফ্যাসান।

সে দিন বসুজা বিজন-বালার বোধন-পার্টি'তে মিশাশ সরসী-লতা সাহা উপস্থিতা ছিলেন। শ্রীমতী সরসী-লতা, সই-সমিতির সংগৃহীত তালিকায়, সেকেনক্লাস সুন্দরী শ্রেণী-ভুক্তা থাকিলেও, আমার বিবেচনায় এবং আমি বিবেচনা করি, সমগ্র সৌখীন জগতের বিবেচনায়, সরসী-লতা এ মুহূর্ত্তের 'কহিনুর'—সুন্দরীসমাজে তিনি এ বৎসর সর্ব্বশ্রেষ্ঠা; শার-দীয় 'সিজনে' সরসী সর্ব্বাগ্রগণ্যা। বিগত বাসন্তী "টার্মে" সম্ভ্রান্তা সই-সমিতি যৎকালে তাঁহাদিগের তালিকা প্রস্তুত

করিয়াছিলেন, এসিয়াটিক সৌন্দর্য্য-সোসাইটীর পূর্ণ অধিবেশনে সমগ্র সদস্য ও সদস্যা মণ্ডলীর অভিমতে স্বয়ং সভাপত্নী, সরসীকে যে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর সার্টিফিকেট ও কুচবিহার প্রদত্ত হীরকপদক ও মণি-মালা প্রদান করিয়াছিলেন, তৎকালে অন্ততঃ তাহার প্রতিও লক্ষ্য করা উক্ত সমিতির উচিত ছিল। তথাচ প্রভূত সম্ভ্রমের সহিত আমি অনুরোধ করিতেছি যে, সমিতি অচিরাৎ তালিকার ভ্রম সংশোধন করিয়া, আত্মানবধানতা স্খালন করিবেন।

সে দিনকার সান্ধ্য-সমাগমে সরসীর সৌন্দর্য্য সাতিশয় সুবিধার সহিত সংস্থাপিত হইয়া পরিদৃষ্ট হইতে পাইয়াছিল। সুন্দরী যে পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিলেন, তাহা যেমন 'সরল' এবং সুসভ্য তেমনি সরস এবং সুদৃশ্য। পরিচ্ছদের বর্ণনির্ব্বাচনে এবং তাহার বিন্যাসে শ্রীমতী সাহা সুরুচির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

শুভ্র শাটিনের টাইট 'বডিসে' হীরার হলকরা ঈষদ্ আসমানীও ঈষদ্ বেগনী বর্ণের বর্ডার। বর্ডারবৈচিত্র্য এমনতর আমি আর কোনও দিন কোথাও দেখি নাই। লভ-লকেটে সংশ্লিষ্ট একটী সুদীর্ঘ স্বর্ণ-চেইন গ্রীবার গলাবন্ধাগ্রভাগ চুম্বন করিয়া বঙ্কিমভাবে বক্ষের কিয়দংশ বেড়িয়া কক্ষে নিপতিত— তথায় একটী মণিমালার সহিত সংযুক্ত; মণিমালার তিনটী নর 'তেরচা' ভাবে নিতম্ব পরিবেষ্টন করিয়া দুলিতেছিল। উপরোক্ত উভয় হার-প্রবাহের সন্ধি ও সঙ্গমস্থলে একটী

'অপরাজিতা-ওয়াচ' কটিদেশে সংরক্ষিত। পদ্মিনী প্যাটনে প্রস্তুত শরদ্বর্ণের গর্ণেট গাউন; জ্যোৎস্না রঙের অরুন্ধতী ওড়না। অলঙ্কার খুব অল্প; কেতকী কর্ণ-ফুল ও কংগ্রেস্ কাণ-বালা ও এমারেল্ড অঙ্গুরী। মাথায় মর্মমোহিনী ক্যাপে মৎস্যরঙ্ক-পুচ্ছ-পরিশোভিত।

সরসীর এই পরিচ্ছদ এ সিজনের প্রথম শ্রেণীর ফ্যাসন। সহরের সম্রাজ্ঞী সুন্দরীগণ ইহাই 'অনুশীলন' করিতেছেন।

ইন্‌টার মিডিয়েট।

এ সিজনের থিয়েটার-সাম্রাজ্ঞী বিবি. বসন্তশশী বরাট। রসিক নট শ্রীমান্ কবি প্রেমের প্রসাদে এবং প্রোগ্র্যাম পরিবর্তনে এই সুন্দরীর সহিত সাধারণের সাক্ষাৎ। গত রজনীতে বসন্তশশী,—শেফালীতে,— যে সুখদ বেশ-বিন্যাস করিয়াছিলেন তাহাতে প্রচুর পরিমাণে সুরুচি পরিলক্ষিত হইয়াছিল! প্রহ্লাদ-প্যাটানের উজ্জ্বল 'এমব্রইডারি যুক্ত' মাছরাঙা-পেড়ে মিহি ধুতি কাদম্বিনী-কেতায় কুঁচিয়ে পরা। আকন্দরঙের উড়ানী। মালঞ্চ-মাকড়ী। কোমরে কৃষ্ণকেলী হার। কুন্তলে রাজ-বালা ফুল। করে 'ক্যা-ব্যত' কঙ্কন। ইত্যাদি।

নিম্নশ্রেণী।

ফ্যান্‌সী-পেড়ে শাটী। সৌদামিনী সেমিজ। চৌরঙ্গি-চিক। পালংপাতা বালা। এডিট্রেস ইয়ারিং। সাকাল-সোহাগ সাতনর। জুবিলি জসম। তরঙ্গিণী তাবিজ। বাবুবিলাস বাঁজু। অ্যাসাগার অনন্ত। আলিঙ্গন আংটী। প্যানাপাতে পায়জোর। মধুর হাসি মল। আনার-কলি কাঁটা। লভ-শি লবঙ্গকলি। চারু-চাপ চৌদানী। অনঙ্গচাপ চুড়ি। নিকেল-পেটেণ্ট নাকছাবি—ইত্যাদি। এবং সুচিক্কণ কুন্দ কলি সিঁথির মধ্যে সূচ্যগ্র সিন্দুর-রেখা।

ষষ্ঠ স্তবক।

——ঃ০ঃ——

পূজার চাবুক।

আমি পূজার চাবুক;—চিক্কণ, মসৃণ, মার্জ্জিত, তীক্ষ্ণ, কালনাগিনীর লাঙ্গুল ও রসনাবৎ লক্ লক্ করিতেছি। আমার লাবণ্য ফুটিয়া বাহির হইয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে। শারদীয় মহোৎসবে আমি অতীব মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছি। এখন আমার "ফুল মিলিটারি ইউনিফরম"—জঙ্গি পলটনের জাঁদরেলী সাজ,—এটা আমার পূজার পোষাক।

শরতের প্রারম্ভেই আমি স্থবে বাঙ্গালার বাঙ্গালী সমাজ সুশাসন ও সায়েস্তা করিতে বাহির হইয়াছি। আমার 'মিসন' নানান রকমের।

আমি বিবাহিত ও বিবাহ-যোগ্য পুত্রে-পুত্রবন্ত বৈবাহিকের যার পর নাই প্রিয় বন্ধু; তদীয় সহধর্ম্মিণীর ততোধিক প্রিয়; আমি এদেঁর কার্য্য অত্যন্ত উৎসাহের সহিত করি। এদেঁর পুত্র-রত্নগুলি পাঠশালে কেবল "পাস" দিয়া আসে। সংসার-গ্রাবুতে তুরুপ মারিতে পারে না; তুরুপ মারিয়া দিই আমি। চাঁদপানা বৌ আনিয়া দিই,—বৌ আনিয়া দিই অবশ্য ব্যাটাকে; আর বৌয়ের বাঁটাবৃত্ত আনিয়া দিই

বাপকে। রত্নগর্ভার পুত্র-রত্ন "হায়েষ্ট বিডে' চড়াইয়া আমি তার মূল্য বাড়াই। কন্যা-জন্মদাতা পাপিষ্ঠের বাস্তভিটা, লক্ষীর আড়ি ও শালগ্রামের পৈতা বিক্রয় করিয়া আমি সে মূল্য, তাহার "ফ্রাক্‌সানাল" আনা পাইটী পর্য্যন্ত আদায় করি; সিকি পয়সা "ব্যালান্স" থাকিতে আমি পাপিষ্ঠের পিঠে, "সপাং সপাং" পড়িতে ছাড়ি না। কেন ছাড়িব? সাচ্চা কড়ির সিকি পয়সাটীইবা কম কিসে? তদর্থে বৈবাহিকার অবগুণ্ঠন ও অঞ্চল সরাইয়াও আমি চাবুক চাবগাইতে কুণ্ঠিত হই না; কারণ কর্ত্তব্য পালনে ত্রুটী করা কাপুরুষের কার্য্য। কন্যার বিবাহে বিত্ত ও বাস্তহীন নরাধমকে আমি মথুরা বৃন্দাবনে পাঠাই;— বিদেশে প্রবাসে পাঠাই; ভিক্ষা করিয়া, গোলামী করিয়া, গাঁট কাটিয়া, চুরি, ডাকাতি বা রাহাজানি করিয়া,—যাহা করিয়া হউক, তাহা করিয়া—আমার পুত্র-রত্নের সাময়িক ও অসাময়িক মাশুল আদায় দিবার জন্য।

আহা! মাণিকের আমার কিবে জলুস! যেন ময়ূর-"মাইনস" কার্ত্তিক! কেবল কিংখাপের কোটে কি সাজে গো! উপরে একটা কাশ্মীরি শিল্কের ওবার কোট নইলে মানাবে কেন? কিংখাপ, তাও যেন কেমন রাঙ্গাটে; কোটের কাট-ছাটও কেমন কুৎসিৎ; আমার এমনতর মহামাণিক্যের গায় দিবার উপযুক্ত কি উহা! এ রকম কোর্ত্তা আমার বাড়ীর চাকর বামুনেও ব্যবহার করে না। ছিছি, বেহাই মিন্সে কি বর্ব্বর! কি বদ্‌মাইস! বজ্জাত, পাজি—

বেহানমাগীও তেমনি হারামজাদী, আর ছোটলোকের মেয়ে। নহিলে এমনতর বৈতরণীর দেনো গরু গোছের 'তত্ত্ব'ও কি পূজার সময় আমার বাড়ীতে পাঠাতে সাহস করে। ভাঁড়ানী রাঁধুনীতেও ত এমন করে না। বিনামা পাঠিয়েছে, তা বাজে মেকারের; "হোইটওয়ে লেডলে" কি জন্য তবে এ সহরে আছে, ধর্ম্ম জানেন! মাণিকের কোর্টে বেরবার জন্য চেইনটা পাঠিয়েছে, তাও "এস, কে দাসের," হ্যামিলটনদের যেন একেবারেই অস্তিত্ব অভাব! বাপাজী পূজার বন্ধের পরে "আটিকেলড্ ক্লার্ক" হবেন, তা ব্যাটা জানে, তাহাতে পাঁচ শত টাকা প্রয়োজন তাহাও জানে; কিন্তু পাঠাইয়াছে সবে ৪৫০৲ শত টাকা—যেহেতু তাহার প্রেরিত ৫৫০৲ শতের এক শত পূজার প্রণামিতে কাটা গিয়াছে।

তা বেশ! বহুত আচ্ছা! আমি চাবুক সাজসজ্জা করিয়া সেক্রেটারীসহ শারদ 'শফরে' বাহির হইয়াছি। এখনি সুশিক্ষা দিব। সশোণিত সাত পরদা ছালের সহিত হাল বকেয়া মায় সুদ উশুল করিব। আমি শুষ্ক হাড় নিঙড়াইয়া রক্ত বাহির করিব এবং তদ্দ্বারা কুড়ানীর ছেলের গায়ে উত্তম উড়াণী উড়াইয়া বাবু সাজাইব। যে, "টাকায় তিন খানা, চার খানা কাপড়" এর এক খানা কিনিয়া কচি ছেলেকে "পূজার কাপড়" দিতে পারিতেছে না; তাহারও নাড়ীর চামড়া বেচিয়া জামায়ের জন্য "শাটিনের সুট" কিনাইব। আমি পদীর বেটা পদ্মলোচনের জন্য পূজার "প্রেম-পসরা"

প্রেজেণ্ট-বাক্স আদায় করিব; আর পত্নীর নিজের জন্য "হাঙ্গর মুখো" হোগলা পাকের বালার বন্দোবস্ত করিতেও ছাড়িব না।

তোমরা হয় ত বলিবে, কন্যাপক্ষের সহিত আমার সহানুভূতি নাই। কেন? বিলক্ষণ আছে। কন্যার অস্থি, মজ্জা, মেদ-মাংসের ওজনে মুদ্রা শোষণ করিয়া বরের বিবাহিত জীবন কি আমি টুক্‌নি ও কোপ্নি-সার করি না?

আমি জন্ম মৃত্যু বিবাহ সমস্তই স্বেচ্ছাগত অনুশাসন করি। আমি বাসর ঘরেও বাহার মারি। আমি ফুলশয্যার রাত্রেও আত্মবিক্রমে ফুলের ভিতরে আগুন ছুটাইয়া দিই।

আমি বেহান ঠাকুরাণীর "সুইট হার্ট"—নবীনা বিধুমুখীর কর ও কটাক্ষ যন্ত্র; সুরসিকা শ্যালিকা ও ঠান্‌দিদিদের সঙ্গেও আমার গুপ্ত প্রণয়। দেখনা ঐ আমি বাঙ্গালী বিবি-জানের হস্তে "ট্যানডম" হাঁকাইয়া চলিয়াছি, অশ্বপৃষ্ঠে পড়িতেছি "সপাং সপাং"—আর বিবিজানের এক পার্শ্বে যে আধা-বাবু ও আধা বানররূপী গর্দ্দভটী গদগদভাবে বসিয়া আছেন, তাঁর পৃষ্ঠেও পড়িতেছি "সপাং সপাং"।

আর দেখ না এই এখনি আমি সরোজনয়না শশিমুখীদের পূজার বাহারের জন্য কি একটা কুরুক্ষেত্রী কাণ্ড করিয়া ফেলি! আদরিণী রুমাল আর ডায়মনকাটা মল আমি দুই চারি মিনিটের মধ্যেই আদায় করিব; সুবাসিত কুন্তলীন তৈল আর সোহাগ ভরা সাবান তার সঙ্গে সঙ্গেই আসিবে।

কেরাণীর চাপকান তুলিয়া আমি চাবুক চালাইব; হাকিমের পেণ্টুলনের পরদা বাদে পশ্চাদ্ভাগের আর সাত পুরু চামড়া আমার চিক্কণ দেহ মোক্ষণ ও ভক্ষণ করিবে; আমি, মামদো ভূত মোক্তারকে মারিয়া ভূত ঝাড়াইব। আমি উকিলের আলখেল্লা তুলিয়া লাগাইব "সপাং সপাং।" আমি এডিটরের গণ্ডার চর্ম্ম চিরিয়া তপ্ত শোণিত ছুটাইব। এই শ্রেণীর জীবেরা মনে করে, তাহাদের অগাধ বুদ্ধি, আর লঘু গুরু ভেদে চাবুক মারিবার জন্যই তাহারা জন্মিয়াছে! হা—হা—হা! সপাং সপাং সপাং! কেমন ঠেকে? প্রকট কি না?

আমি চাবুক,—ইংরেজের আমলে এ অঞ্চলে আসিয়াছি। বঙ্গদেশে বহুকাল হইতে আছি। আমি সাহেবের হাতে বাঙ্গালীর পিঠে পড়ি; বাঙ্গালীর হাত হইতেও বাঙ্গালীর পিঠে পড়ি। আমি বাঙ্গালীর কৃষ্ণ চর্ম্ম চাবগাইয়া ফিরিঙ্গির ফেকাসে চামড়ায় পরিণত করিব; কারণ তাহাতে লোকহিত হইবে—অতএব ধর্ম্মরক্ষা হইবে।

সপ্তম স্তবক।

পিকচার পূজা।

এবার প্রতিমা পলায়িতা,—পটে, পিকচারে—পূজা। অয়েল-পেণ্টিঙে উদ্বোধন।

পট! পট! পিকচার! পিকচার! প্রেয়সীর পিকচার! প্রাণেশ্বরীর পোর্ট্রেট! আমার অরু বালার অয়েল পেণ্টিঙ!

আর বৎসর অষ্টমী-পূজার দিন, বুর্ণও শেফার্ডের বাড়ীতে, প্রিয়তমার এই পোর্ট্রেট পেণ্ট করিয়েছিলুম। অরুকে ইজি চেয়ারে বসাইয়া, সহরের সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিল্পী দ্বারা অরুর এই অয়েল পেণ্টিঙ্ আঁকিয়ে ছিলুম। ছয় মাস শ্রম করিয়া শিল্পী সেই মোহিনী মূর্ত্তির এই অতুলনীয় আলেখ্য এঁকেছিল!

অষ্টমী—মহা অষ্টমী! মহাষ্টমীর মধুর মর্ণিঙ! অরুর আপাদ-মস্তক ব্যাপিনী অর্চ্চনা। কি আহ্লাদ! কি উৎসব! কি পবিত্র পূজার সেই পিক্‌নিক্ পার্টি! অষ্টমী মর্ণিঙে প্রিয়ার এই পুণ্যময়ী পোর্ট্রেট্ ফিনিস্ হয়েছিল। স্বাধীন প্রেমের এই স্বর্গীয় ছবি সুনিপুণ শিল্পীর সুকুমার তুলির শেষ স্পর্শ পেয়েছিল! মহাষ্টমী-মর্ণিঙে কবি-পেয়েণ্টার আমার অরুর

এই অয়েল আলেখ্যে, আলেখ্যের এই আরক্তিম এবং অ্যারো-মেটিক ওষ্ঠাধরে ছায়ালোকের 'লাষ্ট টচ' দেগেছিলেন! আঃ—কি আবেগে, কি উল্লাসে, প্রেয়সীর প্রগাঢ় পূজা করেছিলুম! আঃ ডার্লিঙ! আঃ দয়িতে! অয়ি জীবিতেশ্বরি! হায় প্রাণবল্লভে! মনে পড়ে কি তোমার সেই দিন, সেই মর্নিঙ, শিলাতলে সেই শারদীয় ইভ্‌নিঙ। আর নিশীথের সেই নির্জ্জন পূজা॥

আবার মহাষ্টমী আগতপ্রায়! অরুর অয়েল-চিত্র আমার অঙ্ক পবিত্র কোচ্ছে; কিন্তু অরু আজ এখানে নাই। প্রিয়বন্ধু পদ্মলোচন প্রেয়সীর সচলা প্রতিমা লইয়া পূজার পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছেন! অরুকে এবার অসুরে অপহরণ করিয়াছে! এস, অরুর আলেখ্য! তোমারই উদ্বোধন করি।

জানি না, অরু, এ মুহূর্ত্তে তুমি কোথায়? তুমি নাইনিতালে কিংবা দারজিলিঙে, তুমি সিমলা-পাহাড়ে কিম্বা-সিকাগো-সহরে—জানি না তুমি কোথায়। তুমি এই পুরাতন পেনিন্‌সুলার কোনও স্থানে আছ, অথবা প্রশান্ত সাগর পার হইয়াছ; তুমি লণ্ডনে বা পারীসে পদার্পণ করিয়াছ, অথবা পদ্মলোচন সমভিব্যাহারে প্যান্‌সেলভেনিয়ায় গিয়াছ, কিছুই জানি না। কেমনে জানিব বল? তুমি চলিয়া যাওয়া অবধি এক খানি চিঠিও লেখ নাই; একটা টেলিগ্রামও কর নাই। অরু, আমার কি একটুও অভিমান হ'তে নেই? তা গেলে গেলে প্রিয়ে! ব'লে গেলে না কেন? বলেই যেন গেলে না;

চলে যাওয়ার পরও ত এক খানি চিঠি লিখতে পার্‌তে; সংবাদ-পত্রেও ত দু লাইন লিখে জানাতে পার্‌তে—শারীরিক কেমন আছ, শারদীয় বিহার কেমন কোচ্ছো। সংবাদ দিবার উপায় ঢের ছিল, ঠিকানা না হয় নাইই দিতে। সংবাদ দিতে হানি কি। আমার স্বভাব তুমি জান না কি অরু। আমি ত স্বাধীনতার স্বতঃ পক্ষপাতী; সভ্যতার বিরুদ্ধে আমি কখনও কোনও কাজ করিয়াছি কি অরু? বল দেখি, তোমার ওই প্রেমবিস্ফারিত বক্ষে হাত দিয়া বল দেখি অরু?

পদ্মলোচন আমার প্রিয় বন্ধু; আমি জানি পদ্মলোচন প্রেমিক লোক। একে প্রেমিক তায় আমার স্বভাব-সখা;—তুমি প্রেমিকা আমার স্বভাব-সখী;—স্বভাবের স্বাধীনা সঙ্গিনী। সুতরাং স্বাধীন প্রেমের পবিত্র নামে স্বভাব-সখী যখন আমার স্বভাব-সখার সঙ্গে বারেক বিশ্ব-রাজ্যে বেড়াইতে গিয়াছেন, তখন আমি নেহাত বেকুব না হ'লে বড় বেশী-কিছু মনে করিতে পারি না। সংবাদ দেওয়া তোমাদের সর্ব্বথা উচিত; ঠিকানা নাহয় নাইই দিবে!

সংবাদ! সংবাদ! নিউস্! নিউস! আমি সেইলে মেইলে প্রতীক্ষা কোচ্ছি; কিন্তু পাচ্ছি না। অভিমান! অভিমান! না, অভিমান করিতে পারি না। অরুর উপর আমার অভিমান সম্ভবে না। পদ্ম-লোচনকেই বা আমি কি বলিব। প্রণয় পদার্থ কিছুতেই অপবিত্র ও উচ্ছিষ্ট হয় না। আর উচ্ছিষ্ট কথাটাই বা কি। উহা ত "রেলেটিব টারম্"। যাহা পবিত্র

তাহা অনন্ত কালই পবিত্র ; সহস্র ঘাত প্রতিঘাতেও পবিত্র। নিত্য পদার্থ ক্ষয় হয় না ; ক্ষতও হয় না। প্রেম সর্ব্বভূতে বিদ্যমান ; সর্ব্ব ভূতে উপরত। অতএব অরু সংবাদ দিতেছ না কেন। পদ্মলোচন তুমিও কোন্ একখানি পত্র লিখে পাঠালে ? একটীবার জানানও কি ভাই, তোমার উচিত ছিল না, ? তুমিও কি, ছি। জানতে না যে আমি নিশ্চয়ই কনসেণ্ট দিতুম। জানি না কো, প্রিয়ে এখন তুমি কোথায় ? তুমি হাটে কি হোটেলে, তুমি বল কক্ষে কি থিয়েটার হলে ; তুমি রেল গাড়ীতে অথবা হৌস অব কমান্সের গ্যালারিতে ;—জানি না তুমি কোথায়,—জানি না কো তোমারা কোথায় ? তা, তুমি যেথানেই থাক,—পঞ্চ পৃথিবী ও সপ্ত স্বর্গের যেখানেই তুমি থাক ; আমি এই পৌত্তলিকের দেশ বঙ্গভূমে বোসে তোমার অয়েল মূর্ত্তির উদ্বোধন কোচ্ছি। অর্চ্চন কোচ্ছি অরু, আজ উদ্দেশে, আমার উদ্বোধনের আরতি গ্রহণ কর। আর তাহার উপচার স্বরূপ গ্রহণ কর, এই—এই—বলিব কি ? —এই একটী উত্তপ্ত নিশ্বাস, আমার অশ্রু সিক্ত একটী উত্তপ্ত নিশ্বাস !!! এত দূর হইতে আর কোনও আদর ও উপহার, আপাততঃ আমি তোমার উদ্দেশেও অফার কোর্ত্তে সাহসী হোচ্ছিনে, পাছে পদ্মলোচন কিছু মনে করেন।

জীবন্ত প্রতিমা সম্মুখে নাই ; চিত্রিত প্রতিমায় প্রিয়ার প্রেমস্মৃতি জাগ্রত করি। পটেশ্বরী পীঠ স্থান পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন ; পট বিদ্যমান ; আমি পটের পবিত্রাত্মা পূজা করি।

পিকচারের প্রতি লোমকূপে আমি পুষ্পাঞ্জলি দিই। আমি শরীরীর উদ্বোধন করতঃ শরীরী হইতে অশরীরী উদ্ধার করিয়া তাহার আরাধনা করি। প্লেতো, প্রিয় গেতো, প্লেতোর প্রেতাত্মা, তুমি আমার এই প্রেমিক হৃদয়ের মানস পূজার সহায়তা কর, পুরোহিত হও। অগস্ত কোমৎ, তুমি অন্তরীক্ষে থাকিয়া পত্নী-পূজার আচার্য্য হও; মূল মন্ত্র জপ কর, কিন্তু 'মরালিটী মরালিটী' করিয়া যেন সব মাটী কোরো না। এডগার পো, নীচে নামিয়া আসিয়া উপাচার্য্য হও; হায়েন আসিয়া হোতা হও; বায়রণ শেলির হৃষ্টাত্মা সটান চলিয়া আসিয়া স্বাধীন প্রেমের তন্ত্রধারণ কর। আর রসজ্ঞ রহস্যজ্ঞ রুশো,—আ! ওল্ড ফ্রেণ্ড,—প্রেম রাজ্যের পুরাণ পরি-পন্থী, তুমি ত হে এ শ্রীপাটের হাই প্রিষ্ট, পোপ, প্রভু-প্রচারক, সাধক ভক্ত, সন্ন্যাসী,—হে সাহিত্য ও সৌন্দর্য্য-সেবি, তুমি আমার, ততোধিক আমার অরুব সম্যক প্রকারে প্রণয় ব্যাপারে সহায়তা কর। আমি আত্মার আবশ্যক মত সকল ফুল হইতেই সুবাস-মধু আহরণ করি; কুসুমের কুভাগ কাটিয়া ফেলিয়া সুভাগ সিন্ধুকে ভরি। আমার আকাঙ্ক্ষিত অনুষ্ঠান যে দিকে ঘুরায় সেই দিকে আমি ঘুরি। পাকা প্রিন্সপলের প্রকৃতিই এই। আমি সকলেরই, আবার কাহারও নই।

প্রকৃতির পূজা, পিরীতের পূজা, প্রেয়সীর পূজা; আমি আপাততঃ অল্প পরিমাণে তান্ত্রিক মতে চলিব।

না না না, আমি নেহাত "নিয়ম রক্ষা" করে ফাঁকি দিব

না। ঘটে পটে বলিয়া কোনও অনুষ্ঠানের ত্রুটী করিব না। তা হলে অরু কি মনে কোর্‌বেন! অরু অ্যাবসেণ্ট তাই জন্যে কি আমি কিছু মাত্র 'অমিট' কোর্ত্তে পারি! এই আমি ইনবিটেশন কার্ড ইস্থ কল্লুম। Messrs কন্দর্প বেকসাদি বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং Miss কমলিনী সরোজিনী আদি বিশিষ্ট বন্ধুবর্গ সকলেই নিমন্ত্রণে আস্‌বেন। পট প্রসন্ন হও, পিক্‌চার প্রফুল্ল হও, এস এস এই খানে এস, আলেখ্য, বুকে এস, মাথায় বোসো—ডিয়ার পোর্ট্রেট্! আমার অরু বালা এমনি ক'রে বোসো; তুমি ত তাঁরই "ইমেজ" বটে।

ডিয়ারেষ্ট ইমেজ! পিক্‌চার ডিয়ারি! আমি তোমায় ষোড়শোপচারে অর্চ্চিব। তোমার পদপ্রান্তে বিবিধ বিধানে বলিদানের ব্যবস্থা করিয়াছি। ছাগ মেষ মহিষ বলি নয়, —সুন্দর সুকুমার নরবলি। বোতলে বোতলে বলি। ব্র্যাণ্ডি, বিয়ার, জিন, সেরী, স্যাম্পীন। উদ্বোধনে এক এক বোতল। সপ্তমীতে শত শত বোতল। অষ্টমীতে অষ্টশত। মহা নবমীর দিবা নিশিতে নবাধিক পঞ্চাশৎ পীপা। বিসর্জ্জনের ভয় কোরো না-কো বিধুমুখী। বিজয়া দশমীর পরেও আমি তোমার তরে বাই নাচ নাচাইব। দেশী বাই থেমটার বীভৎস নাচ নয়, বিনোদিনী। আমি বিলাতি বিবি নাচের বায়না দিয়াছি। হে মহামেমের মোলায়েম পিকচার, আমি তোমার মহাপ্রসাদাকাঙ্ক্ষী। তুমি পরিতুষ্ট হলে, তিনিও প্রসন্না হতে পারেন।

অষ্টম স্তবক।

পূজা ও পলিটিক্স।

(অফিসিয়াল মিনিট।)

যে হেতুক দেখা যাইতেছে যে, স্বর্গপুর সাকিনা 'মোসামত' মহারাণী শ্রীমতী মহেশ্বরী দেবীর ওরফে আনন্দময়ী ঠাকুরাণীর জমিদারী ও তেজারতি সংক্রান্ত বিষয়-কার্য্যে অত্যন্ত মিসম্যানেজমেণ্ট উপস্থিত হইয়াছে। ঠাকুরাণীটী দশহস্তে সমস্ত সম্পত্তি উড়াইয়া দিতেছেন। অনবরত অতিরিক্ত অপব্যয়ে ট্রেজারি শূন্যপ্রায়,—ট্রেজারার মিষ্টার কুবেরের কৈফিয়তে প্রকাশ। সুতরাং অর্থাভাবে, স'র, শিপাই, পিয়াদা ও আমলাবর্গ, বহুদিন হইতে বেতন পাইতেছে না। শিক্ষা-বিভাগের সুব্যবস্থা নাই; স্বাধীন বাণিজ্য উৎসাহ পাইতেছে না; অন্তর্জাতিক অভ্যুদয় অঙ্কুরিত ও অগ্রসর হইতেছে না; দুর্ভিক্ষাদির দস্তর মত ডেস্‌প্যাচ, ও রীতিমত রিপোর্ট লেখার নিয়ম নাই; কাযেই অনবরত অনাহারে মানুষ মরিতেছে। মহাল মঙ্গলগঞ্জের অধিবাসীগণ অনশনে অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। আবাল বৃদ্ধ বনিতা "ত্রাহি গবর্ণমেণ্ট" ডাক ছাড়িতেছে।

২। আনন্দময়ী ঠাকুরাণীর অনবরত অপব্যয়, অনবধানতা, অশিক্ষা ও তদ্‌জনিত বিষয়-বুদ্ধি-হীনতা, তাঁহার বৈষয়িক বিশৃঙ্খলার বিশিষ্ট কারণ এবং বিষয় রক্ষা সম্বন্ধে উৎকট অন্তরায়। তদীয় বিবাহিত স্বামী মিষ্টার মহাদেব গঞ্জিকার উপাসক ও সিদ্ধিসেবী, একান্ত অশিক্ষিত, অত্যন্ত বৃদ্ধ, বায়ুরোগগ্রস্ত ও আদৌ বুদ্ধিবত্তা-বিহীন। এ প্রকৃতির স্বামী দ্বারা সহধর্ম্মিণীর সম্পত্তি ও স্বার্থ রক্ষা হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভব নহে, সাধ্যও নহে। পরন্তু, উক্ত আনন্দময়ীর পুত্রদ্বয় নাবালগ ও নিরতিশয় অকর্ম্মণ্য ও জনক জননীর ন্যায় একান্ত অশিক্ষিত। তাহারা এই অপরিণত বয়সেই পিতার প্রচণ্ড কু অভ্যাস ও কুসংস্কার নিচয়ের অনুসরণ ও অনুকরণ করিয়া অধঃপাতে যাইতেছে। অতএব এক দিকে যেমন তাহাদিগের দ্বারাও বিষয় কার্য্য নির্ব্বাহিত হওয়ার উপায় নাই; অপর দিকে তেমনি তাহাদিগের উদ্ধার ও উপযুক্ত শিক্ষা আবশ্যক।

৩। এই সকল গুরুতর কারণ পরম্পরায় বাধ্য ও কেবল মাত্র পরার্থপরতা প্রণোদিত হইয়া উপরি উক্ত পুরাতন দেশীয় রাজপরিবারটীকে অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসমুখ হইতে সংরক্ষার্থে, অদ্য হইতে সরকার বাহাদুর, নেহাত নিষ্কামভাবে, উপরোক্ত সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর যথাসর্ব্বস্ব, যাবতীয় ও সমস্ত সম্পত্তি, স্থাবর ও অস্থাবর, স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া, এ বৎসরের পূজার বাজারের তহশীল ও তদ্বির করিবার জন্য একটী "পোলিটিক্যাল

এজেন্সী” নিযুক্ত করিলেন এবং অন্যান্য কার্য্য সম্পাদনের জন্য মঙ্গলগঞ্জে এক কৌন্সিল কায়েম করিলেন। কৌন্সিলে পঞ্চ মেম্বর নিযুক্ত হইলেন,—পাকা পাকা লোক। তাঁহারা উপরোক্ত এজেন্সীর আদেশ ও উপদেশানুসারে স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করিবেন।

৪। বলা বাহুল্য যে, উপরোক্ত ব্যবস্থায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, সর্ব্বমঙ্গলার সম্পত্তি সরকার বাহাদুর “স্বরাজ্য ভুক্ত” করিলেন না, ‘স্বহস্তে গ্রহণ’ করিলেন মাত্র। অপিচ, সরকার বাহাদুরের এরূপ সদিচ্ছাও রহিল যে অনন্ত কাল ও অসীম সময়ের যে কোন কালে ও যে কোন সময়ে উক্ত সর্ব্বমঙ্গলা শিক্ষিতা ও স্বকার্য্য সাধনের উপযুক্তা বিবেচিতা হইবেন সে কোনও কালে ও সে কোন সময়ে, তিনি তাঁহার নিজের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকারিণী হইবার আদেশ প্রাপ্ত হইবেন। সর্ব্বমঙ্গলা স্বইচ্ছায় ও সুস্থ অবস্থায় ও শীতল চিত্তে স্বয়ং স্বাক্ষরিত একখণ্ড লিপি দ্বারা বক্ষ্যমাণ ব্যবস্থায় স্বীকৃতা হইয়াছেন এবং আনন্দময়ীর অনুরোধ ক্রমেই উক্ত ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

৫। পরন্তু, উক্ত রাজ পরিবারের পারিবারিক বন্দোবস্ত সম্বন্ধে আপাততঃ এবং অন্য প্রকার আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত নিম্নের তপশীল মোতাবেক হুকুম হইল।

(ক) ঠাকুরাণীর নিজের সুশিক্ষার জন্য মাসিক ৫০০ পাঁচ শত টাকা বেতনে জনৈক সুরুচিসম্পন্না শিক্ষয়িত্রী নিযুক্তা

হইবেন ; ইনি আনন্দময়ীর অভিভাবিকা রূপেও কার্য্য করিবেন। ইহাঁর বেতন, বারবরদারি, ভাতা ইত্যাদি যাবতীয় ব্যয় (যাহা অনুমান করি মাসিক এগার শত টাকার অধিক হইবে না) আনন্দময়ী ঠাকুরাণীর অলঙ্কার বিক্রয় দ্বারা নির্ব্বাহিত হইবে।

(খ) ঠাকুরটী "তা হুকুম ছা'নি" দফন্দা উন্মাদ আশ্রমে সংরক্ষিত হইবেন।

(গ) উক্ত আশ্রম হইতেই তাঁহার আহার মিলিবে। অন্যান্য খুচরা খরচ ও সেবিংস ব্যাঙ্কে সঞ্চয়ের জন্য মাসিক ২৷৷০ টাকা করিয়া এষ্টেট হইতে তাঁহাকে দেওয়া যাইবে। মহেশ্বর প্রতি মাসে এই মাসোহারার একটি জমা খরচ দিতে বাধ্য হইবেন। গণদেব কলিকাতার ওয়ার্ড আলয়ে এবং কার্ত্তিকেয় কাটিওয়ার রাজকুমার কলেজে শিক্ষার্থে প্রেরিত হইবেন। এ ব্যয় নির্ব্বাহার্থে নিম্ন বঙ্গের ভগবতী উপাসকদিগের উপর একটী সামান্য রকম টেক্স ধার্য্য হইবে। এবং তজ্জাত অর্থের এক-তৃতীয়াংশ কলেকসন্ ও কণ্টিজেণ্ট খরচার জন্য রাখিয়া, অবশিষ্ট বণ্টন করিয়া উভয় বালকের আশ্রমের ও স্কুলের যথাক্রমে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও প্রিন্সিপালের নিকট প্রেরিত হইবে।

(ঘ) লক্ষ্মী, সরস্বতী স্ব স্ব স্বামী-গৃহে সপ্তাহ মধ্যে গমন করিবার জন্য আদিষ্ট হইলেন। ইহাঁদের গমনের গাড়িভাড়া আপাততঃ এষ্টেট হইতে অ্যাডভান্স্ দেওয়া হইবে

এবং পরে সুদ সমেত আদায় হইবে। সুদ সামান্যই লওয়া হইবে;—শতকরা ১২৲ টাকার অধিক যেন কোন ক্রমেই গ্রহণ করা না হয়। এ সম্বন্ধে প্রদেশীয় শাসন-প্রণালী বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিবেন, যেন কোনক্রমে মহিলা-দ্বয়ের হৃদয়ে আঘাত করা না হয়।

(ঙ) সিংহ, অসুর, মূষিক ও ময়ুর এবং সর্পগণ 'জু' বাগানে বাস করিবে।

(চ) এ বৎসরের পূজার বাজার ও অন্যান্য "সায়েরাত" ও কাঁচা মহাল ডাক নিলামে বিক্রয় করিয়া যে টাকা হইবে, তদ্দ্বারা বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের এবং তদধীন ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড নিচয়ের প্রাপ্য রোড ও পাবলিক সেস্ ও ড্রেণেজ টেক্সের আসল ও সুদ পরিশোধ হইবে। স্থানীয় রেবিনিউ কমিসনর ও কালেক্টরগণ পোলিটিক্যাল এজেন্টের নিকট স্ব স্ব বিল প্রেরণ করিবেন।

(ছ) উপরোক্ত পারিবারিক বন্দোবস্ত অনুসারে মিসাস মহেশ্বরী এ বৎসর পূজোপলক্ষ্যে সপরিবারে বঙ্গদেশে আসিতে পারিবেন না। তদীয় শিক্ষয়িত্রী মাত্র তাঁহার সঙ্গে আসি-বেন। সাধারণ নেটিব ছাত্র ছাত্রীদিগের সন্নীতির সমূহ সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে এবং তদুপলক্ষে শিক্ষা সম্বন্ধীয় যে মন্তব্য লিখিত ও প্রকাশিত হইয়াছে সকলেই তাহা অবগত আছেন। অতএব অধিক বলা বাহুল্য যে, উপস্থিত ক্ষেত্রে, শিক্ষয়িত্রীর অগ্রে ছাত্রী পূজা-প্রাপ্ত হইবে না। কেন না তাহা

হইলে ছাত্রী শিক্ষয়িত্রীর অবাধ্যা হইয়া তাহার উপর অযথা আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করিতে পারে।

ছাত্রীর শিক্ষার্থে শিক্ষয়িত্রী মহাশয়া কলিকাতা ইয়ুনিভার্সিটীর সেনেট ও সিণ্ডিকেট সভার সহিত পরামর্শ করিয়া যে সকল পুস্তক নির্ব্বাচন করিবেন তাহার মধ্যে মিষ্টার টনি বাহাদুরের "সন্নীতি সঙ্কলন" নামক পুস্তক থাকা বাঞ্ছনীয়। পরন্তু সরকার বাহাদুরের আর একটী বিশেষ অনুরোধ এই যে, যত শীঘ্র সম্ভব জগদ্ধাত্রীকে, ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষার্থে অন্ততঃ তিন বৎসর কাল মহামান্যা লেডি ডাফরিণের ফিমেল মেডিকেল স্কুল ও হাসপাতালে রক্ষিত করা হয়।

ইম্পিরিয়াল গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে
(স্বাক্ষর) চিফ্ সেক্রেটারী
বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট,
প্রতিলিপি প্রেরিত বোর্ড অব রেবিনিউ
কমিসনর মঙ্গলগঞ্জ।
সহি
অণ্ডার সেক্রেটারী।

নবম স্তবক।

শাক্ত সঙ্গীত—(আগমনী)।

বাড়ীতে দিনের মধ্যে, যত ভিক্ষুক ভিক্ষা করিতে আসে, তাহাদের মধ্যে বৈষ্ণব ভিক্ষুক প্রায় সব; শাক্ত ভিক্ষুক বড় বেশী আসে না। বঙ্গদেশে শাক্ত শৈবাদি ভিক্ষুকের সংখ্যা, বৈষ্ণব ভিক্ষুকের তুলনায় খুব কম; তবে যে একেবারেই নাই, তাহা নহে। রামপ্রসাদের পদ ও দেওয়ান মহাশয়াদির শ্যামাবিষয়ক গীত গাইয়া শাক্ত ভিক্ষুক ভিক্ষা করে; কিন্তু সে দুদশ জন; না হয়, দশ বিশ জন; শত সহস্র জন নহে। পক্ষান্তরে, সহস্র সহস্র জন বৈষ্ণব ভিক্ষুক, হরি নাম গাইয়া, নিত্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে। এই প্রবন্ধ পাঠ করিতে করিতেই মহাশয় দেখিবেন, "হরি নাম সত্য ভিক্ষা পাই গো মা" বলিয়া বৈষ্ণব বৈষ্ণবী কয় বার আপনার দ্বারে আসিয়া দাঁড়ায়, আর,

"দেখ দেখ আসি, যত নদেবাসী
আমার গৌরাঙ্গ চাঁদে।"

এবম্বিধ কোমল, করুণ, ললিত পদাবলী গাইয়া আপনার মন প্রাণ মাতাইয়া দেয়।

এ প্রদেশে বৈষ্ণব অপেক্ষা শাক্তের সংখ্যা কম নহে, বরং বেশী ; বৈষ্ণব ভিক্ষুক বেশী ; বৈষ্ণব গীতিও বেশী। পুনশ্চ, শাক্তগীত অপেক্ষা বৈষ্ণব গীত সংখ্যায়ও বেশী ; আর আমি বিবেচনা করি, কবিত্বে মাধুর্য্যে ও লালিত্যে বৈষ্ণব সঙ্গীত শাক্ত সঙ্গীত অপেক্ষা অনেক স্থলে শ্রেষ্ঠ। মহাজন কবিদিগের অসাধারণ কবিত্বের ত কথাই নাই ; অনতিকাল পূর্ব্বে বৈষ্ণব রচয়িতাগণ যে সকল গীতি রচনা করিয়াছিলেন, তাহাও রচনা লীলা ও রসকল্পে নিকৃষ্ট নহে। ইদানীং যথা তথা "হরিসভা" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ; সংকীর্ত্তনে নূতন গীতও রচিত হয় ঢের ; কিন্তু তেমনিটী আর হয় না। ইহা পুরাতন-প্রিয়ত্বের কথা নহে ; উচিত কথা। এক বার রথের সময়,—কলিকাতার রথ—কীর্ত্তনের অনেকগুলি নূতন গান, কোনও বন্ধু সহরের নানা স্থান হইতে, সযত্নে সংগ্রহ করিয়া, আনিয়াছিলেন, সে প্রায় শতাধিক গীত হইবে ; কিন্তু ততগুলি গীতের মধ্যে প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর একটী গীতও খুঁজিয়া পাই নাই। কথাটা একালের কীর্ত্তন বাঁধনদারদিগের সুকীর্ত্তির পরিচায়ক নহে, কাজেই বলিতে হইবে।*

* কিন্তু, সম্প্রতি শ্রীবলরাম দাসের গৌরাঙ্গ-গীতি পড়িয়া বিস্মিত হইয়াছি। ইহা প্রথমতঃ সে কালের মহাজনী পদ বলিয়া আমার বোধ হইয়াছিল। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। বলরাম দাস স্বপ্রসিদ্ধ অমৃত বাজার পত্রিকার ভক্ত প্রবর শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ঘোষ।

বৈষ্ণব গীতি অপেক্ষা শাক্ত গীতি অল্প বটে; কিন্তু সে অপেক্ষিক অল্পতা। নহিলে আত্মক্ষেত্রে শক্তি বিষয়ক সংগীত সহস্র সহস্র আছে তাহাতে সন্দেহ কি? রামপ্রসাদ সেন শ্যামাবিষয়ক গীতে রাজা। অন্যান্য সকল তাঁহার প্রজা বলিলেও বলা যায়। শ্যামাবিষয়ের অন্যান্য অসংখ্য রচয়িতা-দিগের মধ্যে দাশুরায়, "অকিঞ্চন" রঘুনাথ রায়, কমলা-কান্ত, দেওয়ান রামদুলাল মুন্সি, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, শ্যামাচরণ ব্রহ্মচারী, নদের রাজা শিবচন্দ্র, আশুতোষ-দেব প্রভৃতির গান অল্পবিস্তর প্রসিদ্ধ। কিন্তু রামপ্রসাদ ও দাশুরায়ের গান যেরূপ লোক-প্রিয় লোকময় ও ললিত এবং সাধারণতঃ গীত, সেরূপ আর কাহারই নহে। পূর্ব্বতন কবিওয়ালাদিগের রচিত দুই দশটা খুব তেজাল শ্যামাবিষয়ক গান আছে। কিন্তু সখীসংবাদাদিতেই যেন তাঁদের অধিক হাত-যশ ছিল বলিয়া, আমার বোধ হয়। আধুনিক পাঁচালী-ওয়ালাদিগের মধ্যে রসিক রায়ের

কি হবে কি হবে ভবরাণী ভবে,
আনিয়ে এই ভবে ভাবালি আমায়।

এই গানটা এবং যাত্রাওয়ালা ব্রজরায়ের

"হর দুঃখ হর-মনোমোহিনী।"

এই গীতটী; পরন্তু মদন মাষ্টারের

"ভিখারীর নারী বলে তাচ্ছিল্য কল্লে মোরে।"

এই গানটা ও অন্যান্য ভিন্ন ভিন্ন অধীকারিকৃত আরও

পাঁচ সাতটা গান এবং দাশুরায়ের "দোষ কারো নয়গো মা" ও অন্যান্য অনেক শ্যামাবিষয় সচরাচর গীত হইতে শুনা যায়; অন্ততঃ থিয়েটারী আমলের ওযাত্রার ও পাঁচালির অধঃপতনের পূর্ব্বে শুনা যাইত।

বৈষ্ণব গীতে, করুণ, মধুর রসেরই আধিক্য। শক্তি বিষয়ক গানে, বীর, রৌদ্র, বীভৎস, করুণাদি প্রায় সব কয়টী রসেরই অল্পাধিক পরিমাণে উপযুক্ত অবসর আছে। শ্যামাবিষয়-রচয়িতাগণ একাধারে সব রসের সমাবেশ করিতে যাওয়ায় অংশতঃ এক রামপ্রসাদ ভিন্ন আর কাহারও সঙ্গীতে কবিত্ব তেমন ফুটে নাই। পক্ষান্তরে, বাঙ্গালা সাহিত্যে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের তুলনায় শাক্তদিগের মধ্যে উচ্চ শ্রেণীর কবি কম। ইহাও উপরোক্ত ঘটনার একটা প্রবল কারণ বটে। কিন্তু এ স্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, শাক্ত সুকবিগণ বৈষ্ণব গীতি ও গীতিকাব্য রচনা করিতেন; বৈষ্ণব কবিরা শক্তিবিষয়িণী রচনায় কখনও হস্তক্ষেপ করেন নাই। শাক্ত ও মহাতান্ত্রিক চণ্ডীদাস মহাজন বৈষ্ণব কবিদিগের দলভুক্ত এবং সে দলের একজন অতি বড় ওস্তাদ। চণ্ডীদাস গীতিকাব্যে বঙ্গদেশের সর্ব্বপ্রধান কবি। চণ্ডীদাস যদি শক্তি সাধনার ন্যায় তদ্বিষয়িণী রচনায় মনোযোগ প্রদান করিতেন তাহা হইলে, শাক্ত সংগীতের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইত তাহা কেবল অনুমেয়। মহাজন কবিশ্রেষ্ঠ স্বয়ং বিদ্যাপতি ছিলেন শাক্ত। তাঁহার রচিত শিব ও শক্তি বিষয়ক কয়েকটী পদও আছে, মিথিলায়

তাহা সচরাচর গীত হইয়া থাকে ; সে পদের নাম 'নাচাড়ী'। কিন্তু বিদ্যাপতি রচিত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলীর তুলনায় তাঁহার 'নাচাড়ী' গীত, সংখ্যায় অতীব অল্প এবং কবিত্বেও নিকৃষ্ট।

গীতি আকারে দ্বারে দ্বারে, দেবতার নাম ও মঙ্গল প্রচার এদেশে প্রধানতঃ বৈরাগী ভিখারীদিগের মুখেই হয়। ভেক লইয়া ভিক্ষা করা বঙ্গীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের নিয়ম; কাজেই এ প্রদেশে বৈষ্ণব ভিক্ষুকের সংখ্যা অধিক ; গীতপ্রবাহে শাক্ত ধর্ম্ম অপেক্ষা বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচারও অধিক। তবে বৈষ্ণব ভিখারীরা যে শাক্ত গান একেবারেই না গায়, তাহা নহে। সময়ে সময়ে দুই চারিটা শাক্ত গীত গরজে পড়িয়াও তাহাদের গাইতে হয়। শারদীয়া মহাপূজার উদ্যোগে যে একটা আধটা "আগমনী" গান লোকে শুনে, তাহাও প্রায় বৈষ্ণব ভিক্ষুক-দিগের মুখে। বৈষ্ণব গৃহস্থের ন্যায় শাক্তগৃহস্থও বৈষ্ণব ভিক্ষুক-দিগকে পোষণ করেন। পরন্তু, এখন অনেক বৈষ্ণব গৃহস্থ কিঞ্চিৎ শাক্ত ভাবাপন্ন এবং শাক্ত গৃহস্থও বিলক্ষণ বৈষ্ণব ভাবাপন্ন; উভয়ে বেশ মিলিয়া গিয়াছেন। কোন্ সৎ ও মহৎ বৈষ্ণবের নিকট আনন্দময়ীর আগমনী গীতি উপাদেয় নয়?

বৈষ্ণব ঠাকুরেরা 'আগমনী' গাইয়া থাকেন বটে; কিন্তু সে কোন্ প্রকারে? কীর্ত্তনাঙ্গেই এঁদের সুর লহরী খেলে ভাল, শ্যামা বিষয় এঁদের অনেকেই ভাল গাইতে পারেন না। কাজেই ভাঙ্গা ভাঙ্গা 'আড়ষ্ট' রকম আওয়াজে সে গীত গাইয়া

ইহঁাদের মুখে আগমনী শুনিয়া আশা মিটে না। গান গুলা এঁরা প্রায়ই বিকলাঙ্গ করিয়া ফেলেন। পক্ষান্তরে, আগমনী গীতি লোকের প্রীতিপ্রদ হইলেও তাহার সংখ্যা অন্যান্য ভাবের শ্যামাবিষয়ক গীত অপেক্ষা অনেক কম। তাহার মধ্যে আবার খুব মর্ম্মস্পর্শী উচ্চ অঙ্গের আগমনী আরও কম। প্রাচীন আগমনীর মধ্যে সচরাচর "গণেশ আমার শুভকারী" ধুয়ার—

বিল্ববৃক্ষমূলে করিয়ে বোধন ;
গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন।
ইত্যাদি—

এই গানটী গীত হইতে শুনা যায়। এ গানটী খুব পুরাতন আর গানটীও মন্দ নয় ; শুনিবামাত্র হৃদয়ে কেমন একটু কোমল করুণ আঘাত হয় ;—বাল্যস্মৃতি, অতীতকাহিনী, শরৎ, শারদার আগমন—বাঙ্গালী গৃহস্থালীর তরল স্নেহ, স্বতঃ মনোমধ্যে জাগিয়া উঠে। গানটীতে রচনানৈপুণ্য যত থাক বা না থাক, উহার সঙ্গে যেন ইংরাজী-অমিশ্রিত বাঙ্গালী জীবনের অনেক কথা জড়িত রহিয়াছে।

রামপ্রসাদের—

গিরিবর! আর আমি পারিনে হে,
প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তনপান,
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে।

অতি অবশেষে নিশি, গগনে উদয় শশী,
বলে উমা ধরে দে উহারে।
কাঁদিয়ে ফুলাল আঁখি, মলিন ও মুখ দেখি,
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে।
আয় মা আয় মা বলি, ধরিয়ে কর-অঙ্গুলী,
যেতে চায় না জানি কোথা রে।

এ গীতটী উচ্চ শ্রেণীর এবং ঠিক আগমনীর অন্তর্গত না হইলেও, আগমনীর সময়ে গীত হইয়া থাকে।

দাশরথী রায়ের আগমনী,—তাঁহার কোন্ গানই বা নয়,—লোকপ্রসিদ্ধ।

গিরি, গৌরী আমার এসেছিল।
স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে,
চৈতন্যরূপিণী কোথায় লুকাল। ইত্যাদি।

পুনশ্চ ;

বসিলেন মা হেমবরণী হেরম্বেরে লয়ে কোলে।
দেখে গণেশজননীরূপ রাণী ভাসে নয়ন জলে॥
ব্রহ্মাদি বালক যাঁর—সেই গিরিবালিকা ভবদার,
পদতলে বালভানু, বালচন্দ্র, বাল তারা।
ভানু জিনিয়ে তনু, তনয় কোলে দোলে॥ (ইত্যাদি)

দাশুরায়ের এই দুইটী ও আর কয়টী আগমনী খুব লোকপ্রিয় ও যথা তথা গীত হইয়া থাকে।

অন্যান্য আরও কতকগুলি রচয়িতার আগমনী আছে ;

কিন্তু সে সব প্রায়ই গীতিপুস্তিকার মধ্যে আবদ্ধ ; গীত খুব কমই হইয়া থাকে।

আশুতোষ দেব-রচিত একটী আগমনীর এক চরণ এই—

কি অপরূপ হেরিলাম গিরিরাজ
গত নিশির স্বপনে, দেখি উমা চন্দ্রাননে,
আশুতোষ হৃদাসনে, বেড়ি যোগিনীসমাজ॥
মন মম স্থির নহে, সে মুখ দেখিতে চাহে,
কে বুঝিবে মরম যাতনা। ইত্যাদি।

হরিশ্চন্দ্রমিত্রের কয়েকটী আগমনী আছে ; একটীর এক চরণ এই—

যেয়ে শেফালিকা পাশে, কাতরে জিজ্ঞাসে,
কত আর বিলম্ব কুসুম বিকাশে ;
ফুটিলে তোমার ফুল উমা, মা মোর আসে
নাশে গিরিপুরবাসীর মনের আঁধারে।

এখনকার ইংরেজী-নবিশ কবিও আগমনী রচনা করিয়াছেন। উপসংহারে একটী নমুনা দিতেছি।

এস এস এস বঙ্গে, দশভুজে ত্রিনয়নি !
শক্তিরূপা শ্যামা তুমি, তারা ত্রিগুণধারিণী।
লহ লহ হে ষোড়শি, শঙ্খ বজ্র ত্রিশূলাসি ;
ছেদ মা কলুষরাশি, রণরঙ্গবিলাসিনি ;
হর শোক, হর তাপ, হর দুঃখ হর পাপ ;
করুণা কটাক্ষপাতে হর হরমনোমোহিনি।

দাও ধন, দাও জ্ঞান, তেজ বীর্য্য অভিমান,
ত্রৈলোক্যেতে দিও স্থান অয়ি ত্রিলোকবাসিনি।
কি বসন্ত কি শরদে, সচন্দন কোকনদে,
পূজিব কোমল পদ এস মা বিপদনাশিনি।

ইহা উত্তম ; কিন্তু আমি যতই উদ্ধৃত করি না কেন বিষয়োচিত কোমলতাপূর্ণ, মর্ম্মস্পর্শী আগমনী গীতি পাওয়া যাইবে না। তবে "দেওয়ান মহাশয়ের'

বিধাতারে আরাধিব, মা তোর মা আর না হইব
মেয়ে হয়ে দেখাইব মায়ের মায়া কেমন ধারা।

এবং অন্যান্য গীতিকারদিগের দু দশটী আগমনীপদ প্রাণ-স্পর্শী পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

দাশুরায়ের

বাঞ্ছা কিছু পূর্ণ তবে হয় গো হরমহিষি ;
রয় যদি মা শতযুগ এ সুখ সপ্তমী নিশি।

ইত্যাদি পদ লোকপ্রিয় ও সচরাচর লোকসাধারণে গীত হইতে শুনা যায়।

দশম স্তবক।

উৎসব।

১

দেখিতে দেখিতে দেখি গেল ক'টা মাস,
শরৎ আসিয়ে পুনঃ হইল প্রকাশ ;
নূতন বসন অঙ্গে এল পুনরায়,
বঙ্গে রঙ্গ মহা রোল দেবীর পূজায় ;
বাজিয়ে উঠিল পুনঃ মধুর বাজনা,
ঢাকে ঢোলে দুর্গোৎসব করিল ঘোষণা।

স্কুল আফিস আদি হয় হয় বন্ধ,
নাচিয়ে উঠিছে প্রাণ অপার আনন্দ ;
স্ত্রী পুরুষ বাল বৃদ্ধ ধনী বা নির্ধন,
বাঙ্গালী মাত্রেই আজ প্রফুল্লিত মন ;
কি নগর কিবা পল্লী সহর বাজার,
সকল স্থানেই 'পূজা' করিছে বিহার ;

১২৯০ সালে এই পদ্য স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হইয়া সাহিত্য-সমাজে আশাতীত আদৃত হইয়াছিল।

কেহ কিনে কেহ বেচে কেহ করে গোল,
পূজার প্রারম্ভ—আজ—সকলই চঞ্চল ;
গরম হ'তেছে ক্রমে পূজার বাজার,
এতই দুর্ম্মূল্য দ্রব্য "স্পর্শ করা ভার ;"
'স্পর্শ করা ভার' তবে কেন কর ক্রয় ?
"পূজার সামগ্রী এ যে না হইলে নয় ।"

বসন-বিক্রেতা, দর্জ্জী আর চর্ম্মকার,
করেছে সুদৃঢ় পণ লুঠিবে সংসার ;
অবিশ্রান্ত গণিতেছে টাকা আনা পাই
বেছে বেছে বেচে যত 'কত কেলে ছাই'
কভু হাসে মৃদু মৃদু চেয়ে মুখ পানে,
কোথায় পালাবে আর পেয়েছে দোকানে ;
যা এনেছ তাই লবে হবে আরও ধার,
জান না বৎসর পরে পূজার বাজার !!

প্রবাসী ভাবিছে কবে যাইবে ভবন,
'যেয়েও যায় না দিন' এত উচাটন ;
ছুটী বেলা ছুটি দিন করিছে গণনা,
আশায় মিশায়ে কতরূপ কলপনা ;
পিতা মাতা ভগ্নী ভ্রাতা পুত্র কন্যাগণে,
'পূজা' সন্নিকটে সদা পড়িতেছে মনে ;

সদা পড়িতেছে মনে সে 'বিধু বদন'—
প্রেয়সীর, সে কটাক্ষ চটুল নয়ন,—
সেই সুমধুর হাসি—প্রাণ ভরা সুখ,
বিদায় কালের সেই মিষ্ট কান্নাটুক ;—
একেবারে সব আসি পড়িতেছে মনে
"যেয়েও যায় না দিন কেনরে এক্ষণে।"
প্রণয়িনী সনে মনে পড়ে কোন কথা
হয়ত দিতেছে কা'রও প্রাণে কত ব্যথা ;
আসিবার কালে আহা তাঁর 'সুলোচনা'
চেয়েছিল এক খানি 'সাধের গহনা',
সুলোচনও হেসে হেসে দৃঢ় অঙ্গীকার,
করিয়াছিলেন,—'চিক'—দিবেন এবার ;—
কিন্তু কোথা চিক ! সব অলীক বচন ;
তাই হর্ষে বিষাদিত বাবুটীর মন,
সোজা কথা নয় সেত "সাতভরি সোণা।"
কিসে হয় অত বেশি দামের গহনা ?
যখন সুধাবে আসি 'রসময়ী রাই'
'এবার কি প্রিয়তম এনেছ হে তাই'
কি উত্তর বাটী গিয়ে দিবেন প্রিয়ায়,
তাই ভেবে 'প্রিয়তম' ব্যাকুলিত হায় !
কি ভয় হে রসময় ? যাও চলে ঘর,
'বলো প্রিয়ে দিব চিক আগামী বৎসর'।

নবীন বয়স বাপু জাননা বিশেষ,
পাও নাই প্রণয়ের ভাল উপদেশ,
তাই হে আশঙ্কা এত অন্তরে তোমার
ও রূপ হইয়া থাকে কত অঙ্গীকার।

কোথাও ভাবিছে আহা কত শত জন
'পূজার কাপড় হবে পাইলে বেতন'
'তাতেও কি হবে হায়! সব সঙ্কুলান',
কি হবে ভাবিয়ে কিছু না পান সন্ধান।
তাহে চান 'একজন' মহার্ঘ বসন
সকলে(ই) বুঝিল তিনি বুঝিবার নন।
আবার এখনও শেষ হয় নি "চাকরী"
ছুটীর উদ্যমে কাজ তিন গুণ ভারি
সারিছে 'কেরাণী' কুল তাড়াতাড়ি কাজ,
রাত্রের ট্রেণেও যদি যেতে পারে আজ।

কর্ম্ম স্থল হ'তে যাত্রা কত মহাজন,
চলেছেন তরী পরে করি আরোহণ
'বাটীতে প্রতিমা খানি হয়েছে নির্ম্মিত'
পূজার সামগ্রী সব নিজের সহিত
রহিয়াছে' ;—ভাবিছেন গণিছেন দিন
'কেমনে পৌঁছিব গিয়া পঞ্চমীর দিন,

এ দিকে রমণীগণ বঙ্গীয় ভবনে,
ভাবিছেন কত রূপ 'পূজা' আগমনে ;—
অপার অপত্য স্নেহে জননী-হৃদয়,
পরিপূর্ণ সদা উদ্বেলিত এ সময় ;
ভাবিছেন আহা মাতা দিবস রজনী,
কখন আসিবে তাঁর নয়নের মণি,
বারেক দেখিয়া যেন সন্ততির মুখ,
ঘুচাবেন স্নেহ-ময়ী বৎসরের দুঃখ !

কাহারও আসিবে ভাই কাহারও জামাই,
কাহারও আসিবে মামার শ্যালার বিহাই ;
যে কিছু সম্বন্ধ আছে এ সৃষ্টি সংসারে,
সকলে(ই) আসিবে বাড়ী পূজার ব্যাপারে ;
সকলের(ই) প্রাণেশ্বর আসিবেন প্রায়,
প্রণয় তরঙ্গ প্রাণে গড়াইয়ে যায় ;
কতই উঠিছে মনে ভাবের তরঙ্গ ;
"কতক্ষণে হবে সই আহা তার সঙ্গ,
হয়েও হয় না দিন যেয়েও না যায় ;
কবে গো আসিবে আর দিন যে ফুরায়।
"এসে গেছে বাড়ী প্রায় সকলেই পাড়ার ;
"তাহার(ই, কেবল নাই নাম আসিবার,

"কি জানি কি হল তথা পেলে কিনা ছুটী ;
"প্রতিবার এসে থাকে এই দিন বাটী ;
"আজ না আসিলে আর আসিবে বা কবে,
"আসিবে কি যবে পূজা ফুরাইয়ে যাবে ?
"কিছুই পূজার আজও হল না আমার,
"কি জানি কেমন ছি ছি আক্কেল বা তার,
"একান্তই যদি তার না হইল ছুটী,
"কেন না পাঠায়ে দিল সেই দ্রব্যকটী ;
"তাও কিছু বেশী নয় নিতান্ত যা চাই,
"এক খানা লাল-গুল-বসান ঢাকাই,
"বাবু-থাকা পাছাপেড়ে আর এক খানা,
"গোলাপীর মত,—তাও আছে তার জানা ;
"ছুটী বড়ি শাটিনের, তাও বেশী নয়,
"এখনও আসে যদি তবু কাজ হয়।
"যা হক এবার তারে ছাড়িব না আর,
"যেথা যাবে সেথা যাব সঙ্গে সঙ্গে তার"
এতেক যখন তিনি ভাবিছেন মনে,
প্রাণের 'গোলাম' তাঁর পৌছেন ভবনে।

কোথাও বা বসি আহা বাতায়নোপরি,
প্রাণেশের প্রতীক্ষায় আছেন সুন্দরী ;

অনিমেষ দৃষ্টে পথ করি নিরীক্ষণ,
অজ্ঞাতে দেখিছে সতী সুখের স্বপন।

কোথাও করিছে সদী শয্যার রচনা ;
আপাদ মস্তক পদী পরিছে গহনা ;
গহনা পরিছে আর ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণে,
মৃদু মৃদু হেসে মুখ দেখিছে দর্পণে ;
খুলিয়ে দিতেছে বেণী বাঁধিছে আবার—
প্রতিজ্ঞা পদীর আজ নাশিবে সংসার ,
তাই যেন কিছুতেই উঠিছে না মন,
সমর সজ্জার আজ ভারি আয়োজন।—
শোভিছে অলক্ত-রাগে পদীর চরণ,
সর্ব্বাঙ্গে জ্বলিছে হীরা কাটা-ডায়মন ;
বসন পরিছে পদী বাছিয়ে বাছিয়ে,
আতর 'অটোডি রোজে' ঘরে 'ছড়া' দিয়ে।
ঈষদ্ কজ্জল রেখা বঙ্কিম নয়নে,
(বঙ্কিম নয়ন এই নূতন যৌবনে),
কোথায় "কিউপিড" আর তাঁর 'পঞ্চবাণ' ;
পদীর নয়নে আজ অধিক সন্ধান।
অবিরত বৈদ্যুতিক বিষম বর্ষণ,
'সর্ব্বনাশ' মূল ঐ সুকৃষ্ণ নয়ন।
অঙ্গঝাড়া দিয়ে পদীর উঠিয়ে দাঁড়ায়,

মুকুরে নেহারে মুখ বাঁকায়ে গ্রীবায়।
করেতে কুসুম-মালা তাম্বুল অধরে,
নিবিড় নিতম্বে চন্দ্রহার ক্রীড়া করে ;
কবরী উপরে স্বর্ণ "প্রজাপতি" দ্বয়,
কেঁপে কেঁপে কেঁপে যেন কত কথা কয়
বলে "চেয়ে দেখ মোরা কত ভাগ্যবান্,
রূপসীর শিরে শোভি সবার প্রধান।"
স্বভাব গোলাপ-আভ চিবুক তাহার,
এক্ষণে পাউডার রাগে রঞ্জিত আবার।
নিটোল উজ্জ্বল কিবা মার্জ্জিত অধর ;
গরবে উন্নত যেন পীন পয়োধর,
কণ্ঠস্থিত হার তায় হয়ে নিপতন,
দুলে দুলে করে যেন মধুর চুম্বন,
সুললিত বক্ষঃস্থল ঈষদ্বিস্ফারিত,
মৃদুল সমীরে যথা কুসুম কম্পিত ;
মৃণাল ভুজেতে চুড় নূতন প্যাটান,
শান্তিপুর জিনি সূক্ষ্ম বাস পরিধান।
সজ্জা শেষ করি সতী চাহি নিজ অঙ্গে
ধীরে ধীরে বসে গিয়া 'সোহাগ পালঙ্গে'।
তথায় আসিয়ে সখী রহস্য উড়ায়,—
"কিসমি কুইকের" গন্ধ কেন তোর গায়,
"কে করিবে কিস্ ওলো, মিস্ প্রাণেশ্বর

করেছেন ফাষ্ট ট্রেণ এল না খবর ?”
পদী বলে “ওলো সদী তাও না জানিস,
টেলিগ্রাফে যাওয়া আসা করে কত কিস্।
‘টেলিগ্রাফে’ আসে ‘কিস্’ স্পিচ’ টেলিফোনে ;
‘আমার শয়ন কক্ষে গোপনে গোপনে।
সদী বলে ‘তারে যদি আসে তোর ‘কিস’
‘কাহার সে ‘কিস’ তুই কেমনে জানিস”
পদী বলে “পোড়া মুখী মরণ তোমার,”
“বুঝিস না আজও তুই চুম্বনের তার,”
পদীর সে রসে আর রহস্য ছটায়,
হেসে হেসে হেসে সদী গড়াগড়ি যায়।

পাঠাতে পূজার তত্ত্ব উন্মত্ত সবাই,
বিশেষতঃ যাহাদের নূতন জামাই,
মাসাবধি হ’তে হইতেছে আয়োজন,
বিবিধ সামগ্রী কত রকমই বসন ;
সুন্দর ইংরাজ-কর-নির্ম্মিত বিনামা
বিহীন হইলে তত্ত্ব সম্ভ্রম রবে না ;
অতএব সাবধান হে শ্বশুরকুল,
দেখো করো নাকো যেন ‘তত্ত্বে” স্থলে ভুল।
বিবিধ মিষ্টান্ন সহ ইংরাজী বিনামা
না দিলে জামাই বাবু স্বষ্টি রাখিবে না।

সকলের আগে জুতা বাছিয়ে কিনিবে,
তবেই পূজার তত্ত্ব জুতান্ত হইবে।
তোষিতে জামাতৃ-মন খালি জুতা নয়,
হা বিধাত! পড়িয়াছে এমনই সময়,
সাবেক পূজার তত্ত্ব নাহি এবে আর,
এখন এ যে সৃষ্টিছাড়া বিট্‌কেল ব্যাপার।
কন্যার কোমল কর করিয়ে অর্পণ,
শ্বশুর বেচারা নাজেহাল জ্বালাতন;
কিন্তু হে জামাই বাবু বলি কানে কানে;
তোমারও হইবে কন্যা থাকে যেন মনে।
পূরবে পশ্চিমে যায় দক্ষিণে উত্তরে,
পূজার তত্ত্বের ঢেউ দাস দাসী শিরে;
ধুতি সাটী পরিপাটী, মিষ্টান্ন মিঠাই,
ছাঁচে ঢালা রসে ফেলা মাথা মুণ্ড ছাই।

কত পরিবার মাঝে হয় হাহাকার,
'পূজার কাপড়' বুঝি না হ'ল এবার'
কর্ত্তার কলহ হয় কলত্রের সাতে,
'কেমনে কাপড় হবে কিছু নাই হাতে;
কত দিন হতে কর্ম্ম নাহি কিছু তাঁর,
ভেবে ভেবে খুন্ন মন অখিল আঁধার;
জীবিকা নির্ব্বাহ তবে ভেবে নিরুপায়,

গৃহিণী আসিয়ে কত বকিছেন তায়!
"ছি ছি ছি অভাগী আমি না হয় মরণ,
"নির্গুণের হাতে পড়ে হই জ্বালাতন;
"কে শুনে দুঃখের কথা কহিব বা কারে,
"কিছুরই নাহিক স্থিতি এ পোড়া সংসারে,
"বৎসরের তিন দিন সকলেরই ঘরে,
"হাসি খুসি মিষ্টালাপ সকলেই করে;
"কিন্তু এই পোড়া ঘরে লেগেছে আগুন,
"একটী আছেন যিনি সেটী ত নির্গুণ;
"হতভম্বা পবাঁরাম নাহি কোন কাজ,
"কি পোড়া কপাল মনে নাহি পায় লাজ,
"দু' বেলা দাওয়ায় বসে খালি হুঁকো টানে;
"এমত ক্ষমতা নাই কিছু কিছু আনে,
"পড়িয়াছে দেবী পক্ষ আ'জকে বোধন,
"কিনেছে কাপড় সবে কেমন কেমন,
"আমাদের কর্ত্তা ওই রাশ ভারি করে;
"আছেন বসিয়ে ছি ছি ঘরের ভিতরে;
"পরিছে সকল ছেলে নূতন বসন;
"আমার বাছারা আহা অভাগীর ধন,
"এক রত্তি রাঙ্গা সূতো না পাইল হায়,
"দেখিলে তাদেরমুখ বুক ফেটে যায়"
শেষে সতী পতি প্রতি করি সম্বোধন,

কহিল নীরস ভাবে বিরস বচন,
"কাপড় আনগে বাঁধা দিয়ে ঘটি থাল,
"চুপ করে বসে আছ কি পোড়া কপাল।'
এইরূপ ভাব হায় কত শত ঘরে,
হইতেছে এ সময় বসনের তরে।
আপন হাতের বালা খুলে দেয় বালা,
কেহ বা খুলিয়ে দেয় চারু কণ্ঠমালা,
কিনিতে বসন স্বীয় সন্ততি কারণ,
হাতে টাকা নাই তবু নয় নিবারণ ;
খুলে দেয অঙ্গ হ তে আভরণ চয়,
'পূজার কাপড়' এ যে না হইলে নয়।

সংসারের এই রীতি বুঝা নাহি যায়;
কেহ বা পুলকে পূর্ণ কেহ নিরুপায়।
কা'রও হয় সর্ব্বনাশ, কারও পৌষমাস,
কারও চক্ষুভরা জল কাহারও উল্লাস,
উৎসব সময়ে (ও) হায় হেরি সেইরূপ,
কারও সুখ, কারও উথলিছে দুঃখ-কূপ ;
কেহ বা বসন পরি করিছে আহ্লাদ,
কেহ বা তাহারি তরে ভাবিছে বিষাদ,
কেহ ছুটী পেয়ে কত ছুটিয়ে বেড়ায়,
কেহ অবকাশাভাবে আবাসে না যায়,

হাহাকার করে কত কেরাণীর দল,
আর (ও)* কত নিম্ন শ্রেণী চাকর সকল।
বড় বড় যাঁরা কিন্তু তাঁহাদের সব
চলিতেছে, হায় খালি গরীব নীরব।
মর্ম্মভেদী পরিশ্রম সামান্য বেতন!
বৎসরান্তে একবার যাইবে ভবন,—
তাহাতেও আহা কত বিঘ্ন বিড়ম্বনা,
ছি ছি ছি চাকুরী করা এতই লাঞ্ছনা,

ক্রমেতে হইল বন্ধ সব বিদ্যাধাম,
কিছু দিন তরে ছাত্র পাইল বিশ্রাম,
আগামী পরীক্ষা দিতে যেই ছাত্রগণ,
পরীক্ষা-মন্দিরে শীঘ্র করিবে গমন;
তাহাদেরও হেরি যেন কিছু দুঃসময়,
হতেছে তাদের মনে কতই উদয়।
অবিরত অধ্যয়ন করে নিরন্তর,
মুখেতে হাসিছে হাসি বিষাদ অন্তর;
পরীক্ষার দিন প্রায় আসিল নিকটে,
কেমনে পাইবে ত্রাণ বিষম সঙ্কটে—
এই ভেবে সারা হ'ল ছেলে বুড় দল,
'পাসের' কারণ ত্রাস, হয় বা পাগল।

কেন ভাব বৎস। 'পাস' হবে কোনরূপে,
যে কিছু আশঙ্কা তাহা, চাকুরি তুরূপে॥

ছুটী পেয়ে কত বাবু নূতন "ফ্যাসনে"
চলেছেন ট্রেণে চড়ি দেশ পর্য্যটনে;
প্যাণ্ট কোটে কৃষ্ণ কায় কিবা সুশোভিত;
আ মরি, কোরিয়ার্ ব্যাগ্ আজানুলম্বিত;
হাতে ছড়ি, দোলে ঘড়ি বুকের উপর,
শিরে শোভে হ্যাটরূপী সোলার টোপর,
চশমে চসমা আঁটা, চুরট বদনে,
রসনা ইংরাজি বুলি বকিছে সঘনে;
কণ্ঠেতে 'কলার'রূপ সভ্যতার হার,
দু' পকেটে ভরা রাজনীতির 'লেক্‌চার,
মিষ্টারাবতার এঁরা বঙ্গের ভরসা,
'ভারত উদ্ধার' করা অনেকেরই পেসা,
জাত্যংশে কি জানি না তা, অপূর্ব্ব ধরণ,
সকলই একরূপ চণ্ডাল ব্রাহ্মণ;
খ্রীষ্টান নিকটে হিন্দু, হিন্দু ম্লেচ্ছ কয়,
অথচ সে 'মুখ' 'বন্দ্য' উপাধি নিচয়,
ইংরাজি অক্ষর সনে করেন ধারণ,
প্রান্তে জুড়ি 'স্কোয়ার' রূপ বিলাতি ভূষণ,
ইদানীং ব্যস্ত এরা 'স্বায়ত্ত শাসনে',

পূজা-অবকাশে ভ্রমিছেন স্থানে স্থানে ;
ছড়াইয়ে চতুর্দ্দিকে ধর্ম্ম কর্ম্ম জ্ঞান,
দেশার্থে প্রস্তুত এঁরা ত্যজিতেও প্রাণ।
আপাততঃ রেলে স্থিত সঙ্গে পরিবার ,
দেবী বিনা কোথা হয় দেশের উদ্ধার ?
মিষ্টার স্থন্দর বামে মিসাস স্থন্দরী ;
আ মরি যুগল মূর্ত্তি অপূর্ব্ব মাধুরী ;
পাড়াগেঁয়ে দেশীমেয়ে গাউন ভিতরে—
জালে পড়ে 'কোই' যথা হালু চালু করে,
মরি রে তেমতি করি অঙ্গ সঞ্চালন,
সাহেব প্রাণেশে করে প্রেম বিতরণ।
আবার তথায় আসি কোন স্থরসিক,
বন্ধু-প্রণয়িনী সনে বকে 'পলিটিক',
উভয়ে দক্ষিণ করে করি সংযোজনা,
মর্ত্তেতে স্বর্গের ভাব করিছে ঘোষণা;
সভ্যতার চিহ্ন উহা জাতিত্বের প্রাণ,
'ভারত উদ্ধাব' শৈলে প্রথম সোপান।
গাড়ির অপর দিকে ফিরাও নয়ন,
আর এক যুগল দৃশ্য কর দরশন ;
যুবক যুবতী আহা বঙ্গেরি সন্তান,
কি করিছে ওরা কর দেখি অনুমান।
যুবতীর করে সত্ত-প্রসূত নবেল ;

যুবকের করে লাল 'টাইম টেবেল'
উভয়ে চাহিছে আহা উভয়েরই পানে,
অবশ্যই জ্ঞানচক্ষে সুপবিত্র মনে;
তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাহিকো কাহার,
পুরা 'প্লেটোনিক ভাব'! কোথা অত্যাচার।
ধন্য 'প্লেটো', ধন্য প্রেম, ধন্য 'ফ্রেণ্ডসিপ,'
ধন্য রে ভারত-ভূমি-উদ্ধারের ট্রিপ।
ঢং টিং ঢাং! ট্রেণ করিল প্রস্থান,
যাও বাবু বিবিজান লাহোর মুলতান;
এস হে পাঠক যাই পূজার বাজারে,
যদ্যপি অশক্ত হও ভারত উদ্ধারে।

'বোধন' বসেছে ওই কর দরশন,
'বিল্ব-বৃক্ষ' মূলে পূর্ণ ঘটের স্থাপন;
গন্ধ-পুষ্প পুষ্প-পাত্রে দূর্ব্বা বিল্বদল,
কোষা পোরা সুপবিত্র ঘোলা গঙ্গাজল
রহিয়াছে, দেখ কিবা বরণের ডালা,
সাজায়েছে যাহা সাধে বঙ্গ-কুলবালা;—
ধান্য দূর্ব্বা পানিশঙ্খ শঙ্খের কঙ্কন,
ক্ষুদ্র লাল চেলি আর সিন্দুর চন্দন,
কজ্জল কস্তুরী আর কুঙ্কুম কৌটায়,
বিরাজিত সারি সারি বরণ-ডালায়।

দেবীর কোমল করে করিতে অর্পণ,
রাখিয়াছে রাঙ্গা সূতা জড়িত দর্পণ;
(বিচিত্র মুকুর বটে না হয় বিম্বিত,
অকর্ম্মণ্য স্বচ্ছ নহে, পিত্তল নির্ম্মিত;
হয় নাই যেই কালে কাচ আবিষ্কার,
সেই কালে এই রূপ দর্পণ ব্যবহার;
হইত এ দেশে; দেখি এখনও হয়,
'বিবাহের কালে আর পূজার সময়');
এ সকল দিয়ে, আরও কত খুটি নাটি;
সাজায়েছে বরণের ডালা পরিপাটী;
কিন্তু তার মাঝে দেখ কেমন সুন্দর,
এক ছড়া পক্ক রম্ভা নধর নধর;
ছাড়িছে সুগন্ধ সনে আত্ম-আকর্ষণ,
সাবধান হে পাঠক! বড় প্রলোভন!

'নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ' হয় 'চণ্ডী পাঠ,'
সংস্কৃতে বিপ্রগণ করে যেন হাট।
পাঠে পরিপক্ক তাঁরা চণ্ডীর কৃপায়,
'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু গৃহিণী কোথায়;
'ওঁ বিষ্ণু তদো বিষ্ণু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা,
'ভাগ্য দোষে ওহে তিনি সর্ব্বদা পীড়িতা,
'নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ'—কেন আর অত,

'তর্করত্ন খুড়—'বিদে' পেয়েছিলে কত ;
'নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ—দশ টাকা ঘড়া,
'এইবার পাবে খুড়ী গোট এক ছড়া।
'নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ বড় আয়োজন,
'শতাধিক অধ্যাপক হবে নিমন্ত্রণ ;
'যা দেবী সর্ব্বভূঃ—বিদ্যারত্ন মহাশয়,
এবার নৈবেদ্য গুলা ক্ষুদ্র অতিশয়,"
ক্রমেতে যখন হয় লোক সমাগম,
নমস্তস্যৈ সনে যুক্ত হয় নমঃ নমঃ।
অপরূপ 'চণ্ডীপাঠ' করিলে শ্রবণ,
পূজার দালানে যাই এস হে এখন।

সপ্তমী প্রথম পূজা আজ উপস্থিত ;
পুঁথি কোলে তন্ত্রধর বসে পুরোহিত।
দর্শক দাঁড়ায়ে দেবী করে দরশন,
দশভুজা ভগবতী কাঞ্চন-বরণ,
কোন হাতে তরবারি কোন হাতে শূল,
কোন হাতে ধরেছেন অসুরের চুল ;
কোন হাতে আছে শঙ্খ করিতে নিস্বন,
কোন হাতে ধরি সর্পে করিছেন রণ ;
এই রূপে দশ হাত হয় ব্যবহার,
সিংহ-বাহিনীর মূর্ত্তি অতি চমৎকার।

এই রূপ ধরে দেবী সেই পুরাকালে,
করিয়াছিলেন রণ আখ্যায়িকা বলে।
হাঁসি হাঁসি মুখ খানি গম্ভীর বিশাল,
অপরূপ রূপ গড়িয়াছে 'চণ্ডীপাল,'
আকর্ণ-পূরিত দু'টী আঁখি মনোহর,
শোভিছে অপর অক্ষি ললাট উপর।
ডগ ডগ করে ওষ্ঠ হিঙ্গুল আভায়,
শোভিছে সুচারু কিবা মুকুট মাথায়।
'ডাকের' সাজেতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুন্দর,
হেরিবারে হইয়াছে অতি প্রীতিকর।
সুচারু সরোজে শোভে লক্ষ্মী সরস্বতী,
ভগবতী-পুত্রীদ্বয় অতি রূপবতী;
মায়ের দক্ষিণ ভাগে লক্ষ্মী দেবীস্থল;
দাঁড়ায়ে কমলা, করে সোনার কমল;
ধন-ধান্য-দাত্রী লক্ষ্মী কমল-বাসিনী,
বড় সমাদর করে বঙ্গ-সীমন্তিনী।
লক্ষ্মীর দক্ষিণে শোভিছেন লম্বোদর,
খড়ম পায়েতে আঁটা ইন্দুর উপর;
গজমুখ গণেশের বড়ই বাহার,
সকলের আগে পূজা হয়ে থাকে তাঁর।
দুর্গার অপর দিকে সর্ব্বমূলাধার,
শোভিছেন সরস্বতী বিদ্যার আধার।

যে অগাধ বিদ্যা এই মানস-ভাণ্ডারে,
বট-তলা-বিনোদিনী দিয়েছেন তারে;
তাহার লালিত্য এই পদ্যেই প্রকাশ,
যথার্থ পাঠক ইহা, নহে পরিহাস।
বিদ্যার দংশনে প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত,
নমস্কার সরস্বতি! করি শত শত।
একেই বহিতে নারি তব কৃপাভার,
তাহার উপরে লক্ষ্মী করে অত্যাচার।
লক্ষ্মীর জ্বালায় দেশ ছাড়িয়ে পালাই,
তবুও ছাড়েনা ছি ছি এমনই বালাই;
ধনে ধান্যে একাকার রজত কাঞ্চন,
রাখিবার স্থান নাই এত জ্বালাতন।
লক্ষ্মী স্বরস্বতী দোঁহে সম অনুকূল,
দু'জনার দ্বন্দ্বে প্রাণ সদাই ব্যাকুল।
এ বলে আমায় লও ও বলে আমায়,
ধনে জ্ঞানে চুলাচুলি কি কহিব হায়।
প্রচুর ছাড়ায়ে গেছে কি করিব আর,
পুনঃ পুনঃ দেবীদ্বয় করি নমস্কার।
ক্ষমা কর রক্ষা কর আর কাজ নাই,
বিদ্যা বুদ্ধি বিত্ত ওগো আর নাহি চাই;
অধিক হইলে খালি হয় অপচয়,
'একসকিউস' পাঠক এই আত্ম-পরিচয়।

সরস্বতী বামে শোভিছেন ষড়ানন,
(অবশিষ্ট এবে মাত্র একটী আনন)
ময়ূর উপরে প্রভু পেয়েছেন স্থান,
স্বভাবে সৌখিন বলে হয় অনুমান,
"লম্বা কোচ্ছা, পৈতের গোচ্ছা, বাউরিছাটা চুল"
মিসিটুকু নাই দাঁতে এইটীই ভুল।
বকেয়া ইয়ার ইনি, সাবেক আমলে,
'বাবু' বলা যেত কিন্তু এখন না চলে।
এখন চলে না আর ওই 'বাবু-আনা',
অজ্ পাড়াগেঁয়ে ভূতও অমন হয় না ;
'ঊনবিংশ শতাব্দী'—এ ইংরাজী শাসন,
বর্ত্তমান বাবুগিরি শিখ ষড়ানন।
ইংরাজী পড় হে কিছু ছাড় হিঁদুয়ানী
পৈতে গাছা ফেলে দেব, দাও হে ইদানী,
নাটক নবেল পড় এক আধ খান ;
নিধুর টপ্পা ছেড়ে ধর থিয়েটারী গান,
ফুল-পুকুরে ফেলে দিয়ে পর ওহে বুট,
সেরী স্যামপিন্ খাও রুটী বিষকুট,
বাউরী খেউরী হয়ে কাট অ্যালবার্ট সিঁতি ;
শিখ ওহে হাব ভাব আধুনিক রীতি,
তবেই রহিবে মান 'ককনি' মহলে ;
ও পচা গুজগুতা ঢং আর কি হে চলে ?

সমাজ 'রিফরম' হল ভারত উদ্ধার,
কেন না হইবে এবে দেবতা-সংস্কার ;
আমার প্রস্তাব এই শুন ভ্রাতৃগণ !
দেবতা-সংস্কার করা অতি প্রয়োজন,
অধিক কি কব যত গুরুত্ব ইহার ;
আবশ্যক মতে দিব দু চার 'লেক্‌চার'।
অতএব শীঘ্র শীঘ্র স্থানে স্থানে স্থানে,
সমিতি স্থাপিত হউক ইহার কারণে,
সভাপতি মেম্বরাদি হ'ক নিয়োজন ;
'ইলেক্‌টিভ' প্রণালীতে করে নির্ব্বাচন,
"দেব-সংস্কারিণী" সভা দেওয়া হ'ক নাম ;
সাধিলেই সিদ্ধি—পূর্ণ হয় মনস্কাম।
কার্ত্তিক গণেশ আদি কৃষ্ণ বলরাম ;
এস হে সংস্কার করে রেখে যাই নাম।
গুজস্তা দেবতা লয়ে আর এ বাজারে ;
কেমনে হে ভ্রাতৃগণ পারে চলিবারে,
সভ্যতার উন্নতির নহে এ লক্ষণ ;
দেশে দেশে প্রচারক করহে প্রেরণ,
'প্যামফ্লেটে' পুস্তকে কর ইহার চালনা,
সংবাদ পত্রেতে সবে কর হে ঘোষণা।
কিন্তু কথা কিছু নয় কার্য্যই প্রধান,
অতএব কার্য্য-ক্ষেত্রে হও অধিষ্ঠান।

নতুবা দেশের আর নাহিক নিস্তার,
কভুও হবে না পারলৌকিক উদ্ধার ।

দেবীর বাহন সিংহ মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর,
দংশন করিয়া আছে অসুরের কর ।
একা প্রাণী অসুরেরও নাহিক কসুর,
করিতেছে সমভাবে সংগ্রাম প্রচুর ।
অনন্তর চেয়ে দেখ 'চালের' উপর,
'কি চিত্র করেছে চিত্রপটু চিত্রকর' ;
কৈলাস শিখরে রম্য হর্ম্ম্য শোভাময়,
শিবানীর সহ শিব আছেন হেথায় ;
অপরূপ নন্দী ভৃঙ্গী শিব চরদ্বয়,
আঁকিয়াছে 'মহা বৃষ' তাও মন্দ নয় ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু করযোড়ে করিছেন ধ্যান,
কে করে কাহার ধ্যান না পাই সন্ধান ।
অমর ভুবনে দেব সহস্রলোচন,
আছেন বসিয়া সহ মুনি মন্ত্রীগণ ।
জানকী সহিত রাম বসি সিংহাসনে,
করিছেন রাজকার্য্য লয়ে ভ্রাতৃগণে ;
উপস্থিত সুগ্রীব আদি বীর হনুমান,
ত্রেতা যুগে যারা তাঁর রেখেছিল মান ।
তার পর কালী মূর্ত্তি মহা ভয়ঙ্করী,

ধরি তরবারি যুঝে থাকি সিংহোপরি ;
লোল জিহ্বা উলঙ্গিনী গলে মুণ্ডমালা,
অসিতবরণী রণে যুঝিতেছে বালা।
শ্রেণী বদ্ধ শত্রু সৈন্য গজের উপর,
বামা সনে প্রাণপণে করিছে সমর।
চিত্রের অপর দিকে ফিরাও নয়ন,
অপরূপ চিত্র এক কর দরশন।
রাধিকা আছেন দিব্য সিংহাসন পরে,
পরিয়া রাণীর সাজ রাজদণ্ড ধরে ;
কোটালের বেশে কৃষ্ণ হাজির তথায়
অহরহঃ হাতে ছড়ি পাগড়ী মাথায় ;
ভাবিছেন কি করিলে খুসী হবে রাই,
আ মরি পিরীত দ্বন্দ্ব ! বলি হারি যাই।
চিত্র শেষে রণক্ষেত্র রয়েছে অপর,
অসুরেরা যুদ্ধ করে অশ্বের উপর ;
উলঙ্গিনী বামা এক মৃগেন্দ্র বাহনে,
করে রণ ঘোরতর শত্রু সৈন্য সনে।
প্রতিমা দক্ষিণে নব-পত্রিকা স্থাপিত,
'কলা বধূ' বলে যাহা হয় অভিহিত।
এইরূপ কলা বধূ বঙ্গীয় ভবনে,
দেখা যেত পূর্ব্বে আর নাহিক এক্ষণে ;
কলা বধূ দূরে থাক বধূ (ও) নাই আর,

বধূ হীন আজ কাল বঙ্গের সংসার ।
ঘোমটা টানা পতিপ্রাণা সিঁদুর পরা বৌউ,
রান্না ঘরে থাক্‌ত তারা দেখ্‌তে নাক কেউ ;
'অব্যবহার্য্য অব্‌সলিট' তাহারা এখন,
কাযেই নিঃশেষিত এবে সে রূপ প্যাটন ;
'কলা বয়ে" আছে খালি আদর্শ তাহার,
বধূ হীন আজ কাল বঙ্গের সংসার ।
এবে সব আধ বিবি অপরূপ চাল
সারিছে মজলিস কত ; গিয়েছে সে কাল ।

দেবীরে প্রণাম করে দর্শকমণ্ডলী,
কেহ লয়ে 'গন্ধ পুষ্প' দিতেছে অঞ্জলি ;
'ধনং দেহি পুত্রং দেহি' মাগে কেহ বর,
কেহ মাগে 'চাকরীং দেহি' 'দেহি মে সত্বর' ;
কেহ জপ করে কেহ ধরিছে হুঁকায়,
কেহ জোরে লয়ে হুঁকা তাম্রকূট খায় ।
কেহ নানাবিধ কাজ করে অবিরাম,
গামছা কোমরে বাঁধা পড়িতেছে ঘাম ।
কেহ বা নৈবিদ্য করে কেহ ধোয় চাল,
কেহ বা খুরিতে রাখে ছোলা মুগ দাল ;
কেহ বা ভাণ্ডার ঘরে আছে নিয়োজিত,
কেহ আনাগোনা করে হইয়া ত্বরিত ।

কেহ বা ভোগের ঘরে রাখে আনি ভোগ,
কেহ বা কর্ত্তার কাছে করে অভিযোগ।
কেহ বা বাক্যের শ্রাদ্ধ করে অনুক্ষণ,
কেহ বা কলহ করে, কেহ নিবারণ ;
কেহ ডাকে কেহ হাঁকে কেহ করে গোল,
কেহ কেহ দিয়ে যায় গোপে হরিবোল।
বুড়া বকে ছেলে কাঁদে কাঙ্গালীতে চায়,
কেহ আসে কেহ বসে কেহ চলে যায়।
প্রত্যেক মিনিটে ঢাক বাজে ঘণ্টা সনে,
অলঙ্ঘ্য সম্বন্ধ যেন আছে দুই জনে ;
হলেই ঘণ্টার শব্দ বেজে উঠে ঢাক,
কভু কি দেখেছ কেহ যেতে তাল ফাঁক ?

আমন্ত্রিত অনাহুত ব্রাহ্মণ নিচয়,
ক্রমে ক্রমে ক্রমে আসি উপস্থিত হয় ;
অপরাহ্ন, হবে এবে ব্রাহ্মণ ভোজন,
হ'ল সব সজ্জা গজ্জা যত প্রয়োজন ;
সর্ব্বাগ্রেতে সম্মার্জ্জনী সর্ব্বশেষে পান,
বাঙ্গালার ভোজে দুটী অকাট্য নিশান ;
মধ্যস্থিত আর যত সামগ্রী নিচয়,
একে একে একে সবে হইল উদয়।
পর্ব্বত প্রমাণ অন্ন ব্যঞ্জনের স্তূপ,

মিষ্টান্ন মিঠাই মোণ্ডা কত নানা রূপ—
দেখিতে দেখিতে ব্রহ্ম-অগ্নিতে পোড়ায়,
ধন্য গো ব্রাহ্মণ, দণ্ডবৎ তব পায়।
কে বলে ব্রহ্মণ্য দেব নাহিক এখন,
ব্রাহ্মণ-উদরে প্রভু আছেন শয়ন।
ম্যালেরিয়া অসুরেব ভীম অত্যাচারে,
ত্রাসিত কিঞ্চিৎ তাই আছেন জঠরে;
ফলা'রের দিনে হয় মাহাত্ম্য প্রকাশ,
নিমিষে লুচির বংশ করেন বিনাশ।
গণ্ডায় গণ্ডায় মোণ্ডা হয় তুণ্ডাহত,
পথে কাহনেতে খাজা গজা মরে কত,
প্রভুর বিক্রমে দধি মণে মণে মণে,
ধ্বংশ হয়ে যায় যত মতিচুর সনে,
এ হেন ব্রহ্মণ্য তেজ তবু কলি যুগ,
নতুবা কি ব্রহ্ম-অগ্নি রাখিত মুলুক!

দেখিতে দেখিতে দিবা করে পলায়ন,
রাত্রি-করে সপ্তমীরে ক'রে সমর্পণ।
রজনীর যে ব্যাপার গাঢ়তর অতি,
প্রথম নগরে তবে দেখ হে আরতি।
আলোক-খচিত গৃহ দ্বারেণ্ডা প্রাঙ্গন,
স্ফাটিক আধারে দীপ জ্বলে অগণন;

উচ্চে নিম্নে চতুঃপার্শ্বে সম্মুখে পশ্চাতে,
উজ্জ্বল আলোক পুঞ্জ সারি সারি ভাতে।
বাজিছে বিবিধ বাদ্য গম্ভীর মধুর,
ধূপ ধুনা গন্ধ দ্রব্য পুড়িছে প্রচুর।
আসিয়া দর্শকবৃন্দ দলে দলে দলে,
দালানেতে সমবেত হইল সকলে;
আচার্য্য স্বকার্য্য সাধে ঘণ্টা বাম হাতে,
দোলায়ে সর্ব্বাঙ্গ পঞ্চপ্রদীপের সাতে।
আরতি দেখিছে কেহ, কেহ বা যুবতী,
অপাঙ্গে অনঙ্গে চালে কোন রসবতী;
নবীন প্রবীণ 'ঠাট' বিবিধ প্রকার,
হতেছে নীরবে মরি প্রেমের বাজার।
কেহ কিনে কেহ বেচে কেহ করে চুরি,
কেহবা অজ্ঞাতে মারে কারো প্রাণে ছুরি।
কি দেখিবে হে পাঠক, দেখে কাজ নাই,
সংক্ষেপেই হেথা হ'তে এস চলে যাই;
নতুবা কি জানি পাছে এ রঙ্গ মহলে,
কেহ ভুলে প্রেম-ফাঁসি দেয় তব গলে।
আরতিতে আহার্য্যেরও খুব আয়োজন,
উৎসর্গে পাবেন দেবী খাইবে ব্রাহ্মণ।

দ্বিতীয় নম্বরে,—নিশা গভীর এখন,

পান ভোজনান্তে যত বাবু বিবিগণ ;
নেবেছেন যাত্রা করি খেমটা-আসরে,
গীতে প্রীতে নৃত্যে চিত্ত বিনোদন তরে ;
আসরের সজ্জা গজ্জা লজ্জাবাদে সব,
সমষ্টিত এক ঠাঁই যেমন সম্ভব।
আসব বাসর আর পিয়ার আঁচল,
বঙ্গ-কবি-জীবনের প্রধান সম্বল ;
কি কবিত্ব এ অধম ছড়াইবে তায়,
বঙ্গরস প্রপ্লাবিত এই বাঙ্গালায় ;
কিম্বা তার পরিচয়ে কিবা প্রয়োজন,
রসিক পাঠক কভু অনভিজ্ঞ নন।
আসরে বাসরে ক্রিয়া কলাপ যেমতি,
জানে না এ বঙ্গে আছে কে হেন দুর্মতি ?
যা হ'ক হে রসরাজ পাঠক আমার,
কোন্ আসরে নেবে তুমি করিবে বিহার ?
'বাই' নাচ 'খ্যামটা' নাচ "যেবা রুচি হয়,"
উভয়েই হেথা আজ আছে মহাশয়।
যাত্রা কবি কালয়াত তরজা থিয়েটার,
যদৃচ্ছা সম্ভোগ কর অবারিত দ্বার।
কভু কম নয় যাত্রা রসের মাত্রায় ;
মান ভঞ্জনের যাত্রা হইতেছে তায় ;—
রেয়ের পায়ে ধেড়ে কৃষ্ণ খাবি খায় পড়ে,

তবু সে 'দুর্জ্জয় মান' কিছুতে না নড়ে ;—
তলে তলে মারে রাই তামাকেতে টান,
ওদিকেতে 'কেলে সোণা' ওষ্ঠাগত প্রাণ ;—
'মানময়ী' 'প্রেমময়ী' মামুলি বচন,
বলে কতবার "মম শিরসি মুণ্ডন ;"—
সেধে সেধে 'মুখে ফেকো' উঠায় মুরারি,
ললিতা বিশাখা সাধে, সাধে অধিকারী।
তবুও 'শ্রীমতী' ছোঁড়া ভাঙ্গিবেনা মান,
কতবার হ'ল মান ভঞ্জনের গান।
অতঃপর "মোহন চূড়ার" গীতি দূতী ধ'রে ,—
খিচাইয়া দন্তহীন তোবড়া অধরে,
মুহূর্ত্তে তখনি সখী ছোক্‌রাগণ গায় ;
"ও রাই ও রাই মোহন চূড়া লাগে পায়"
সঙ্গে সঙ্গে শীঘ্র পড়ে বেহালায় ছড়ি,
ইঙ্গিতে বিশাখা মারে জোরে তান—কড়ি,
এই সাবকাশে কৃষ্ণ গাঁজা খেয়ে লয়,
নবোদ্যমে নরমিতে রাধার হৃদয়।

ওদিকেও মহামারি কবির আসরে,
'চিতেন' ধরেছে 'সখীসম্বাদ লহরে';
'মাথুর' কাতুরাঘাতে রাই মূর্চ্ছাগত ,
'বসন্তে পীরিত রাজ্যে বর্ষা সমাগত'

'পলাতক প্রেম খাতক' ইদানীং তাঁহার,
'মদন হয়ে দশানন' করে অত্যাচার।
'নূতন রাজ্যে নূতন রাজা' মদন মোহন,
'কুব্জার পৃষ্ঠে প্রেমের ধ্বজা গাড়িয়ে এখন।'
কাজেই বিরহ জ্বরে বাঁচেনা রাই প্রাণে;
শ্রোতারাও মৃতপ্রায় উৎকট চিতেনে।
দ্বিবিধ সঙ্কট এই, তাহার উপর,
দু দলে বেধেছে মহা নৃত্যের লহর।
গা'ন্ নাচে বা'ন্ নাচে নাচিছে দোঁহার;
খাতা হাতে নৃত্য করে কবির সরকার।—
কিন্তু কেন নাহি নাচে যত শ্রোতাগণে?
চিতেনে চেতনহীন নাচিবে কেমনে?
নতুবা নাচিত তারা নাচিত নিশ্চয়;
সংক্রামক ব্যাধি কাকে ছেড়ে কথা কয়?

কৃষ্ণের পিরীত যদি পচা সড়া ছাই,
সুন্দর বিদ্যার প্রেম(ও) ততোধিক তাই।
চাও যদি তাও আছে কর দৃষ্টিপাত,
তৃতীয় আসরে মালিনীর মুণ্ডপাত।
কিন্তু সংশোধিত সদ্য দ্রব্য যদি চাও,
উপরের ঘরে ওই 'থিয়েটারে' যাও।
উত্তপ্ত পিরীত হেথা 'সান্ধ্যসমীরণে';

নেপথ্যে নির্ম্মিত হয় গদ্য পদ্য সনে।
সরোজিনী মৃণালিনী কুমুদিনীগণ;
নব প্রণালীতে প্রেম করে উদ্‌যাপন।
থলি থলি "আয়লো আলি, কুসুম তুলি" কত;
প্রমোদ উদ্যানে প্রস্ফুটিত অবিরত।
বীরত্বেরও অসদ্ভাব নাহিক হেথায়,
রাজপুত বঙ্গ ভূত যবন তাড়ায়।
সকলই সুলভ্য হেথা স্বয়ং মন্দাকিনী
অবতীর্ণা 'একসা' রূপে পতিত পাবনী।
'গ্রিনরুমে' ভোগবতী হইয়া উথান
ক্রমে ক্রমে চতুর্দ্দিক ভাসাইয়া যান।

অদূরে 'উদারা' 'তারা' ভাঁজে কালয়াত,
একে গজাধিক দাড়ি তাহে হিন্দি ঘাত;
কাজেই অনেক বাবু সুরসিক জন,
ধীরে ধীরে তথা হতে করেন গমন।
তুমিও পাঠক যদি রসিক নাগর,
বাবুদের পিছে পিছে হও অগ্রসর;
প্রবেশ যাইয়া ওই জাঁকাল আসরে,
কিন্তু সাবধান যেন ফিরে এস ঘরে।

এই আসরের পুরাতন ইতিহাস,

কথঞ্চিৎ এই স্থলে করিব প্রকাশ।
সৃষ্টি কালে বিশ্বকর্ম্মা ব্রহ্মার 'অর্ডারে';
একাধারে অষ্টায়ুধ বিনির্ম্মাণ করে;
একাধারে ক্ষুরধার অস্ত্র আট খান,
নিরন্তর মন্ত্রপুত অব্যর্থ সন্ধান,
বহুদিনাবধি এই আয়ুধপ্রবর,
ব্রহ্মার ভাণ্ডারে রয় প্রভা খরতর;
ক্রমেতে কলির শেষ হইল যখন,
বাবু-বিনাশিনী শক্তিশেল প্রয়োজন।
তারযোগে সর্ব্বান্তক 'ইনডেণ্ট' পাঠায়,
ব্যোমকেশ(ও)ডি,ও, (D.O.) এক লিখিলা ধাতায়;
''প্রিয় ব্রহ্মা মহাশয় করি নিবেদন—
''ইদানীং মর্ত্ত লোকে করে বিচরণ
''বাবু-আখ্য একরূপ বিজাতীয় প্রাণী;
''কি জাতিত্ব তার আমি স্বয়ং না জানি।
''চিত্রগুপ্তে করেছিনু এ তত্ত্ব 'রেফার'
''তাঁহারও কৈফিয়ৎ ইথে নহে পরিষ্কার।
"পুরাতন কাগজাত করে অন্বেষণ;
"রিপর্টিলা গুপ্ত যাহা করি 'কোটেষণ'
''নিয়ে কথঞ্চিৎ তার "অবগতি তরে,
''তদন্তে যা পাই আর জানাইব পরে;
''মর্ত্তভূমে বাবু নাম ধারী জানোয়ার,

"উদ্‌ভট স্বজন ঠিক জানি না কাহার ;
"স্বর্গ রেজিষ্টারে তার নাম মাত্র নাই,
"সমগ্র দপ্তর খুঁজে কিছুই না পাই ;
"বাবুর প্রকৃতিগত যে গুণ নিচয়.
"একাধারে অদ্যাবধি হইতে উদয়
"দেখি নাই আমি ;—ভুবণ্ডীও দেখে নাই
"বাবু হেন 'হজ পজ' এত এক ঠাঁই ;
"সংক্ষেপতঃ এই সৃষ্টি নহেক আসল,
"যা কিছু বাবুতে আছে সকলই নকল।
"নকলে নিপুণও বটে এই জানোয়ার,
"তাহা শিখে যাহা দেখে জগতে অসার ;
"অসারতা-প্রিয় তার সমগ্র প্রকৃতি,
"খর্ব্বকায় বীর্য্যহীন নরের আকৃতি।
"জাতিত্ব কখন তার হবে নাক স্থির,
"ত্রিজগতে তারা সর্ব্ব জাতির বাহির ;
"নিশ্চিত কিছুই নাই তাহাদের দলে,
"যে দিকে বাতাস বয় সেই দিকে চলে।
"শ্বেত দ্বীপ বাসী এক জাতীয় কিন্নব,
"আপাততঃ বাবুগণ তাহাদেরই চর ;
"তাদের উচ্ছিষ্টে করে জীবন ধারণ,
"তাদের নিকট ভিক্ষা মাগে অনুক্ষণ ;
"চরণ লেহন করে আহারের তরে,

"আহার না পেলে কিছু গোলযোগ করে,
"বড়ই কোমল খল স্বভাব তাহার ;
"ভীতি গীতি রতি 'সক্ত করে কামাচার"
"ইত্যাদি অনেক কথা গুপ্ত মহাশয়,
"লিখিয়া 'বাবুর' দিয়াছেন পরিচয়।
"অন্য নিম্ন অফিসর আমলা মহলে,
"এ সম্বন্ধে নানা জন নানা কথা বলে ;
"সে সকল বলা হেথা নাহি প্রয়োজন,
"এবে আবশ্যক যাহা করি নিবেদন।
"ক্রমে ক্রমে 'বাবু' এত বাড়িছে জগতে,
"বিশেষ বিধ্বংস তার সৃষ্টি ক্রিয়া মতে,
"হইয়াছে প্রয়োজন, স্রষ্টা মহামতি !
"বিলম্বে বাড়িছে মাত্র পৃথ্বীর দুর্গতি,
"জরা আদি আধি ব্যাধি যত অনুচর ;
"অবশ্য আঘাত করে বাবুর উপর,
"কিন্তু স্বভাবতঃ তারা নিয়ম-অধীন,
"এ কারণ আবশ্যক এমত 'মেসিন' ;
"এমত আয়ুধ প্রভু যার এক ঘায়,
"পালে পালে বাবুগণ রসাতলে যায়।
"কালান্তের 'বৈদ্যুতিক' এক আবেদন,
"পাঠাইনু মহাপ্রভু তোমার সদন।
"উপসংহারেতে দেব আর এক কথা,

"অবশ্য ধ্বংসের আছে বহুবিধ প্রথা;
"বাবু স্বভাবতঃ কিন্তু তরল যেমন,
"উপযোগী যন্ত্রে তার ধ্বংস প্রয়োজন।
"অতএব চতুর্ম্মুখ করিয়া বিচার,
"সৃজিবেন সেই যন্ত্র; কি লিখিব আর;
"কোলিগ" বিষ্ণুর কাছে ইহার নকল,
"অধগতি তরে পাঠাইনু অবিকল।
"অন্যান্য কুশল সব নিবেদনমিতি,
"তব বশম্বদ ভৃত্য শ্রী কৈলাসপতি"।

শিব-পত্র পেয়ে ব্রহ্মা বিচারিয়া মনে,
স্মরিলা সে উপরোক্ত আয়ুধ রতনে;
তখনি ব্রহ্মার আগে, আসিয়া ত্বরিত,
একত্রেতে অষ্টায়ুধ হ'ল উপস্থিত।
দুর্গন্ধে তাহার ব্রহ্মা নাকে দেন হাত,
ইঙ্গিতে তাহারা কিছু রহিল তফাত;
অনন্তর চতুর্ম্মুখ—করি সম্বোধন,
কহেন আয়ুধে,—"মর্ত্তে করিয়া গমন
"বিনাশহ বাবুকুল আপন প্রভায়,
"থাকিবে সতত তথা যমের আজ্ঞায়"।
এত শুনি অষ্টায়ুধ হর্ষে পুলকিত,
আট মুখে কহে;—"প্রভু হইলাম প্রীত;

"বহুকাল পড়ে আছি ভাণ্ডারে তোমার,
"মোদের মাহাত্ম্য দেব হয় নি প্রচার;
"এক্ষণ যদ্যপি তুমি হলে কৃপাবান,
''অবিলম্বে কর প্রভু কায়ার বিধান।
"মায়ার সংসারে যেতে কায়া প্রয়োজন,
অতএব করে দাও কায়া সংযোজন"।
বিধাতা কহেন ''ইথে কভু নয় আন,
"অবশ্য করিব যোগ্য কায়ার বিধান।
''রম্ভাবতী লোম জাত নরক নন্দিনী,
'খ্যামটা' নামে আছে কন্যা রতির মেতরাণী;
"নিতম্বাদি অঙ্গে তার করি' আরোহণ,
"বঙ্গ দেশে যেয়ে কর 'বাবু'র নিধন।"
স্রষ্টার আজ্ঞায় আসে 'খ্যামটা' বিনোদিনী,
তালে তালে ফেলি পদ 'তা ধিনী তা ধিনী"
নিতম্বে অপাঙ্গে তার ওষ্ঠে পয়োধরে,
রসনায় আর সর্ব্ব শরীর ভিতরে,
যুগপৎ অষ্টায়ুধ প্রবেশ করিল,
ধিনী ধিনী নিতম্বিনী নাচিতে লাগিল;
নাচিতে নাচিতে বঙ্গে করিল প্রবেশ,
ঘুচাইতে ধরণীর বাবু-ভার ক্লেশ।
ক্রমেতে খেমটা-বংশ বাড়িতে লাগিল,
দিনে দিনে বঙ্গভূমি চৌদিকে ঘেরিল।

প্রাগুক্ত আসরে সেই থ্যামটা-নন্দিনী,
নাচিতেছে কতিপয় রস তরঙ্গিনী।
"এখন কিহে বঁধু" ছলে ডাকিছে শ্রোতায়,
"অধঃপাতে যাবি শীঘ্র আয় আয় আয়।"
সমাপ্তিনু এতক্ষণে পূর্ব্ব ইতিহাস,,
শুনিলে মুহূর্ত্ত মধ্যে হয় স্বর্গ বাস;
আসর বর্ণন (ও) শেষ করিনু হেথায়,
সরস্বতী ততোধিক লক্ষীর আজ্ঞায়।
তৃতীয় নম্বরে—জয় জয় সুরেশ্বরি,
বোতল বাহিনি বালে! কি রূপ আমরি!"
তরল তরঙ্গে বঙ্গে ভাসায়ে নে চল,
বাঙ্গালী জীবনে আর কি করিবে বল!
জয় জীন স্যাম্পীন জয় ব্র্যাণ্ডি! সেরি!
অবশ্য তোমারও জয় দেশী' ধান্যেশ্বরী;
জয়স্তে অর্ব্বুদ কোটী মদের দোকান,
জয় শুল্কহীন ভাটী যত পীঠ স্থান!
জয়স্তে 'শুণ্ডিকালয়' কি মধুর নাম,
জয়স্তে পুণ্ডরীকাক্ষ শুণ্ডি গুণধাম।
জয় সিদ্ধ পীঠ দ্বয় প্যারিস লণ্ডন,
জয় স্বরে বঙ্গ কবি করে আবাহন।
শুনিয়াছি না কি দেবি! তোমার কৃপায়,
কবির মগজ একেবারে খুলে যায়,

দীনে যদি কর দেবি দয়া এক বার,
ক্ষণেকে বর্ণিয়া লই পূজার বাজার।
শক্তির উৎসব কভু নিরামিষ নয়,
জয় ব্র্যাণ্ডি কর বঙ্গে যকৃৎ সঞ্চয়।
জয় ব্র্যাণ্ডি কর 'ডিলিরিয়ম' সঞ্চার,
"ঢাল ঢাল ঢাল ঢাল ঢাল রে আবার।
আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত খাও পেট ভরে,
আপাদ মস্তিষ্কে মদ্য ঠাস স্তরে স্তরে;
সাবধান যেন স্থান বিন্দু নাহি রয়;
শক্তির উৎসব যেন বিফল না হয়।"
"এখনও হ'ল না 'ডিলিরিয়ম' সঞ্চার ?
"ঢাল ঢাল ঢাল শীঘ্র ঢাল পুনর্ব্বার।"
"ঢালিতেছি বার মাস এখনও ঢালিব ?
"সুরা পারাবারে আজ সগোষ্ঠী ডুবিব!!"
'ক্যাপিটল' !! পুরুষার্থ আর কাকে কয় ?
সুরা-স্রোতে ভাসে বঙ্গ কি ভয় কি ভয়!
কে তুমি অসুর পরে মহিষ মর্দ্দিনী!
বোতল-বাহিনী বঙ্গে শাসিছে ইদানী।
'সপ্তমী' প্রারম্ভ তব 'দশমী' বিনাশ,
সুরার উৎসব হেথা হয় বার মাস।
তুমি আদ্যা শক্তি, মদ্য শক্তি শেল তিনি,
সম্মুখ সংগ্রামে জয়ী "ভাঁড়ে মা ভবানী"!

দেখি বঙ্গ হ্যাঁয় যুদ্ধে তোমার নিধন;
সুরধুনী তীরে করে তব সপিণ্ডন;
সমারোহে শ্রাদ্ধ তব করে দিনত্রয়,
কিসে তবে বঙ্গবাসী কীর্ত্তিমান নয়?
বাহিরে ভিতরে আঁস্তা-কুঁড়ে, নর্দামায়,
শক্তি-শোকে আহা তারা গড়াগড়ি যায়!!!

সপ্তমী হইল শেষ অষ্টমী আগত,
সন্ধি পূজা আদি সব হয় রীতিমত।
সপ্তমী সদৃশ সব আজ অষ্টমীতে,
অতএব দিবনাক 'পুঁথি বেড়ে যেতে'।

নবমীতে অজাকুল করিয়ে নিধন,
কাদামাটি মেখে নাচে যত ভক্তগণ।
আর আর যে ব্যাপার নিষিদ্ধ বর্ণন,
যেহেতুক করিয়াছি 'মেম্বার্য্য' গ্রহণ
"অশ্লীলতা-নিবারিণী"-মহতী সভায়"
হায়! পূজা ফুরাইল! রজনী পোহায়!

হায় পূজা-শেষ! এল বিজয়া গোধূলি,
এস হে পাঠক, তবে করি কোলাকুলি।
প্রাণ ভরে কোলাকুলি করি এস ভাই,
দোষে গুণে বঙ্গবাসী তোমাকেই চাই।

একাদশ স্তবক।

—:o:—

বিসর্জ্জন।

নবমীর নিশা হায় প্রভাত হইল!
বঙ্গের বিশাল বক্ষ বিষাদে ভরিল!
বিসর্জ্জন! বিসর্জ্জন! আজরে প্রতিমা!
গভীর সলিলে আজ, বঙ্গের গরিমা!
বিসর্জ্জন! বিসর্জ্জন! হায় বিসর্জ্জন!!
গভীর সলিলে আজ, অমূল্য রতন!
শক্তি শান্তি সৌন্দর্য্যের মহা বিসর্জ্জন,
হা বিধাতঃ! বঙ্গে আজ কর দরশন!!
বিসর্জ্জন?
কেন বিসর্জ্জিবে বঙ্গ সোণার প্রতিমা?
কেন বিসর্জ্জিবে বঙ্গ স্বর্গের গরিমা?
কেন বঙ্গ বিসর্জ্জিবে, কেন হেন ধন?
বিসর্জ্জন নহে কভু নহে বিসর্জ্জন!
সোণার প্রতিমা বঙ্গ বিসর্জ্জন দিয়ে,
একাকিনী অভাগিনী রহিবে কি লয়ে?

জীবন্ত শকতি বঙ্গ বিসর্জ্জন দিবে,
তাই কি সম্ভব? বল কেমনে বাঁচিবে?
না না না ;—অসম্ভব ওরে বিসর্জ্জন,
এখনও জীবন্ত আছে মায়ের জীবন!

কে বলে জীবন্ত নয় মায়ের প্রতিমা,
কে বলে বিলুপ্ত ওরে বঙ্গের গরিমা?
কোন্ প্রাণে কে বলে রে দিবে বিসর্জ্জন?
জীবন্ত জাগ্রত মাতা পূর্ব্বের মতন।—
কি মধুর হাসি সুখ-শান্তি-ময়,
কি মধুর হাসি আনন্দ-আলয়,
কি মধুর হাসি অস্ফূট অস্ফূট ;
রেখা মাত্র তাও অর্দ্ধ পরিস্ফূট,
কিন্তু দেখ দেখ কত শক্তি তায়,
পাষাণেতেও প্রাণ ঢালিয়া দেয়!!
শক্তি সৌন্দর্য্যের এ হেন প্রতিমা,
স্নেহের প্রেমের আহা অন্ত-সীমা,
হেন ইষ্ট-দেবী—বঙ্গের গরিমা,
কে বলে রে আজ হবে বিসর্জ্জন!!

কে বলে পাষাণময়ী মায়ের মূরতি,
কে বলে রে মৃণ্ময়ী অনন্ত শকতি,
কে বলে মা সুপ্ত মৃত ;—কোন্ মূঢ়মতি?

অন্ধ অন্ধ!! তার নাহিক নয়ন!!

*　*　*

কেন বিসর্জ্জিবে বঙ্গ জীবন্ত প্রতিমা?
কেন বিসর্জ্জিবে বঙ্গ স্বর্গের গরিমা?
কেন বিসর্জ্জিবে বঙ্গ স্বাধীনতা ধন?
বিসর্জ্জন নহে কভু নহে বিসর্জ্জন।

*　*　*

হায়!
তবে কেন মা জননী করেন গমন,
পা দু'খানি ধরে এস করি নিবারণ।
কোথা গো গিরীশরাণী, কোথা শৈলেশ্বর,
দেখিলে না চেয়ে, যায় শূন্য করি ঘর—
ক্ষরিছে করুণা-রশ্মি মার ত্রিনয়নে,
কতই স্নেহের ভাব প্রশান্ত বদনে,
ডাকিছেন স্নেহময়ী:—"বাছারে আমার,
"কেন মুখ খানি অত হয়েছে আঁধার,
"যাহা চাস্ তাই দিব আয় কোলে আয়,
"শক্তি শান্তি কি লয়িবি বল রে আমায়;
কেন রে বিষাদ, আমি আছিরে যখন,
"এ সংসারে কোন্ বস্তু বল প্রয়োজন?
"এখনই দিব তাহা আয় কোলে আয়,
"আঁধার করিয়ে মুখ কাঁদাস না মায়"।

ডেকে বলিছেন, কত কররে শ্রবণ,
বারেক ও মূর্ত্তি পানে কর নিরীক্ষণ,
তবেই বুঝিবে মাতা সুপ্ত কি জাগ্রত,
তবেই বুঝিবে মার প্রাণে স্নেহ কত।

দেখিয়াছ দেখ নাই ;—নয়ন তোমার,
খুলে নাই, দেখ ভাই বারেক আবার ;
জ্ঞান চক্ষে প্রেম চক্ষে কর নিরীক্ষণ,
আনন্দময়ীর এই আনন্দ বদন।
বল হে এখন,—মাতা সুপ্ত কি জাগ্রত,
বুঝেছ কি এবে মার প্রাণে স্নেহ কত ?

* * *

হাসিছেন মহালক্ষ্মী আনন্দরূপিণী ;
হাসিছেন স্নেহময়ী বঙ্গের জননী ;
হাসিছেন জগন্মাতা ভব নিস্তারিণী,
হাসিছেন মহাশক্তি মহিষ-মর্দ্দিনী !!
যায় যে লাবণ্যবতী সতী উমাধন,
যায় যে "দুধের মেয়ে" কর গো বারণ ;
কর গো বারণ গেলে এ অচল কায়,
কে চালাবে আর বল মোহিনী মায়ায়,
কে ডাকিয়ে আর মাতৃ-পিতৃ-সম্বোধনে,
শীতল করিবে ওগো তাপিত পরাণে ?

কি লয়ে রহিবে ঘরে বাঁচাবে জীবন
যায় যে প্রাণের প্রাণ সতী উমাধন।

হায় গিরিরাজ নিদ্রা অভিভূত!
হায় গিরিরাণী শোকে মূর্চ্ছাগত!
মায়ের পরাণে সয় আর কত,
কোথা গেল আহা "হৃদের মেয়ে"?
হায় গিরিরাজ নিদ্রা-অভিভূত,
গিরীশরমণী শোকে মূর্চ্ছাগত;
হইল বিগত বর্ষ সপ্ত শত;
কে রে হায় এবে দেখিবে চেয়ে!

* * *

সপ্ত শত বর্ষ পূর্ব্বে যে ভ্রান্ত হৃদয়,
হইয়াছে বিসর্জ্জন আজ অভিনয়!
বাৎসরিক অভিনয় হায়রে তাহার!
সময় সাগর গর্ভে আজ পুনর্ব্বার!
শক্তি, শান্তি সৌন্দর্য্যের দিয়া বিসর্জ্জন—
হা বিধাতঃ! বঙ্গভূমি উন্মাদ এখন!
নবমী রজনী শেষ নিবিল প্রদীপ।
নিবিল প্রদীপ—হায়! নিবুক জীবন!
নিবুক নক্ষত্র পুঞ্জ রবি শশধর—
নিবুক নিবুক সব হ'ক বিসর্জ্জন।

হইয়াছে বিসর্জ্জন হায় বহুদিন,
বর্ষে বর্ষে অভিনয় হয় মাত্র তার।
নির্ব্বাণ প্রদীপ! গৃহ আলোক-বিহীন!
আঁধার আঁধার হায়! সকলই আঁধার!

বিদায়ে।

কাঁদিব না কাঁদিব না
চোখে কেন আসে জল;
এস গিয়ে আদরিণি,
করিব না অমঙ্গল।
কাঁদিব না কাঁদিব না
এস গিয়ে পতি-ঘরে;
আবার এস মা এস
এস মা এমনি করে।
তিনটি দিনের তরে
দেখাও মা চাঁদমুখ;
তাতেই জুড়াব জালা
বছরের যত দুখ।

কাঁদিব না কাঁদিব না
কেন তবু অশ্রু আসে ;
চক্ষু ফেটে বহে অশ্রু
"বসু ধারে" বক্ষ ভাসে।
কেঁদ না কেঁদ না আর
নাই কি কিছুই জ্ঞান ;
এস না এস না অশ্রু,
হবে বাছার অকল্যাণ।
কর অশ্রু সংবরণ
কেঁদ না কেঁদ না আর,
কটা মাস গেলে পরে
অম্বিকা আসবেন আবার।
করি অশ্রু সংবরণ
তবু অশ্রু আসে হায় !
অজ্ঞাতে মা কাঁদে প্রাণ,
কি করিব বল তায়।
অশ্রুময়ী নাম তোর
রাখিলে মা হত ভাল ;
কেঁদে কেঁদে তোর তরে
কেঁদে মা জনম গেল।
কাঁদাবি লো কত আর
বলত দুলালী মেয়ে ;

কত কালে হৈমবতি
হারাব না তোরে পেয়ে।
নয়নের নিধি তুই
অঞ্চলের ধন ;
পলকে হারায়ে তোরে
ঝোরে দু'নয়ন।
রতন ফেলিয়ে ও মা
আঁচলেতে বাঁধি গিরে ;
একি লো অভাগ্য বল—
বল মা মাথার কিরে।
এস সবে তিন দিন
বছর ধরিয়ে জ্বালা,
মনে রৈল মন কথা
হ'ল না কিছুই বলা।
(এ বছর গেল) আগামী বছর
বলিব মা মনে করি ;
(সে বছর যায়) হয় না মা বলা
কেবল কাঁদিয়ে মরি।
কাঁদিব না কাঁদিব না
তবু কেন কাঁদি হায়!
বিদায় দিয়ে মা তোরে
না কেঁদে কি থাকা যায়!

বছরে বছরে তুমি
আসিবে ত ? আগে বল
নহিলে দিব না যেতে
মুছিব না অশ্রুজল।
তুমি যা'বে পতিগৃহে
এ গৃহ যে শূন্য হয় ;
ওমা তুমি গেলে হবে
সব অন্ধকারময়।
যেও না আলোকময়ী
যেও না যেও না আর ;
যাও যদি কর আগে
আসিবার অঙ্গীকার।
নহিলে পাবে না যেতে
বিদায় দিব না তোরে ;
দেখিব কেমনে তুই
যাস্ ওলো জোর করে।
ঝিয়ারি আপন নয়
জানি তা গো তোরে দিয়ে ;
তবু ত বোঝে না মন
ফুক্ দিয়ে কাঁদে হিয়ে।
কাঁদিব না কাঁদিব না
হয় পাছে অলক্ষণ ;

দাঁড়ালো দুলালি বলি
দাঁড়া ওমা দাঁড়া শোন।
আরেকটু সিন্দুর সীমন্তে পরাব
পরাতে মা গেছি ভুলে ;
সিঁতির সিন্দুর তোমার
কিছু মা রাখিব তুলে।
তোমার সিঁতির মঙ্গল সিঁদুরে
পূরিবে নারীর আশা ;
জন্মেযোস্ত্রী হ'য়ে পতির সোহাগ
পাবে প্রীতি ভালবাসা।
কৌটায় সিন্দুর রাখিলাম এই
কত মা যতন করে,
কেমনে রাখিব হাসিটুকু তোর
কিসে মা রাখিব ধরে ?
যে হাসিতে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ফুটিল
ফুটিল চাঁদের জ্যোতি ;
ফুটিল ভাস্কর ত্রিদিব সুন্দর
ফুটি উঠিল ফুল্ল বসুমতী ।
যে মধুর হাসি মায়ের অধরে
বিরাজে মৃদুল মধুর রেখায় ;
কেমনে ধরিব কোথায় রাখিব
হাসি লয়ে হাস্যময়ী হায় চলে যায় ,

বারেক আবার হাস মা সে হাসি
এসেছিলে ওমা যে হাসি লয়ে ;
হাস্থক জগৎ তোর যাত্রা কালে
আনন্দে আবার মগন হয়ে ।
এ নয়ন জল শুকাবে কি তায়—
শুকাবে না হায় করুণাময়ী !
রবে সম্বৎসর জাগিয়ে নয়নে
শুকাবেনা অশ্রু আনন্দময়ী ।
হল যে সময় কর তবে যাত্রা
কি এখন হায় ! বলিব আর ;
ওমা মনে রেখো মুখ তুলে চেয়ো
বৎসর বৎসর এস আবার ।

নিরঞ্জন।

আবার মণ্ডপ আজ অন্ধকার করি,
বিসর্জ্জিল হায়! বঙ্গ মায়ের প্রতিমা!

আঁধার! আঁধার! পুরী আঁধার! পৃথিবী আঁধার! প্রতিমা নাই।

ঐ গভীর জলে সেই স্বর্ণকান্তি ডুবাইল! ঐ গভীর গাঙে সেই অতুল ঐশ্বর্য্য ডুবিল! ঐ অথাই জলে শোভার ভরা ডুবি হইল!

নিঠুর! নিঠুর! নির্ম্মম! মরে যাই!

ঐ মাঝ গাঙের গর্ভে সোণার গৌরীর "নিরঞ্জন" হয়েছে! ঐ দেখরে ভেসে যায় স্রোত আলো ক'রে সেই সৌন্দর্য্যরাশি! সেই সকরুণ সুষমা-রাশি। সেই সুরাসুর নর-অমর-সৃষ্টির শক্তি রাশি! দেখ ঐ ভেসে যায় স্রোত আলো ক'রে! ধর ধর! ফিরাও ফিরাও! যেতে দিব না করুণা প্রতিমা!

প্রতিমা! প্রতিমা! প্রতিমা নাই! প্রদীপ নিবিয়াছে! তিন দিন তিন রাত্রি দুর্গা-দীপ জলে ছিল ঘরে; তিন দিন তিন রাত্রি আলোক হেসেছিল, আশা উথ্‌লেছিল! ওরে তিন দিনে তিন রাত্রে সব ফুরাল রে! আশা! আলোক! আনন্দ! সম্বৎসরের সাধ! 'নিমিষে' সব নিবিল রে! কার সঙ্গে তোরা এসেছিলি! কার সঙ্গে তোরা চলিলি রে! আশা! আনন্দ! আলোক উচ্ছ্বাস!

ওমা! দীপ কেন নিবিল? দীপ কে নিবাইল রে? কোন্ পাষণ্ড প্রাণের প্রতিমা বিসর্জ্জিল ঐ জলে? কে বিসর্জ্জিল—কোন প্রাণে, কেমনে বিসর্জ্জিল মায়ের মাধুরী মূর্ত্তি,—ঐ অগাধ স্রোতে!

দেখা রে দেখা বারেক আবার! এক মুহূর্ত্তের জন্যে, এক মিনিটের জন্যে, মহামায়ার মুখখানি! দেখাও আমায় মহামায়ায়! মহামায়া মায়ায় ডুবাইয়া কোথায় যাও মা! মায়ার মর্ম্ম গ্রন্থি কেটে দিয়ে যাও, আর কাঁদিব না! কেন কাঁদাও করুণাময়ি! বর্ষে বর্ষে এমন করে।

তোমরা তাঁকে 'বোধন' ক'রে আনিলে, 'বরণ' করে বিদায় দিলে! কেন আনিলে, কেন বিসর্জ্জিলে, বল দেখি? হায় বিসর্জ্জনের জন্যই কি আবাহন!

অদৃষ্টের এ আঘাত,—নিয়তির এ নিদারুণ বিড়ম্বনা,—শাস্ত্রের এ আদেশ, সংসারের এ পদ্ধতি, হায়! অসহনীয়, মর্ম্মান্তিক। লীলাময়ি! তোমার এ বিচিত্র লীলা বড় বেদনাদায়ক। বুঝি না, মা! এ বৈচিত্র্য; কেবল ব্যথা পাই, নিদারুণ ব্যথা পাই ইহাতে। বিশ্বেশ্বরি, কেন এমন ব্যথা দাও বল! মর্ম্মগ্রন্থি ছিঁড়ে যায়, শোকে, সমুদ্র উথলে ওঠে, বুক ফেটে যায় যে, মা, তোমায় বিদায় দিতে!

না, না, না। পারিব না। বিদায় দিতে পারিব না। বিদায় লইতে পারিব না। তোমায় চক্ষে চক্ষে রাখিব চিন্ময়ি!

চক্ষে চক্ষে রাখিব, বুকের ভিতর বাঁধিব তোমায়। দেখি কেমনে পলাও তুমি!

হায়! চক্ষের "পলক" পড়িতে না পড়িতেই যে পলাইলেন! পাতকি, তুই পাইয়া হারাইলি!

অন্ধের মাণিক অঞ্চলে ছিল, আচম্বিতে অগাধ জলে খসিয়ে পড়িল। অভাগ্য! তোর আলগা বন্ধন ভাল ক'রে বাঁধিলি না কেন বুদ্ধি-হীন?

ঐ বাজনা বাজে! বিষম বাজনা! বক্ষঃস্থল বিদ করে বাজনা বাজে। বুঝি ফিরিল! বিসর্জ্জন দিয়া ফিরিল। কি লইয়া ফিরিল! শূন্য কলস কক্ষে করিয়া ফিরিল। কল্যাণের পূর্ণ কলস কল্যাণী দিতেছিলেন,—কেহ লইল না। বলিল,—"বড় ভার, অত ভার বহিতে পারিব না।" শূন্য হস্তে শূন্য গৃহে সবাই ফিরিল! বাজনা বাজাইয়া, বাজি ছুটাইয়া ব্রহ্মময়ীকে বিদায় দিয়া আসিল।

পুরনারী প্রতিমা বরণ করিলেন। পুরনারী তোমরা প্রীতির প্রস্ফুট পুষ্প বলিয়া প্রসিদ্ধ। তোমরা কোন্ প্রাণে প্রীতিময়ীকে বরণ করিলে, বরণ করিয়া বিদায় দিলে? তোমাদের কোমল প্রাণ কি একটীবারও কাঁদিল না! আহা কেঁদেছিল,—কতবার কতশতবার কেঁদেছিল! কামিনী তবুও বরণ করিলেন,—কাঁদিয়া কাঁদিয়া বরণ করিলেন। আহা! কি করিবেন! কন্যাজন্মের ক্লেশ কর্ত্তব্য-পরায়ণতা তাঁরা যে জানেন।

বিবিধ বস্ত্র-অলঙ্কারে ভূষিতাঁ, রজতে কাঞ্চনে খচিতা,—অবগুণ্ঠনে আবৃতা, সুশীলা স্বধর্ম্ম-নিরতা সাধ্বীরা,—শারদার সম্মানার্থে, সর্ব্বমঙ্গলার শুভ যাত্রা কালে সম্ভাষণার্থে, সুসজ্জিতা,—সীমন্তে সিন্দুর-রেখা, তাম্বুলরাগরঞ্জিত ওষ্ঠ-প্রান্তে বিষাদক্লিষ্ট মৃদু হাসি। সে হাসিটুকুতে কেবল মর্ম্মের বিষাদরাশিই ফুটাইতেছে; নয়ন গুলি কিন্তু নিতান্তই নিরাশ্রয়। কত প্রকার প্রক্রিয়া করিয়াও কোন প্রকারে আত্ম-রক্ষা করিতে পারিতেছে না, আসন্ন অশ্রু-ভারে একান্ত অবনত হইয়াছে। অশ্রু অতি কষ্টে—অনেক কৌশলে নয়নে নয়নে সম্বরিত হইতেছে;—কাহারও কাহারও হায়! তাহাও হইতেছে না,—এক বিন্দু, দুই বিন্দু; অঞ্চলাগ্রভাগে কত মুছিবেন, কতবার মুছিবেন? আর মানিল না,—একেবারে সহস্র বিন্দু এসে উপস্থিত, শতধারে অশ্রুধারা অনর্গল বহিল, মুখারবিন্দ সিক্ত করিয়া, বিস্ফারিত বুকের বসন সিক্ত করিল, কণ্ঠস্থিত মুক্তামালা, অমল অশ্রু সম্ভার-খচিত হইয়া অতি অসামান্য রূপ ধারণ করিল; সে বেগ, সে অশ্রু বেগ আহা অদম্য, অতুলনীয়! পুরস্ত্রীগণ প্রতিমা-প্রদক্ষিণার্থে উপস্থিতা। বরণের বিবিধ দ্রব্য সামগ্রী বহন করে এনেছেন। সুবাসিত-সলিল-পূর্ণ ভৃঙ্গার, তাম্বুল, সুগন্ধযুক্ত তৈল, আরক্তিম অলক্তক, কুঙ্কুম, কস্তুরি, চন্দন; পরিধেয় পট্টবস্ত্র, মনোহর মুকুর, চিকুর বিন্যাসার্থে "চিরুণী," শঙ্খ, সিন্দুর, শ্রী; ধান্য, দূর্ব্বা, বিল্বপত্র, মঙ্গলঘট-পূর্ণদধি,

পূর্ণ-কুম্ভ, যাত্রার যত আয়োজন—পুরস্ত্রীনিচয় প্রতিমা-প্রদক্ষিণার্থে উপস্থিতা। কিন্তু "পা যে চলে না গো।" "প্রাণ যে ফেটে যায় গো!"

গুরু-মন্থর গমনে, করপদ্মের কত সুন্দর, কতই আদরের আকুঞ্চন প্রসারণে বঙ্গলক্ষ্মী বরদাকে বরণ করিলেন, বীজনী দিয়া বাতাস দিলেন, পাদপদ্মে অলক্তক পরাইয়ে দিলেন, হস্তে শঙ্খ পরাইলেন, সীমন্তে সিন্দূর রঞ্জিত করিলেন, নয়নে কজ্জল দিয়া দিলেন, দীপশিখায় হস্ত উত্তপ্ত করিয়া কন্যার বক্ষে, ললাটে স্পর্শ করিলেন, করিয়া কল্যাণী কন্যার কল্যাণ অনুষ্ঠিলেন, মঙ্গলার মস্তকে ধান্য দূর্ব্বা দিয়া মঙ্গল উচ্চারণ করিলেন; অবশেষে গললগ্ন-অঞ্চলে, ভক্তিপ্রেমে আদরে ভুমিষ্ঠ হইয়া, ভাববিস্মিত হইয়া, প্রণাম করিলেন। প্রণাম করিয়া বর মাগিলেন, অনেকে মনে মনে, কেহ মুখ ফুটিয়া ও বলিলেন,—"মা! বর্ষে বর্ষে এমনি ক'রে এস;" "জন্মে জন্মে যেন তোমায় পাই।" কেমনে বিদায় দিব? বক্ষ যে বিদীর্ণ হয়।

দ্বাদশ স্তবক।

কোজাগর।

"*　　*　　*　　পূজে কুতূহলে
রমায় শ্যামাঙ্গী এবে, নিদ্রা পরিহরি ;
বাজে শাঁক, মিলে ধূপ ফুল পরিমলে !
ধন্য তিথি ও পূর্ণিমা, ধন্য বিভাবরি !"

কে জাগে, কোজাগরে, কমলার কৃপাকাঙ্ক্ষি ! বঙ্গে বরদার আজ বিশেষ আবির্ভাব ! বঙ্গ ! জাগ, জাগ ! জাগিবে না ? কবে আর জাগিবে ?

শরচ্চন্দ্রের শুভ্র, স্বচ্ছ, সুবর্ণ কান্তি আজ কোজাগরে, পূর্ণ প্রভায় প্রস্ফুট। গৌরবের উচ্চ হইতে উচ্চতর গগনে, সুধাংশু আজ সমুত্থিত ;—অপরিমিত জ্যোৎস্না-উচ্ছ্বাসে পৃথিবীকে পরিপূর্ণ এবং প্লাবিত করিয়াও, অপরিসীম আলোকিত এবং পুলকিত করিয়াও ক্ষান্ত নহেন,—রজত-রশ্মি-ধারা অবিরত মুষলধারে আজ ঢালিতেছেন ! আলোক-স্রোত ছুটিয়াছে,—চারু, চিকণ, নির্ম্মল ; সুস্নিগ্ধ, সুধাময় ! ধরে না যে আর ধরণী-বক্ষে, চন্দ্রমা ! তোমার অতুল ঐশ্বর্য্য রাশি !

ঐশ্বর্য্য এ জগতে ত অনেকের আছে, কিন্তু কে তোমার মত উদার, তোমার মত "অমায়িক" ? কে ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডার এত করে বিলায়, এমন করে লুটায়, তোমার মত! তুমি যেন আজ আরও অধিকতর মুক্তহস্ত! মুক্ত হস্তে, উন্মুক্ত হৃদয়ে, শত স্রোতে বিলাইতেছ আর বলিয়া দিতেছ, "লও, লুটাও, কে কত চাও, যে যত পার লইয়া যাও, ফেলাইয়া ছড়াইয়া সম্ভোগ কর আমার এই সুধার সম্পদ!"

মরি মরি! ঐশ্বর্য্যের এমন উদারতা আর কোথায়! সৌন্দর্য্যের এত সুস্নিগ্ধতা কোথায় আর!

তুমি সুন্দর; চাঁদ! তুমি সুন্দরাদপি সুন্দর! সংসারে, স্বর্গে সর্ব্ববিধ সৌন্দর্য্যের একমাত্র উপমা! চাঁদ সুন্দর, শরতের চাঁদ অধিকতর সুন্দর,—শারদ পূর্ণিমার চাঁদ, চাঁদ অপেক্ষাও সুন্দর! কিন্তু কোজাগরের এই কমনীয় চাঁদের তুলনা কোথায়? ইনি শরচ্চন্দ্র অপেক্ষাও যে, অনেক অসাধারণ! লক্ষ চন্দ্র একাধারে উদিত যে, আজ লক্ষ্মী পূর্ণিমায়!

লক্ষ্মী-পূর্ণিমার পূর্ণ লাবণ্য মহালক্ষ্মীর মধুরিমায় মিলিত হইয়া সর্ব্বত্র সঞ্চারিত! মাত! তুমি সর্ব্বভূতে শ্রী, তুমি সমৃদ্ধি, তুমি সুখ, তুমি জীব মাত্রের একমাত্র জীবনোপায়। লক্ষ্মি! লোক যাত্রার তুমিই অবলম্বন! মাতঃ তুমিই উন্নতি। তুমি উদ্যম, তুমি উদ্দীপনা। সম্রাট এবং সন্ন্যাসী, সংসারী এবং ভিখারী, সকলেরই দ্বারা তুমি সমভাবে সেবিত! কেহই

তোমাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া জীবন পথে অগ্রসর হইতে পারে না। মা! তুমি বিজয় এবং বিভুতি; তুমিই সাধনা, তুমিই সিদ্ধি।

রাজ্ঞীর ঐ রাজ-মুকুটে তুমি জয়-শ্রী, ভিখারিণীর ভিক্ষা-ভাণ্ডে তুমি সঞ্চয়-শ্রী মা! তুমি বীরের বিজয় পতাকা, বৈরাগীর বিবেক সম্পদ। মহালক্ষ্মি! তোমার মাহাত্ম্য মরুভূমেও দেদীপ্যমান।

বঙ্গভূমি, বাঙ্গালীর গৃহ, গ্রহ-বৈগুণ্যে পতিত, ভগ্ন। ছিন্ন বিচ্ছিন্ন! তোমার প্রিয় পারাবত এখানে আর এখন ক্রীড়া করে না। এস্থান এখন শকুনি শৃগালে পূর্ণ! অমঙ্গল, অলক্ষ্মী, অভিসম্পাতের আলয়। ধ্বংসের কঠিন কর, দেখ কমলে, চতুর্দ্দিকে স্বকার্য্য সাধন করিতেছে।

আর দেখ গো মা, ঐ বঙ্গের গৃহস্থ! তোমার সেই সে কালের শ্রীমান্, সৎক্রিয়াবান, শান্ত শুদ্ধ-চিত্ত, স্বধর্ম্ম নিরত, সমৃদ্ধিশালী তোমার সেই সে কালের গৃহস্থগণের বংশধরগণ; বংশধর! হায় বংশধরই বটে! আমরা স্ব স্ব বংশ অতি বিচিত্র ভাবেই ধারণ করিতেছি। হা ধিক! হা ঘৃণা! লজ্জা! বরদে, তোমার প্রীতিপাত্র বঙ্গগৃহস্থবংশ এখন আর নাই; ওমা, যদি থাকে অতি অল্পই আছে, অল্প দিনে তাহাও থাকিবে না। হায়! সে গৃহ নাই, সে গৃহস্থ নাই। সে গৃহিণী নাই। সে শ্রী, সে সমৃদ্ধি, সে লাবণ্য, সে সব সুলক্ষণ, হায়! এখন আর কিছুই নাই।

গৃহে কমলার কক্ষ উন্মূলিত হইয়াছে, কোথাও সে কক্ষ কুৎসিত কদর্য্য দ্রব্যে পূর্ণ। কোন্ বাড়ীতে, হায়! আর "লক্ষ্মীর আড়ি" আছে, যে "আড়ি" সতত সন্তর্পণে শুদ্ধাচারে সংরক্ষিত ছিল, যাহার সম্মুখে গৃহকর্ত্রী কৃতাঞ্জলিপুটে, গললগ্ন অঞ্চলে, পবিত্র প্রসন্ন-ভক্তি গদগদচিত্তে ত্রিসন্ধ্যা ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিতেন, প্রণাম এবং পূজা না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না, যাহার সম্মুখে প্রত্যহ ধূপচন্দনপুলকিত পবিত্র গন্ধ প্রবাহিত হইত, নিত্য মঙ্গল বাদ্যে আরতি হইত,—হায়! সে "আড়ি"—সেই সুলক্ষণযুক্ত লক্ষ্মীর আড়ি আজ কোথায়? সেই চারু চিত্রিত "লক্ষ্মীর সরা" কোথায়! শ্রীর সেই সুমঙ্গল আসন কোথায়! সেই আসনপূর্ণ আনন্দ আল্পনা কোথায়!

নাই সে দিন এখন। সে সবও নাই। বঙ্গ-গৃহে বাজে না আর শাঁখ সাঁজের বেলা। সুবাসিত ঘৃত প্রদীপ নির্ব্বাপিত কমলার কক্ষে। কক্ষ হায় কঙ্কালময়! গৃহস্থ পৈশাচ ব্রতে রত, গৃহিণী শঙ্খিনীরূপিণী, এক হস্তে অলক্ষ্মী অপব্যয়, অপর হস্তে শতমুখী এবং সংহার। দুর্ভিক্ষ, দুর্ব্বিনয়, কদাচার, কলহ সদা তাঁহার সহগামী।

বরদে! তোমার সাধের বঙ্গ এখন সুবিশাল শ্মশানভূমি। অনাচারে, অলক্ষণে, এখানকার আকাশও অলক্ষ্মীপূর্ণ! ধ ধর্ম্মের সঙ্গে সুবৃত্তি তিরোহিত হইয়াছে। সদুপায়ে সুবৃত্তিতে আর আয় নাই, আয়ে সঞ্চয় নাই, সঞ্চয়ে সদ্ব্যয় নাই, ওমা এখন অশেষ প্রকার উপার্জ্জনেও আর অন্ন নাই। আমাদের অনন্ত

আড়ম্বরের মধ্যে অবিশ্রান্ত হাহাকার! বঙ্গের সুরম্য উদ্যান, হায়! এখন মরুভূমি!

তবে মরুভূমেও নাকি, মা মহালক্ষ্মি! তোমার মাহাত্ম্যও ব্যাপ্ত। শ্মশানক্ষেত্রেও মা, তোমার প্রসাদাৎ সুবারি বর্ষিত হয়—ফল, শস্য উৎপাদিত হয়; তাই আমরা এখনও ধরার উপর জীবন্মৃতবৎ জীবিত আছি, তাই এখনও ক্ষুৎপিপাসায় সগোষ্ঠি ধ্বংস হই নাই।

এখনও এ অরণ্যে বর্ষে বর্ষে তোমার বিশেষ আবির্ভাব হয়। একবার নয়, দুই বার নয়, প্রতি বৎসর পাঁচ বার করিয়া মা, তুমি এস! তুমি এস, গৃহস্থ ও গৃহিনীগণ শূর্পবাদ্যে তোমায় বিরক্ত ও ব্যথিত করিয়া বহিষ্কৃত করে! এই কিষ্কিন্ধ্যা-পুরে কে তোমায় চিনিবে, কমলে?

সুরগণ তোমায় সাগর মথিয়া উত্তোলন করিয়াছিলেন, আমাদের পিতৃপিতামহগণ, তোমাকে মস্তকে ধারণ করিয়া, অর্চ্চনা করিতেন। কিন্তু হায়! হতভাগ্য আমরা তোমায় চিনি না। আমাদের গৃহিনীগণ তোমার সহিত অপরিচিতা। লক্ষ্মীলাভ করিতে সমুদ্র মন্থন করিতে হয়। সমুদ্র মন্থন করিতে হইয়াছিল। সমুদ্র-মন্থনে যে মহারত্ন মিলিয়াছিল, আমরা আলস্যে অযত্নে তাহা সমুদ্রে বিসর্জ্জন, হায়! বার বার বিসর্জ্জন করিতেছি। আমরা "হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলি-তেছি।" সুবর্ণ ফেলিয়া ছাই তুলিতেছি। সুধা ফেলিয়া আমরা বিষ খাইতেছি।

বিশিষ্ঠা বিভাবরী! লক্ষ্মী-পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাময়ী যামিনী! স্বর্গীয় রমণীয় জ্যোতি রমার পাদপদ্মে ঢালিতেছ, তুমি ধন্য! বল হাস্যমুখি! কবে তোমার ন্যায় সুকোমল হাস্যমুখে, বঙ্গের "শ্যামাঙ্গী" আবার রমায় পূজিবে?

নবীন শ্যামল ধান্যক্ষেত্র নধর স্ফুরিত, লক্ষ্মী-শ্রী-যুক্ত; শীষ ফুটিয়াছে, শস্য সঞ্চার হইয়াছে। কৃষক এই কোজাগরে প্রসবোন্মুখিনী ধান্য-রাণীকে আদরে "সাধ ভক্ষণ" করাই-তেছে। কমলার কমল-কটাক্ষে ধান্য রাজ্যের শ্যাম শোভা জাগিয়া উঠিয়াছে। ধান্য, লক্ষ্মীর প্রিয় দুহিতা। মা এসে মেয়েকে "সাধ' দিতেছেন। ধন্য তুমি ধান্য!

আর, কবি,—স্বধর্ম্মচ্যুত, কুশিক্ষিত, কুভক্ষ্য-ভোজী কবি, তুমিও ধন্য। তুমি কুমন্ত্রণার কুহকে পড়িয়া কুপথে গিয়াছিলে, রাজ-ঐশ্বর্য্য প্রত্যাখ্যান করিয়া পথের পতিত আবর্জনাবৎ অস্তিত্ব বহন করেছিলে, কিন্তু তোমার শৈশব-স্মৃতি, সংস্কৃত সুখের সংস্কার নির্ম্মূল হয় নাই, তাই সেই ম্লেচ্ছভূমে, সুদূর ইউরোপে থাকিয়াও হৃদয়ের পূর্ণ আবেগে, আক্ষেপের অতি মধুর করুণ স্বরে "কোজাগর" গাইয়াছিলে,—

"হৃদয়-মন্দিরে, দেবি! বন্দি এ প্রবাসে
এ দাস, এ ভিক্ষা আজি মাগে রাঙাপদে,—
থাক বঙ্গ-গৃহে, যথা মানসে, মা, হাসে
চির-রুচি কোকনদ; বাসে কোকনদে

সুগন্ধি, সুরঙ্গে জ্যোৎস্না, সুতারা আকাশে ;
শুক্তির উদরে মুক্তা ; মুক্তি গঙ্গা হৃদে !

মহালক্ষ্মী দ্বারে দাঁড়াইয়া। বঙ্গ-সন্তান! মোহ-নিদ্রা পরিহার কর। উঠ, - জাগ,—জীবিত হও। কোজাগরে কৃপাময়ী কমলার পূজার্চ্চনা কর। বরদা বরাভয় হস্তে জগৎ জাগাইতেছেন। উঠ,—অভয়পদে আশ্রয় লও।

লক্ষ্মী কই !

লক্ষ্মী কই? লক্ষ্মী কোথায়? শুবে বাঙ্গালার সর্ব্বত্র ঘুরিয়া দেখিয়া আসিলাম, ক্রোড়পতির কাঞ্চনমণ্ডিত কক্ষ হইতে কড়া-ক্রান্তি-হী'নর কুটিরে গেলাম, লক্ষ্মী ঠাকুরাণীকে কোথাও দেখিতে পাইলাম না। তবে তিনি কোথায়? তিনি কি এ আমলে একেবারেই নাই? তিনি "মউত' কি "ফউত" কিম্বা "ফেরার"—আমাদের এই নব ফ্যাসনে?

অবস্থা দেখিয়া, হায়! লক্ষ্মী কি যথার্থই অন্তর্হ্বতা হইয়াছেন? কি অলক্ষণ! নব্য বঙ্গে লক্ষ্মী নাই!

গম্ভীরভাবে তুমি যে আমায় অঙ্গুলি দ্বারা অকস্মাৎ উত্থিত ঐ রায় বাহাদুর, আর রাজা বাহাদুরের টাকার তোড়া,

চাঁদীর ঘড়া, আর কোম্পানীর কাগজের তাড়া দেখাইয়া দিতেছ উহা লক্ষ্মী নয়;—উহা "যক্ষি"। "যক্ষের ধনে" লক্ষ্মীর শ্রী নাই, সুষমা নাই, কান্তি, কোমলতা এবং করুণা নাই;—"শুষ্কঃ কাষ্ঠস্তিষ্ঠত্যগ্রে" যেন অষ্ট প্রহর লাঠি ধরিয়া আছে,—"প্রকট" পৈশাচিক-মূর্ত্তিতে দ্বারের মানুষ দূর করিতেছে, যক্ষের ধনে দৈত্য দানবের "দোস্তি"—ডবল "দান সাগর",—উহা লক্ষ্মীর আবাসও নয়, উপভোগ্যও নয়। যক্ষ জাগিয়া জাগিয়া ধন আগলায়,—অগাধ আলস্যের জন্য, আর উদ্ভট উপাধির জন্য। উহা "ন দেবায়, ন ধর্ম্মায়",—"ন কর্ম্মায়"। লক্ষ্মী উহাতে নাই। লক্ষ্মী তোমার ঐ তকমাদার প্রহরী রক্ষিত তোষাখানার আসবাবে আর অলঙ্কারেও নাই; তোমার অনন্ত অহঙ্কারের "ইস্তাহার" ঐ আস্তাপালেও নাই;—ও-সব-তাতে আছে কেবল বিলাস ব্যভিচার, অহঙ্কার আর অসংখ্য লোকের অনাহার,—লক্ষ্মী নাই!

ঐ পোদ্দার, পেসকার, উকিল, বারিষ্টার আর সওদাগর, মাজিষ্টার আর মোক্তার, হাকিম আর "হোমরা-চোমরা" সারি সারি রাস্তার দু-ধারি অনুমার রজত রাশি "রোজগার" করিয়া চলিয়াছে;—লক্ষ্মী কিন্তু "নাদারত"। কাহারও কাছে তিনি ঘেঁসেন নাই, নাম শুনিয়াই শিহরিয়া পলাইয়াছেন। কেবল মাত্র রজত কাঞ্চনের উচ্চ অনুপাতে লক্ষ্মীর আবির্ভাব হয় না, এটা স্থির জানিও।

বাবু সেরেজদারেব বেটা হয়েছেন, এখন "সব জজ"। সে কালে সেরেজদারের সময়ে দেল দোল হুর্গোৎসব, অতিথির অন্ন, ব্রাহ্মণ ও বিগ্রহ সেবা, নিত্য নৈমিত্তিক সবই হইত, অথচ অর্থাধিক্য অতিরিক্ত ছিল না। এখন সব-জজের সময়ে অর্থাগম হইয়াছে অষ্টগুণ অধিক! কারণ, সেরেজদারের সুসন্তান ও শিক্ষিত পুত্র সবজজ বেতন পান মাসিক সহস্র মুদ্রা; অথচ সবজজ সাহেবের বাস্ত ভিটায় ঘুঘুও আর এখন চরে না, চামচিকাও এখন বিরক্ত হইয়া সে বাড়ী হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। বাড়ী! বাড়ীই বটে! সবজজ বাবুর বাড়ী কোথায় তাহা আবিষ্কার করার জন্য বোধ করি সত্বরই দ্বিতীয় কলম্বসের আবির্ভাব হওয়ার আবশ্যক হইবে। অতএব দেখ, বঙ্গভূমির প্রতি আজকাল লক্ষীর কেমন চমৎকার কৃপাদৃষ্টি! এমন নইলে কি লক্ষীর শ্রী!

লক্ষীর শ্রী নয়ত কি? কল হয়েছে, কারখানা হয়েছে, কংগ্রেস হয়েছে; আবার চাই কি?

তা বটে! কল! কারখানা! কংগ্রেস! কমলা কিন্তু নিষ্পেষিত। কলে পড়িয়াই বোধ হয় তিনি পিষিয়া গিয়া থাকিবেন।

তোমার "ফ্যাকটরী" আর "ফাউণ্ডারি" হাঁ করিয়া রহিয়াছে মানুষ মানুষী গিলিবার জন্য। ওস্তাদ গোষ্ঠী ইউরোপীয়েরাই কহেন, ওগুলা মানুষ গিলিবার কল। উঁহাদের

বিশাল কুক্ষি প্রাচীন, প্রাচীনা ও পূর্ণ বয়স্ক হইতে "আণ্ডা বাচ্ছা" অবধি জীবন্তে গ্রাস করে; মর্ম্মান্তিক গতিশীল মেশিনে ফেলিয়া মানুষ মানুষীর শোণিত সর্ব্বাগ্রে শোষণ করতঃ ক্রমে তাহাদের মেধ, মাংস অস্থি মজ্জা চূর্ণ বিচূর্ণ করে এবং পরে তাহাদের প্রাণ বায়ু "এয়ার পম্পের', অন্তর্গত করিয়া লয়! কমলার অপার অভ্যুদয়ই বটে!

তোমার সোণা দানা, বাক্স, ব্যাঙ্ক সবতাতেই অলক্ষ্মী উঁকি মারিতেছে। ঐ ট্যাঙ্কসালের মধ্যেও দুর্ভিক্ষ। কলির কুবের রাজ্য ইউরোপ; ইউরোপের শস্যশালাও আজ শূন্য। সমগ্র রুষের অধীশ্বর এ বৎসর অন্নহীন। সুবিস্তৃত রাজ্য আরও বিস্তার হইতেছে, কিন্তু গৃহে অন্ন নাই! সুবিশাল জর্ম্মণ সাম্রাজ্যও এ মুহূর্ত্তে শস্যহীন। রুষে উৎপন্ন অন্নে ইউ-রোপের অনেক উদর পূর্ণ হয়, রুষে হাহাকার কাজেই সর্ব্বত্র হাহাকার। কলির "লক্ষ্মী বরপুত্র" কুলেরই এই অবস্থা। অতএব এখানকার আর কথা কি? মান্দ্রাজে মহাপ্রলয়; অন্ন বিনা মানুষে মানুষ খাইতে চায়! রাজা প্রজা উভয়ই আকুল। বৎসর ব্যাপী বিভ্রাট। মান্দ্রাজ মরমর। বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যায়, উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশে, মধ্যদেশে কোথায় নয়? শস্যক্ষেত্রে আগুণ লাগিয়াছে, অন্ন উড়িয়া গিয়াছে। ধান্য পুড়িয়া গিয়াছে। বঙ্গ-বিহার বিপন্ন, মান্দ্রাজে মহাপ্রলয়, মিথিলায় মন্বন্তর। লক্ষ্মী কোথায়? লণ্ডন জলপ্লাবনে পীড়িত। অন্নকষ্ট সর্ব্বত্র।

লক্ষ্মী কি তবে ঐ শ্যামনগরে "কলের বাজারে" যাইয়া "হপ্তার হাট" করিতেছেন নাকি? কলের কারচুপিতে "কুড়ুনীর ছেলের উড়ুনী গায়" অতএব তারা লক্ষ্মীবন্ত! অতএব ওড়ষা, উড়নচড়ে, লংটা, লখিন্দর, সবলোট, ইহারা সকলই লক্ষ্মীবন্ত! চালহীন, চুলোহীন, চেঙ্গড়া মাত্রই লক্ষ্মীবন্ত! মুহূর্ত্তের মহারাজা তাড়িখানার তাবৎ লোকই অতিশয় লক্ষ্মীমান্!

তার পর তোমার ঐ "কেরাণী বাবু" যদি লক্ষ্মীমন্ত হন, তবে এ দুনিয়ায় লক্ষ্মীছাড়া কে আমার জানা নাই। বাবুর দাড়িটা খুব স্বচ্ছল এবং সবল বটে, কিন্তু ঐ দাড়ির মধ্যে দরিদ্রতা তাহার ডবল করিয়া মাথা উঁচু করিয়া রহিয়াছে প্রতিমাসের মধ্য ভাগেই বাবুর গৃহে (?) মন্বন্তর উপস্থিত, কাজেই বিদ্যাধরীর "বডিস" এবং "বুরুস" বন্ধক; "মাস কাবারে" তাহা খালাস এবং উল্লাস;—আর "ফ্রেণ্ডের ফিষ্ট" সুদে আসলে এক অপব্যয়েই কিন্তু সব কটী লক্ষ্মীই লোপ। আবার "যে সেই"। বাবুর বাহার তবুও বিয়াল্লিস যোজনেও "থাই" পায় না। বাবু-আনির ওজন পাকা বিরাশি সিক্কার সাড়ে পাঁয়ষট্টি মণ! ছেলে মেয়ের নাম "বাবালোগ"। বাঙ্গালী বাবুর বেতন কিন্তু "নগদ বিশ টাকা।"

কেরাণী বাবু তাঁর কুল-উদ্ধারিণীকে স্কন্ধে করিয়া প্রবাসে;—'নিবাস' কোথায় জানি না; নিবাসই নাস্তি;—কিন্তু আড্ডায় আড্ডায়, ষ্টেশনে ষ্টেশনে, পথে অপথে,

কেরাণী বাবু ও তস্য ত্রিতাপনাশিনী ও ত্রিকুলউদ্ধারিণী সর্ব্বত্রই সমুপস্থিত। লক্ষ্মী "আড়ি' ঘাড়ে করিয়া কেরাণী বাবুদের "আনাচে কানাচে' হামাগুড়ি দিতেছেন।

কিন্তু আমাদের সেই শ্রীমন্ত সাবেক গ্রাম্য ভূম্যধিকারী-দের লক্ষ্মী কোথায়? কমলা তাঁদের গৃহে অচলা বলিয়া জানিতে না কি? তাঁদের সেই লক্ষ্মীশ্রী কোথায়? আর তাঁরাই বা কোথায়? তাঁদের "কমলা" কোথায়, তাহা আর কহিব না। তবে তাঁদের কেহ কেহ "চৌরঙ্গি"তে কতক কতক বা চুনাগলিতে বিরাজ করিতেছেন দেখিতে পাইতেছি। কোনও কোনও পুণ্যশ্লোক স্বদেশেও আছেন; সহরে আসেন "সিজনের" সময়। দুর্গোৎসবের জন্য দেবোত্তর তালুক—দেবোত্তররূপে কালেক্টরীর তৌজিভুক্ত, কাজেই তাহা ব্যাঙ্কে বন্ধক পড়ে না। দুর্গোৎসবের সময় দেবোত্তর হইতে দ্রব্যাদি সব আসে;—ঘৃত, তৈল, শর্কর ও ছাগ হইতে, শাক সবজী ও পাতাগুলি পর্য্যন্ত আসে। নগদ ব্যয়ের জন্য সেই কয়েক শত টাকাও আসে। কিন্তু দেবোত্তরের লক্ষ্মীও এখন ভিন্নলক্ষণাক্রান্ত। দুর্গোৎ-সবের দ্রব্যাদি কতক ব্যয় হয় "বাগান ভোজে" এবং কতক যায় বাজারে। ছাগ কয়েকটী সব সরিকে বিভাগ করিয়া লয়েন, বিক্রয় করেন না। কারণ তাহা শর্করা হইতে সুমিষ্ট পদার্থ। শারদীয়া পূজার বরাদ্দ টাকা কতক যায় শ্রী-শক্তির স্বস্ত্যয়নে এবং কতক যায় শুণ্ডিকালয়ে,—economical

arrangement! লক্ষীর শ্রী কিনা! বাবুরা বলেন সাবেক আমলের ও "সস্তা গণ্ডার" সময়ের নির্দ্দিষ্ট সামান্য টাকায় এখন আর দুর্গোৎসব হইতে পারে না।"

বঙ্গ গৃহস্থালীর প্রতি কক্ষে অলক্ষী "উঁকি" মারিতেছে। বঙ্গীয় পল্লীর সেই শ্যামল শোভা এখন শ্মশানে পরিণত! সে চণ্ডীমণ্ডপ পড়িয়া গিয়াছে। "দুর্গা দালানের" দুর্গতি দেখিয়া ক্রন্দন সম্বরণ করা যায় না! জনশূন্যপ্রায় ভদ্র জনপদ এখন নিরন্ন, তথায় এখন আছে কেবল ম্যালেরিয়া, আর মেহ; প্রাবু আর "গসনেল"। ফাষ্টবুকের গুরু মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে "গসনেল" গিয়া জুটিয়াছে। ইহা ম্যালেরিয়ারই মত সংক্রামক।

ভদ্র পল্লীতে আর লক্ষী নাই। লক্ষীর যাঁরা পূজা করিতেন তাঁরাও নাই। সেই প্রবীণ গৃহস্থ ও "পয়মন্তী" গৃহিনীরা গত হইয়াছেন। সেই মৃদুভাষিণী, মিষ্টহাসিনী, সীমন্তে সিন্দুরযুক্তা সম্ভ্রম-বিনম্রা,—প্রাচীন বয়সেও ঘোমটা-আবৃতা লক্ষণযুক্তা, লজ্জাশীলা লক্ষীদিগের হায়! আজ আর একটীও ত দেখিতেছি না! কে আর কোজাগরে কমলার অর্চ্চনা করিবে? কে আর আজ দীপান্বিতায় দীপ জ্বালিয়া মহা লক্ষীর আবাহন করিবে? অলক্ষীকে দূর করিবে? দীপও নাই; লক্ষীও নাই। মহালক্ষীর পূজা হইবে না; অলক্ষী বিতাড়িত হইবে না। হায় দীপ নাই! দেশময় "কিম্ভূত কিমাকার" কেরসিনের "ডিবে"। গৃহে গৃহে অট্টহাস্যময়ী

অলক্ষ্মী! এক আধটী নয়; অগণিত, অসংখ্য অলক্ষ্মী! এই কলহ-প্রিয়া, আলুলায়িতকুন্তলা, কৃষ্ণ কূর্ত্তি-ধারিণী, সিন্দূর-বর্জ্জিতা সধবাদিগকে,—এই শূর্প-বাদ্য-জিহ্বা, অট্টহাসিনী অলক্ষ্মীদিগকে লৌহ-আভরণ পরিধান করিতে দিলেই অলক্ষ্মীর শাস্ত্রীয় ধ্যান ষোলকলায় সফল হইত।

ভদ্রপল্লীর অবস্থা এই! এখন কৃষকপল্লীতে লক্ষ্মীর অন্বেষণে যাইব? আজ কার্ত্তিক মাসের "মাঝামাঝি" দেখ ধান্য ক্ষেত্রে যদি লক্ষ্মীকে দেখিতে পাও।

হায়! শস্যের "শীষও" বাহির হয় নাই। শস্যক্ষেত্র সাফ শুকাইয়া গিয়াছে। কৃষকের "ডোলে গরু, শামুকে ধান" বিশেষতঃ আজ এ কার্ত্তিক মাসে। ধান্যক্ষেত্রে লক্ষ্মী আদৌ পঞ্চত্বপ্রাপ্তা। কৃষক-পত্নী "খলিয়ানের" মাঝা অঙ্গনে দুই পা ছড়াইয়া দিয়া রুক্ষকেশের উকুন বাছিতেছে; তাহার 'খশম' খোলা ভাটিতে গিয়াছে। খোলা ভাটিতে তাহার গ্রাম্য 'মনিবের' সঙ্গে এক বিছানায় বসিয়া মদে 'মসগুল' হইয়া গ্রাম্য গমস্তা মহাশয়ের গলা ধরিয়া গান করিতেছে! কৃষক আজ তাহার একমাত্র অবশিষ্ট শীর্ণকায় বলদ কসায়ের হস্তে বিক্রয় করিয়াছিল। আর তাহার ব্রাহ্মণ "মনিব মহাশয়" পৈতৃক শালগ্রামশিলার "পৈতা" সতু সেক্‌রার নিকট বিক্রয় করিয়াছিলেন। অলক্ষ্মীর নিদারুণ লীলা আর দেখিয়া কাজ নাই।

আজ দীপান্বিতা। দশদিক অন্ধকার। আলোক জ্বলিতেছে কেবল "ভাটি" গৃহে! অন্নাগ্নি! এস এস আলিঙ্গন করি; উৎসঙ্গে যাই।

ত্রয়োদশ স্তবক।

অন্ধকার-ক্রোড়ে।

"এই অন্ধকারেই নির্গুণ ঈশ্বর। গুণাধার হইয়াও কেবল সত্তারূপে প্রকাশিত।"

৺ কেশবচন্দ্র সেন।

কাল রজনি! মহা নিশি! ঢাল ঢাল আরও ঢাল, অন্ধকারের উপর আরও ঢাল অন্ধকার;—নিবিড়, কালিমাময় দিগন্তব্যাপী অতুল অনন্ত অন্ধকার। মরি কি সুন্দর, কি ভয়ানক, ভয়ানকের ভয়ানক, আত্মাস্পর্শী এই মহান্ দৃশ্য! তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, তরঙ্গায়িত, প্লাবিত, পৃথিবী আজ অন্ধকারে;—গাঢ়, গম্ভীর, সর্ব্বগ্রাসী, ভীম অন্ধকারে; বামে দক্ষিণে উচ্চে নিম্নে সম্মুখে পশ্চাতে পার্শ্বদেশে ছুটিতেছে ভ্রূকুটী করিয়া ওই অন্ধকার।—ছুটিতেছে নাচিতেছে—প্রবাহিত হইতেছে গাঢ় অন্ধকার-স্রোত। ধরে না আর যামিনি! ধরে না এই পৃথিবীতে তোমার অক্ষয় তিমির রাশি। জগৎ প্লাবিত হইয়াছে—প্রবেশ করিয়াছে ইহার প্রত্যেক পরমাণুতে অন্ধকার—আকাশ উচ্ছ্বসিত হইতেছে অন্ধকারে, তবুও ঢালিতেছ—অবিশ্রান্ত—অবিরত—মুষলধারে ঢালিতেছ তিমির

রাশির উপরে তিমির রাশি! ঢাল ঢাল কালরাত্রি আরও ঢাল তোমার অক্ষয় অনন্ত সম্পদ।

মনুষ্য! তোমার কি দুর্ব্বুদ্ধি; তুমি এই অসীম অন্ধকার রাশি আলোকিত করিতে চাও! ইহার কোন্ অংশ তুমি আলোকিত করিবে? ইহার একটী পরমাণুকেও উজ্জ্বল করিবার ক্ষমতা যে তোমার নাই। তোমার এই "দেওয়ালী" উৎসব বালকের ক্রীড়া; উচ্চ অট্টালিকা নিচয় দীপমালায় সুশোভিত করিয়াছ, রাজপথে—বিপণিস্থলে দীপপুঞ্জ সংস্থাপিত করিয়াছ—ক্ষণেকের জন্য অতি সুন্দর দেখিলাম! একটী, দুইটী, তিনটী মনুষ্য! তোমার প্রদত্ত হায় সমস্ত দীপ নিবিল; রাজপথে অট্টালিকা পরে বিপণিস্থলে সংস্থাপিত দীপপুঞ্জ অন্ধকারে গ্রাস করিয়াছে। দুই একটী নিভৃত কক্ষ হইতে বাতায়ন-পথে মৃদু আলোকের এক আধটী ক্ষীণ রশ্মি দৃষ্টিগোচর হইতেছিল তাহাও ক্রমে অদৃশ্য প্রায়। হায়, এইরূপ মনুষ্যের ক্রিয়ামাত্রেই ক্ষণস্থায়ী—বাল্যক্রীড়া। দুই মিনিট মধ্যে তাহার দীপালোক নির্ব্বাপিত হইল; দুই ঘণ্টা পরে তাহার জীবনালোক নিবিবে;—দুই দিন পরে তাহার নামমাত্রও পৃথিবীতে রহিবে না;—অখণ্ড, পূর্ণ—অন্ধকারে তাহার অস্তিত্ব মিশিয়া যাইবে।

ভীম, নিবিড়, দুর্জ্জয়, অন্ধকাররাশির মধ্যে আমি একাকী;—নিস্তব্ধ, নীরব, সুপ্ত, মৃতপ্রায় প্রাণী-জগৎ; ওই কি শব্দ—অন্ধকারের শব্দ,—ডাকিতেছে, গর্জ্জিতেছে অন্ধ-

কার। একদিকে এই ভীষণ আতঙ্কময়, অনন্ত তিমির পারাবার, অপরদিকে একটী পতঙ্গ, কীটাণুকীট, ক্ষুদ্র পরমাণুর পরমাণুকণা মনুষ্যাধম আমি। কি বিসদৃশ অবস্থা! কোন্ মনুষ্যের জীবনে এরূপ অবস্থা ক্ষণেকের জন্যও হয় নাই?

আমি এই নিবিড় অন্ধকার-স্রোতে ভাসিয়া যাইব—আলোক চাহি না; আলোক চঞ্চল—অন্ধকার অচঞ্চল;—আমি অচঞ্চল ভালবাসি—অন্ধকার ভালবাসি। প্রিয়তম সুন্দর অন্ধকার, আমি তোমাতে ভাসিয়া যাই—তোমার উপর সন্তরণ করি, তোমাকে অনুভব করি, স্পর্শ করি, চুম্বন করি, আলিঙ্গন করি। আমাকে তোমার অনন্ত স্রোতে, অন্ধকার, ভাসাইয়া লইয়া চল—অনন্তের দিকে, আমি আর ফিরিব না, অনন্তের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে অনন্তে যাইয়া মিলিব। ঈশ্বর অনন্ত,—অন্ধকারও অনন্ত; আমি অন্ধকারের সঙ্গে সেই অনন্ত বিধাতার দিকে কি যাইতে পারি না? কিন্তু হায়! আমি যে ডুবিতেছি—এই গভীর তিমির রাশির অতল গর্ভে আমি যে ডুবিতেছি। শরীর ডুবিল, মন ডুবিল—আত্মা আচ্ছন্ন, আতঙ্কময়, অন্ধকারে! হায় এ কি! আমার সত্তা নাই, অস্তিত্ব নাই, সমস্ত ডুবিল যে অন্ধকারে! আমিও কি তবে অন্ধকারের এক অংশ?—আমিও কি তবে অন্ধকার? তা বই কি? মনুষ্য জীবন অন্ধকার বই আর কি? পূর্ব্বে অন্ধকার, পরে অন্ধকার, মধ্যভাগে—অন্ধকারের সহিত কঠিন সংগ্রাম, সংগ্রামে কে জয়ী? মনুষ্য? না; অন্ধকার জয়ী।

কিন্তু, যামিনি,—প্রিয়তমে, আমাকে ডুবাইও না; গভীর আঁধার রাশিতে আমি ডুবিব না;—আমি তোমার আঁধার স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে অনন্তের দিকে যাইব। যামিনি! আমাকে লইয়া চল;—তাই বা কেন? আমি ডুবিব, যদি না ডুবিলাম তাহা হইলে ত কেবল ভাসিতেই থাকিলাম; ভিতরের সকল রহস্য লুকানই রহিল; ডুবিলাম না, কিছুই দেখিলাম না, কিছুই অনুভব করিলাম না, বাহিরের স্রোতের উপর ভাসিতে থাকিলাম। না, তা নয়, ডুবিব অন্ধকারের মধ্যে, অনন্তের মধ্যে ডুব দিব; গভীর হইতে গভীরতর গর্ভে প্রবেশ করিব; তথায় যাইয়া প্রাণভরে অনন্ত অনুভব করিব, স্পর্শ করিব, অনন্তের সহিত আলাপ করিব—অনন্তে হৃদয় মিশাইব। আহা অনন্তে হৃদয় মিশান কি আরাম, কি শান্তি, কি সুখ-প্রদ; স্বর্গীয় শান্তি, পবিত্র আরাম, অপার্থিব সুখ! অন্ধকার মধ্যে! হৃদয় পূর্ণ বিমোহিত প্রফুল্ল উদ্বেলিত, অন্ধকার উপলব্ধি করিয়া! অন্ধকারের ঢেউ আসিয়া হৃদয়ে লাগিল, হৃদয় উথলিল, সংসাররূপ বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া হৃদয় শত মুখে—সহস্র ধারায় ধাবিত হইল, উচ্ছ্বাসের উপর উচ্ছ্বাস, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, হৃদয়ের তরঙ্গ যাইয়া অন্ধকারের তরঙ্গে ঠেকিল, উভয়ে একত্র হইয়া অনন্তের দিকে ছুটিল।

অন্ধকার হৃদয়স্পর্শী; অন্ধকারে হৃদয় উথলে; হৃদয় তন্ত্রী বিধূনিত হয়; আত্মা জাগরিত হয়; জড়জগতের দুর্গন্ধময় বায়ু-পারাবার ভেদ করিয়া আত্মা অনন্তের দিকে

অগ্রসর হয়; আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করে; আত্মায় আত্মায় সাক্ষাৎ হয়, আত্মায় পরমাত্মায় সম্মিলন হয়। হায় এত রহস্য অন্ধকার মধ্যে! এত ঐন্দ্রজালিক আকর্ষণ অন্ধকারের! এক মিনিট পূর্ব্বে যে হৃদয় নীচতার সুগভীর সংকীর্ণ পঙ্কিল কূপের পঙ্কিলতম স্থানে নিপতিত হইয়া সহস্র কদর্য্য পৈশাচিক কার্য্যের অনুষ্ঠানে তৎপর ছিল;—মলিনতার উপর মলিনতা উদ্গীর্ণ হইতেছিল যে হৃদয় হইতে, মুহূর্ত্ত মধ্যে সে হৃদয়ের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল! নিবিড় গভীর অন্ধকার, হৃদয়কে টানিয়া আনিল মলিনতা হইতে নির্ম্মলতায়, নীচতা হইতে মহত্বতায়, সংকীর্ণতা হইতে অনন্তে টানিয়া আনিল হৃদয়কে অন্ধকার; হৃদয় পৃথিবীর ক্ষুদ্রতা ভুলিল, অন্ধকার মধ্যে অবাক হইয়া অনন্তের ধ্যানে নিমগ্ন হইল! আতঙ্কময়, ভয়ানক, ভয়ানকের ভয়ানক অন্ধকার! কোন্ হৃদয় কোন্ মনুষ্য-হৃদয়, অন্ধকাররাশি দেখিয়া —তাহার প্রাণস্পর্শী শব্দ শুনিয়া আতঙ্কে ব্যাকুলিত না হয়? কেন এ আতঙ্ক, কেন এই ব্যাকুলতা? নিশীথ নরহন্তা চোর বা দুর্ব্বৃত্তদিগের কথা বলি না, কুসংস্কারাপন্নপ্রাণ ভীতু কাপুরুষদিগের কথাও বলি না, তাহাদের ত্রাস মলিনতা-জনিত ও অজ্ঞানতা-নিবন্ধন; তাহাদের আশঙ্কা দুর্ব্বৃত্ততা-মূলক; অতএব তাহাদের কথা বলি না। কিন্তু কুসংস্কার-বিহীন নির্ম্মলস্বভাব সাহসী বলশালী বীরশ্রেষ্ঠ মনুষ্যপ্রবরও কেন অন্ধকার দর্শনে সঙ্কুচিত হন? কেন তাঁহার

হৃদয় একপ্রকার অনির্ব্বচনীয় আতঙ্কে আলোড়িত হয়, কেন তিনি ক্ষণকালের জন্যও চমকিত হইয়া দণ্ডায়মান হন ও স্থির বিস্মিত নেত্রে নিবিড় অন্ধকাররাশির প্রতি সভয়ে দৃষ্টিপাত করেন! কোন নির্দ্দিষ্ট ভয়ে তিনি ভীত নন; তাঁহার ত্রাস ব্যক্তি বস্তু বা বিষয় গত নহে;—অন্ধকারের করাল মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ের যে অবস্থা সম্পাদিত হয় তাহা সামান্যতঃ ভয় বা ত্রাস বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না—সে অবস্থা ভয় বা ত্রাসের উচ্চতর গ্রামে স্থিত, তাহা অসীম অনির্দ্দিষ্ট আতঙ্ক;—সেই আতঙ্কই অন্তঃকরণ আচ্ছন্ন করে, মন প্রাণ ব্যাকুল করে। কিন্তু অন্ধকার দেখিয়া কেন এই হৃদয়-বিকম্পনকর আতঙ্ক উপস্থিত হয়? অন্ধকার মধ্যে এমন কি দ্রব্য আছে—কি পদার্থ আছে যাহা মনুষ্য সহ্য করিতে পারে না, ধারণ করিতে পারে না; যাহা হইতে মনুষ্য হৃদয় বিকম্পিত হইয়া, ব্যাকুলিত হইয়া, দূরে পলায়ন করিতে চায়? কি তাহা, কি সে পদার্থ যাহা অন্ধকার মধ্যে থাকিয়া এই মহাতঙ্ক উৎপন্ন করে? বোধ হয় তাহা সেই হৃদয়-শিথিলকর পদার্থ—সেই আতঙ্কপ্রদ দ্রব্য—অনন্ত। নিবিড় অন্ধকার নিহিত অনন্তের গম্ভীর মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া মনুষ্য অজ্ঞাতে নিজের ক্ষুদ্রতা—উপায়হীনতা উপলব্ধি করে, তখন তাহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠে, হৃৎকম্প হয়, মনুষ্য আপন পদ-শব্দে আপনি চমকিত হয়। "অকূল অনন্ত অন্ধকার-পারাবারে আমি উপায়হীন, আমি একাকী ক্ষুদ্র হইতে

ক্ষুদ্রতর পরমাণুবৎ; আমার বলবীর্য্য বুদ্ধিবত্তা হায় এ সকল কিছুই নয়; সমুদ্র মধ্যে জল বিম্ববৎ''—এবম্বিধ চিন্তা তড়িৎ-গতিতে মনুষ্য হৃদয়ে উদিত হইয়া ক্ষণেকের মধ্যেই বিলুপ্ত হয়—সে ভয়ে কাঁপে। নিজের সংকীর্ণ শক্তি বা শক্তিহীনতা (ক্ষণেকের জন্যেও) সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিয়া সে অন্য কিছুর প্রতি নির্ভর করিতে ব্যগ্র হয়। কিন্তু সে অন্য কিছু কি; আর মনুষ্য তুমিই বা কি? কবি কহেন, তুমি "a worm—a God", যথার্থই তুমি তাই; তোমাকে পর্য্যালোচনা করিলে, তোমাকে চক্ষু মেলিয়া দেখিলে, তুমি উভয়ই "a worm—a God" তোমাতে নির্ম্মল দেবভাব ও নারকীয় কীটত্ব উভয়ই বর্ত্তমান। স্বর্গের দেবতা ও নরকের কীট তুমি একাধারে উভয়ই। মনুষ্য তোমার জীবন—তোমার প্রকৃতি এক অপূর্ব্ব অজ্ঞেয় রহস্য। তুমি কি তাহা জান না। হায় তবে কে বলিবে তিনি কি যিনি তোমাকে সৃজন করিয়াছেন?" তুমি যাঁহার সৃষ্টি, যাঁহার প্রতি প্রতিপদক্ষেপে, ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, জ্ঞানে বা অজ্ঞানেই হউক প্রতিপদক্ষেপে তুমি যাঁহার প্রতি নির্ভর না করিয়া থাকিতে পার না, তিনি কি? তিনি জ্যোতি না অন্ধকার? হায়! ক্ষুদ্র অধম মনুষ্য তুমি কিরূপে জানিবে তিনি কি? তিনি তোমার বুদ্ধির জ্ঞানের কল্পনারও অতীত। তিনি তিনিই। তুমি তোমার নিজের রঙে তাঁহাকে রঞ্জিত করিতে ক্ষান্ত হও। তাঁহার বলিয়া তোমার নিজের ছবি আর জগতে দেখাইও না।

হৃদয়ের অন্তস্তলস্পর্শী সৌন্দর্য্য অন্ধকারের,—উছলিয়া পড়িতেছে ওই কালিমারাশি হইতে সৌন্দর্য্য-ছটা; মরি মরি কেহ দেখিল না;—যে ইহা না দেখিয়াছে,—আঁধারের এই অতুল মাধুরী যে নিরীক্ষণ না করিয়াছে—সে সৌন্দর্য্যের এক অংশ দেখে নাই;—সৌন্দর্য্যের যে অংশে নিবিড়তা গম্ভীরতা আছে সে অংশে সে অন্ধ। মনুষ্য! অন্ধকারের রূপরাশি একটীবার দেখ, নয়ন ভরিয়া হৃদয় ভরিয়া একটীবার দেখ —আর ভুলিবে না—গাঁথা হইয়া থাকিবে প্রাণের সহিত অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যছটা।

কিন্তু ঐ শুন—শব্দ—আঁধার ডাকিতেছে—দুর্জ্জয় মর্ম্মস্পর্শী শব্দ—আঁধার—ডাকিতেছে; বলিতেছে—"মনুষ্য সাবধান!—আলোকের পর অন্ধকার, জন্মের পর মৃত্যু; কিন্তু মৃত্যুর পর কি? অন্ধকার বলিল আমাতে ডুব, তবে জানিবে।" হায় অন্ধকারে ডুবিব তবে জানিতে পারিব মৃত্যুর পর কি? মৃত্যু হইবে তবে জানিব মৃত্যুর পর কি? আর মৃত্যুই বা কি? ইহার পূর্ব্বে জানিতে পাইব না;—জানার অধিকার নাই!—ভাল, আলোকের পর যেমন অন্ধকার; অন্ধকারের পরেও ত তেমনি আলোক; জন্মের পর মৃত্যু, মৃত্যুর পরেও কি তেমনি জন্ম! জন্ম-মৃত্যু-চক্রে প্রাণি কি তবে ঘুরিতেছে? হায়! সেই একই শব্দ অন্ধকারের "আমাতে ডুব তবে জানিবে" হায়! অন্ধকার তোমার পূর্ণতায় নিমগ্ন হইলে প্রাণী কি আর তোমার সীমা পার হইতে পারে!!

নিশীথ মহাপূজা।

অমাবস্যা! মহারাত্রি! আলোক-সংস্পর্শবিরহিত, অবিচ্ছিন্ন, পূর্ণ অন্ধকার!

অনন্ত অন্ধকার-ভাণ্ডার হইতে ক্রমে ক্রমে তিলপরিমাণে অন্ধকারের বিকাশ, ধীরে ধীরে বৃদ্ধি, এক পক্ষে অমাবস্যায় তাহার পূর্ণতা। আজ মহা অমাবস্যা,—আজ অন্ধকারের পূর্ণতা,—অসাধারণ গাম্ভীর্য্য;—প্রগাঢ় নিবিড়তা! আজ পূজা, পূর্ণ জীবন্ত অন্ধকারের! অনন্ত অন্ধকাররূপিণী আদ্যাশক্তি, ভয়ঙ্করী, মহাকালীর আজ পূজা! নৃমুণ্ডমালিনী লোলজিহ্বা, দিগম্বরী চামুণ্ডা ভৈরবীর পূজা এই নিশীথ সময়ে। সার্দ্ধ-দ্বি-যাম গভীরতম কাল; আতঙ্কদায়িনী উলঙ্গিনীশক্তিকে জাগ্রত করিবার জন্য, উপাসনার এই স্থিরীকৃত উপযুক্ত সময়। এই নিভৃত কাল ব্যতিরেকে চামুণ্ডাকে জাগান নিষেধ।

সুপ্ত, মৃত প্রাণিজগৎ! কেবল সাধক জাগে। ঐ নির্জ্জন নিস্তব্ধ প্রান্তরস্থিত বহুকালপরিত্যক্ত, ভগ্নমন্দিরসান্নিধ্যে শ্মশানে সাধক একাকী জাগে! পূজোপকরণ সম্মুখে প্রস্তুত, উৎকট, বহু-আয়াস-সংগৃহীত, পরিশ্রমলব্ধ-পূজোপকরণ!—সাধকের উভয় পার্শ্বে সংস্থাপিত;—সাধক জপ করিতেছেন; মুদিতনয়নে ঊর্দ্ধমুখে, মহা-ভয়ঙ্কর অতি গূঢ় গুহ্যমন্ত্রের দ্বারা সাধক শ্মশান-কালীর উদ্বোধন করিতেছেন। বামভাগে শোণিত মেধ-সংযুক্ত নৃমুণ্ড, কপাল ও অস্থি; পাত্রে পাত্রে

সদ্যোবিস্রুত রুধিরে পূর্ণ ভীষণ নৈবেদ্য ও সুবাসিত সোমরস পরিপূর্ণ কলসশ্রেণী; খপুষ্প, স্বয়ম্ভু কুসুম, কুণ্ড, গোলক ও বজ্রপুষ্পাদি পৃথক্ পৃথক্ পবিত্র রজ ও মহাবীজাঙ্কিত বিল্বপত্র, গন্ধপুষ্প, পাত্রে পাত্রে সংরক্ষিত; দক্ষিণে তাম্রপাত্রে প্রচুর পরিমাণে রক্ত জবাপ্রসূন, রক্তচন্দন, রক্তবস্ত্র, শোণিতাক্ত সিন্দূরচিহ্নিত শাণিত কৃপাণ;—অদূরে গন্ধতৈলপূর্ণ, তাম্র দীপে অতি ক্ষীণ আবৃত আলোক মৃদু মৃদু জ্বলিতেছে। নিবিড় অন্ধকার মধ্যে, এই দুর্ব্বল, অবাত-বিকম্পিত দীপশিখা, অতি বিসদৃশ দৃশ্য। দীপটী প্রাণপীড়াদায়ক, যেন কাঁদিতেছে। সাধকের কিঞ্চিদ্দূরে সম্মুখে সুগভীর হোমকুণ্ড, তন্মধ্যে চিতাগ্নিবৎ দীপ্তিমান্ হোমানল স্ফুলিঙ্গ উদ্গীরণ করিয়া উপরিস্থিত গাঢ় অন্ধকারোপরি নিক্ষেপ করিতেছে। পূজা-প্রযুজ্য উপরোক্ত দ্রব্যসমূহ ভিন্ন অনতিদূরে আরও কি লুক্কায়িত রহিয়াছে! অহো! ঐ স্থানটী অধিকতর নিভৃত! লতা ও বৃক্ষশাখা সমষ্টিতে এক প্রকার মণ্ডপাকৃতি, উহার অভ্যন্তরে অতি সংগোপনে সংরক্ষিত, আবদ্ধ উহা কি! গা শিহরিয়া উঠে, প্রাণ কাঁপে।

সাধক ক্রমে ভূমি পরিত্যাগ করিয়া একটী শবোপরি উপবিষ্ট হইলেন। গলিত-চর্ম্ম, স্খলিত-মেধমাংসাস্থি, মনুষ্য-দেহাবশিষ্ট ভীষণ দৃশ্য কঙ্কালোপরি উপবিষ্ট; সর্ব্বশরীর অতীব সঙ্কুচিত, পদদ্বয় যেন ভগ্ন হইয়া নাভিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়াছে; উরু ও কটিদেশ ঘন-সংমিলিত চক্রাকার আসনরূপে

পরিণত ; সাধক নিগূঢ় সমাধিমগ্ন কলেবর চিতা-ভস্মাচ্ছা দিত, কণ্ঠে নরকপালমালাবিলম্বিত, কপালে কজ্জল রেখা,—অঘোরঘণ্টা করোটিধারী কাপালিক শবসাধনায় সংবৃতচিত্ত শ্মশানকালিকায় জাগাইতেছেন ! দক্ষিণ ভুজ বক্রভাবে পৃষ্ঠ দেশ বেষ্টন করিয়া মস্তক সমেত শরীরার্দ্ধ উদরতলের সহিত সংমিলিত করিয়াছে ! বামকরও ঐরূপ বজ্জুবৎ কণ্ঠে, অতি কৌশলে বেষ্টিত হইয়া দক্ষিণ করের অনুষ্ঠিত কার্য্য সম্পাদনে সাহায্য করিতেছে। উভয় ক্ষুরপল্লব ঠিক মস্তকোপরি যাইয়া একত্রিত, অঙ্গুলিতে অঙ্গুলিতে মিলিয়া এক প্রকার বীভৎস দৃশ্য যন্ত্রাকারে অবস্থিত। নাসা, নেত্র, বদন, কণ্ঠ, অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি দৃষ্টির অগোচর ;—অনুমান হয়, যেন সকলেই উদরতলাভ্যন্তরে একেবারে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। সমগ্র শরীর শঙ্খাকৃতি যন্ত্রে পরিণত ,—একটী মাংসপিণ্ডবৎ পরিলক্ষিত হইতেছে ; সাধক নিগূঢ় সমাধিমগ্ন; সংজ্ঞাশূন্য, শ্বাস প্রশ্বাসবিরহিত,—কেবল সময়ে সময়ে ঐ শঙ্খাকার শরীরাভ্যন্তর হইতে এক একটি অশ্রুতপূর্ব্ব শব্দ নির্গত হইতেছে ! "শম্ভু, ভৈরব অঘোর কালীশ ! ঐঁ হ্রীঁ, ক্লীঁ কালিকে, ঐঁ, হ্রীঁ, শ্রীঁ, ক্লীঁ"—অঘোরী অতীব গুহ্য বীজ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ইষ্টদেবীর আহ্বান করিতেছেন।

হায় ! এত কঠোর সাধনেও চামুণ্ডা-চণ্ডালিনী মুখ চাহিলেন না। শ্মশানভূমি বিভীষিকাময়ী। শূন্যে, নিম্নে, বামে, দক্ষিণে, সম্মুখে পশ্চাতে সাধককে পরিবেষ্টন করিয়া

নানা প্রকার বিকট রব, অদৃষ্টপূর্ব্ব পৈশাচিক ছায়াসমূহ পরিভ্রমণ করিতেছে, নিবিড় অন্ধকার সাংঘাতিক হাসি হাসিতেছে। শূন্যোপরি নীল, পীত, হরিত, লোহিত, রক্তিম, গোলাপী, বিবিধ বর্ণের গোলাকার আলোক পুঞ্জে পুঞ্জে নাচিতেছে। ধীরে ধীরে স্ব স্ব আয়তন বৃদ্ধি করিতেছে। ক্রমে ক্রমে একটী, দুইটী, তিনটী আলোক নামিল,—ত্রিবিধ রঙ, চতুর্থ পঞ্চম, ষষ্ঠ, ক্রমে শতাধিক, গোলাকৃতি, নিম্নে ভূতলে নামিল। শতাধিক নামিল শতাধিক স্বতন্ত্র বর্ণের; আর শতাধিক ঐ রূপ ভিন্ন বর্ণের শূন্যোপরি নাচিতে লাগিল।

অন্ধকার মধ্যে আলোক নাচে,—আলোক স্পর্শে অন্ধকার হাসে—অতি বিকট হাসি;—আতঙ্কে প্রাণ কাঁপে। বিবিধ রঙে রঞ্জিত আলোক নিচয়, এক্ষণে দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত; একদল শূন্যে, অপর দল নিম্নে। নিম্নস্থিত আলোকগণ বহু সংখ্যক চক্রে সাধককে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নাচিতে লাগিল। কোন কোনটী বহু দূরে ছুটিল, আবার অতি দ্রুত বেগে স্ব স্থানে আসিয়া নাচিতে লাগিল। আকাশ ভেদিয়া, স্তরে স্তরে অন্ধকার ভেদিয়া একটী ভীষণ শব্দ উত্থিত হইল।

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যেন ভূগর্ভে প্রবেশ করিল. রসাতল ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইল—সেই দুর্জয় নিনাদে! হায়! পুনর্ব্বার সেই মর্ম্মভেদী শব্দ, অহো! পুনরপি! যেন মহা প্রলয় অতি নিকট। নিম্নস্থ আলোক

ভীম বেগে আকাশে ছুটিল ও শূন্যে স্থিত আলোক নিচয় ততোধিক দ্রুত গতিতে নিম্নে নামিল। ক্ষণেকে পুনরায় নিম্নস্থ শূন্যে ও শূন্যস্থ নিম্নে,—বারম্বার ক্রমাগত এই রূপ! গতিবেগ প্রতিবারে দ্রুততর। সাধক অবসন্ন, স্তম্ভিত, ধ্যান-মগ্ন, চেতনাশূন্য এক্ষণে সেই ভীষণ আলোকপুঞ্জ একত্রীভূত একটী অতি প্রকাণ্ড আগ্নেয় গোলকে পরিণত! তদুপরি দুইটী বৃহদায়তন, প্রখর, প্রজ্জ্বলিত অথচ আবিলতাময় ভ্রূকুটী-কুটিল নেত্র সংস্থিত!—নেত্র যুগল যেন সমগ্র পৃথিবী এককালে ভস্মীভূত করিবার মানস করিয়াছে! অবিরত অঘোরীর সেই জপ-নিমগ্নাবস্থার প্রতি খরতর প্রাণভেদী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে! আগ্নেয় গোলক ঘুরিতেছে—সম্মুখে পার্শ্বে সাধকের মস্তকোপরি ভীম বেগে ঘুরিতেছে! আর তন্মধ্য হইতে অগ্নি ছুটিতেছে! বায়ু, আকাশ, পৃথিবী, সমস্ত অগ্নিময়! আর রক্ষা নাই, সাধক বুঝি বা মরিল! হঠাৎ পূর্ব্বের ন্যায় সেই হৃদ্-কম্পনকারী, মহা-প্রলয়-জনক শব্দ উত্থিত, নাদিত হইল। একবার, দুইবার, তিনবার! শত শত বার নিমেষে নিমেষে সেই দুর্জ্জয়, হৃদয়ভেদী শব্দ! সাধক জাগিলেন। যোগীর যোগনিদ্রা ভাঙ্গিল! আগ্নেয় গোলক ভাঙ্গিল, সহস্র খণ্ড হইয়া আকাশের গায়ে মিলিয়া গেল! কিন্তু ভয়ানকের ভয়ানক! অন্তর্হিত আগ্নেয় গোলক ভাঙ্গিয়া ঐ কি নির্গত হইয়াছে! সাধককে দশদিক হইতে আক্রমণ করিয়াছে উহা কি? শত সহস্র প্রকারের ক্ষুদ্র বৃহৎ বিষধর,

জীবন্ত যম সম ফণা বিস্তার করিয়া সৃষ্টিনাশক হলাহল উদগীরণ করিতেছে! নিশ্বাস-বায়ু যতদূর যাইতেছে, ততদূরের তৃণ লতা দগ্ধ হইতেছে; আকাশের বায়ুরাশি বিযাক্ত;—বিষের জ্বালায় পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহে পশুবর্গ, বিহঙ্গকুল ব্যাকুলিত হইয়া যাতনায়, আতঙ্কে আর্ত্তনাদ করিল!

শূন্যোপরি আঁধারের রেথায় রেথায় শঙ্খিনী কাঁদিতেছে; উলঙ্গিনী পিশাচী নাচিতেছে। আত্ম-শরীর ছিঁড়িয়া রক্ত চুষিতেছে! অট্টহাসি হাসিয়া একত্রে শত শতটা সাধকের প্রতি ধাবিতা হইতেছে। সাধক দশদিক হইতে আক্রান্ত, জাগরিত, নিঃশব্দ—সাংঘাতিকতার পরিমাণ বুঝিয়াছেন। প্রাণ যায় যায়,—এতক্ষণ যায় নাই, ইহাই আশ্চর্য্য! প্রাণ যায়,—আতঙ্কের ভীষণ মূর্ত্তি মৃত্যুকে প্রতি মুহূর্ত্তে উদগার করিতেছে; কিন্তু সাধক নিরাতঙ্ক, নিঃশব্দ, জীবন-চিহ্ন মাত্র বিরহিত, জীবিত, জাগ্রত, অবিচলিত। বিন্দুমাত্র নড়িয়াছেন, কি তথনি তাঁহার ধ্বংস! সাধক স্বস্থান হইতে এথনও অতিদূরে; নিঃশব্দ নিস্তব্ধ; কিন্তু শঙ্কাহীন! ঘোর বিভীষিকা ও শঙ্কার চরমাবস্থায় আনীত হইয়াও শঙ্কা-হীন; জীবন্ত যমের জিহ্বাগ্রভাগে নিপতিত হইয়াও নিঃশঙ্ক। প্রাণ কাঁপিতেছে; কিন্তু, শঙ্কা নাই! শবাসনের চতুর্দ্দিতে উর্দ্ধে ও নিম্নে, শরীর সান্নিধ্যে গর্জ্জিতেছে, কিন্তু এথনও কোন শত্রু, কৃতান্তের দূতগণের কেহই সাধকের অঙ্গ স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় নাই। অত্যন্ত নিকটে, তথাচ তিল

প্রমাণ দূরে সকলেই অবস্থিত; যেন সুসময়ের প্রতীক্ষা করিতেছে; কিন্তু সেই অঙ্গুষ্ঠ মাত্র ব্যবধান অতিক্রম করিতে কেহই সমর্থ নহে। সেই কণামাত্র, অঙ্গুষ্ঠপরিমিত স্থানটুকু এখন সাধকের জীবন ও মৃত্যু উভয়ের মধ্যে ব্যবধান। সেই ব্যবধান টুকুর প্রতিই এক্ষণে তাঁহার স্থির, নিশ্চল, অতি বৎসল দৃষ্টি। তাঁহার ভরসা স্থল নিরাশ-আঁধারে আশার জ্যোতি, হায়! এই বিন্দু পরিমেয় ব্যবধান টুকু। সাধক এই ব্যবধান অবলম্বন করিয়া, ইহার প্রতি পূর্ণ নির্ভর করিয়া বুক বাঁধিলেন, নির্ব্বাণোন্মুখ সাহস পুনরুদ্দীপন করিলেন; নব বলে বলী হইলেন। স্মৃতি-শক্তি যেন এতক্ষণ নিদ্রিত ছিল, এক্ষণে জাগিল। একটী অতি "গুহ্য বীজ" সাধকের স্মরণ হইল। আর ভয় নাই। বীজের প্রাণ দান করিয়া সাধক "প্রাণায়াম" উচ্চারণ করিলেন। ঐন্দ্রজালিক ফল ফলিল! সাধক অতি সাবধানে হোমকুণ্ডে মহা মাংস, মেধ মস্তিষ্ক বসার আহুতি প্রদান করতঃ শাস্ত্রিক যোগাসন পরিবর্ত্তন করিলেন। তিনি এখন শবোপরি দণ্ডায়মান;—ঊর্দ্ধবাহু, ঊর্দ্ধদৃষ্টি,—গভীর স্বর-ছন্দ-সংযোগে সাধক ছিন্ন-মস্তার স্তব আরম্ভ করিলেন।

বিপদ বিদূরিত; বিভীষিকা নিচয় অন্তর্হিত হইয়াছে। সেই সাধন-ভূমি, সেই পূজোপকরণ নিচয় সকলেই পূর্ব্ববৎ আছে। নিবিড় অন্ধকার নিশীথ নিশ্বাস ছাড়িতেছে এক্ষণে নিম্ন শিরে, ঊর্দ্ধ পদে সাধক স্তব করিতেছেন। গুহ্য

হইতে অতি গুহ্যতর বীজ মন্ত্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া দেবীকে আবাহন করিতেছেন। কাল-রাত্রি অবসান প্রায়—শব্দ-শক্তি ব্যর্থ হইল; সাধনা নিষ্ফল হইল। দেবী দেখা দিলেন না।

* * *

অনতিদূরে,-দক্ষিণ প্রান্তে অন্ধকারের উপর একটী আলোকের ছায়া পড়িল। অতি ঋজু ঈষন্মাত্র ছায়া। প্রথমতঃ অস্ফুট—প্রায় অলক্ষ্য—ক্রমে স্পষ্ট লক্ষিত; পলে পলে ছায়াটী বাড়িল; দীর্ঘ, দীর্ঘতর হইয়া দিগ্‌দিগন্ত অসীম আকাশ ব্যাপিল। বস্তুতঃ এটী ছায়া নয়; অতি সূক্ষ্ম, অতি ক্ষীণ একটী আলোক রেখা। ইহার কোন বর্ণ নাই; ইহা অতীব দুর্ব্বল অথচ প্রাণ-বিদারক। প্রাণী-মাত্রেরই অসহ্য এই পৈশাচিক আলোক! যে আলোকে প্রফুল্লতা, প্রাণ, সজীবতা ও শক্তি ইহা তাহার ঠিক বিপরীত। ইহা প্রাণ-শূন্য, স্ফূর্ত্তি-হীন, শক্তি হীন, সজীবতা শূন্য। ইহার ক্ষীণ, অসহনীয়, শ্মশানজ, সূক্ষ্ম রশ্মির প্রতি পরমাণু হইতে যেন মৃত্যু উদ্গীরিত হইতেছে। সাধকের প্রাণ কাঁপিল। সন্ন্যাসী অজ্ঞাতে শিহরিলেন; আতঙ্ক প্রায় তাঁহার নিকটবর্ত্তী। তিনি আর অপেক্ষা করিলেন না; মুহূর্ত্তেকে আসন ত্যাগ করিয়া শব সহ সমুত্থিত হইলেন।

সাধক এক্ষণে স্বাভাবিক অবস্থায় দণ্ডায়মান। ক্ষণেক কি ভাবিলেন; নিম্ন দৃষ্টে তাঁহার গণ্ডস্থল বহিয়া অন্ধকারের মধ্য

দিয়া দুই ফোঁটা ঘর্ম্ম নিপতিত হইল। তিনি এখন স্থির-সংকল্প; হোমকুণ্ডের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, অতি সাবধানে ক্ষণকাল হোম বহ্নি নিরীক্ষণ করিলেন; বারেক দীপের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন; মৃত্তিকাধারে ক্ষীণ আলোক মিটি মিটি জ্বলিতেছে।

শর্ব্বরীর এখন স্থবিরাবস্থা। পুনরপি সাধক এক মুহূর্ত্ত কি অতি গভীর চিন্তা করিলেন। তদীয় হস্ত নিকটস্থ খড়্গ স্পর্শ করিল—গ্রহণ করিল। কি সর্ব্বনাশ! কি কর কাপালিক! বক্ষঃস্থলে খড়্গাঘাত করিলেন। রক্ত-কুম্ভ রুধির ধারা উদ্গার করিল। সাধক পুষ্প-পাত্র হইতে দুইটী যন্ত্র-পুষ্প লইয়া উহা শোণিতাক্ত করিলেন ও অপর একটী পুষ্প বৃন্তের দ্বারা তাহার কেশবে, গর্ভকোষে কি এক একটী অক্ষর অঙ্কিত করিলেন; পুষ্প হস্তে শব কঙ্কাল বক্ষে করিয়া সাধক ধীরে ধীরে চলিলেন। কয়েক পদ চলিয়া ক্ষণেক চমকিয়া দাঁড়াইলেন। ঊর্দ্ধে নভোমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন—পুনরপি চলিলেন। সাধক কোথায় যাও? তিনি সেই লতা-মণ্ডপের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন,—ঐ চমকিয়া দাঁড়াইলেন। ক্ষণেক অতি কঠিন চিন্তার পর পুনশ্চ ধীর পদ-ক্ষেপে চলিলেন।

সাধক এখন সেই নিভৃত লতা-মণ্ডপ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। ঘন অন্ধকার। অন্ধকার-মধ্যে যেন অপর একটী মনুষ্য-ছায়া মিলিত হইয়া আছে!!

সম্মোহন মন্ত্রমুগ্ধ যন্ত্রবৎ সাধন ভূমির দিকে সাধকের অনুসরণ করে কে ঐ শরীরী। শূন্য,—শূন্যের ছায়া। মানব দেহ। মানবী! জীবিত যেন যন্ত্রবৎ পদ সঞ্চালন করিতেছে, কোথায় যাইতেছে যেন জানে না। মনুষ্যাবয়ব ক্রমে স্পষ্টতর পরিলক্ষিত;—মানবী, উন্মুক্ত কুন্তল রাশি; নিবিড় কৃষ্ণ কুন্তল, অঙ্গান্তে আন্দোলিত হইয়া অভ্রভেদী ঘন অন্ধকারকে চুম্বন করিতেছে, এক যেন অপরের অতি ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ! ছায়াময়ী, মন্ত্র-মুগ্ধা উন্মুক্তকুন্তলা কন্যা, বস্ত্রাবৃতা বালিকা,—কৈশোরী,—যুবতী,—গৌরাঙ্গী, ষোড়শী, পঞ্চদশ বর্ষীয়া! অপূর্ব-যৌবনা মানবী!! নিদারুণ শ্মশান-ক্ষেত্রে, নিবিড় অন্ধকার মধ্যে, কাপালিক-হস্তে কন্যা তুমি কে? তুমি কি সেই "কপালকুণ্ডলা" কিম্বা তাহারই সমস্থানীয়া? বালিকার চিৎকার নাই, রোদন নাই, বাক্য মাত্র স্ফূর্ত্তি নাই;—অবাক, নিস্তব্ধ, স্তম্ভিত, প্রস্তরে খোদিত একটী পুত্তলিকাবৎ ভীষণ অদৃষ্টের পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইতেছে! ক্ষণে ক্ষণে অতি মৃদু নিশ্বাস বহিতেছে মাত্র। উহা ভিন্ন জীবনের অন্য চিহ্ন মাত্র নাই। সচলা প্রতিমার বিমুক্ত কেশ-গুচ্ছে গ্রথিত হইয়া একটী রক্তজবা ঝুলিতেছে। নেত্রদ্বয় যেন ললাট উপরে উঠিয়াছে ও তাহা হইতে এক প্রকার অস্বাভাবিক উন্মাদ, উদ্ভ্রান্ত জ্যোতি ছুটিতেছে। আবিল নয়ন যুগল অমানুষিকভাবাপন্ন। নবীনা সন্ন্যাসিনী যেন যোগ-নিদ্রায় অভিভূতা! নির্ম্মম সাধক, তুমি এই রমণীরত্ন কি

করিবে? এই অনাঘ্রাত পবিত্র পুষ্প তোমার শব সাধনে কোন্ সিদ্ধি সম্পন্ন করিবে?

* * * *

পূর্ব্ব দিক পরিষ্কার হইয়াছে। অস্পষ্ট আলোক-রেখা ধীরে ধীরে নামিতেছে। জগৎ জাগরিত, প্রফুল্ল প্রকৃতি পুনঃ আলোকের আহ্লাদ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে; মৃদু হাসি হাসিয়া প্রাণে সুধা ঢালিয়া দিতেছে। পৃথিবীর প্রত্যেক বস্তু খুঁজিয়া খুঁজিয়া আলোক যাইয়া তাহার ভিতর প্রবিষ্ট হইতেছে। প্রস্ফুটিত পুষ্প হইতে সৌরভ, নির্ম্মলতা উছলিয়া পড়িতেছে। গৃহ-কালীর মণ্ডপে হৃদয়ে ঘা দিয়া কাঁসর বাজিল, শঙ্খ ঘণ্টা বাজিল; পুরোহিত প্রাত্যহিক মঙ্গল আরতির মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। দূর হও বিভীষিকা, বামাচার, শ্মশান কালিকা চণ্ডালিনী শক্তি। তোমার সহিত সংসারের গার্হস্থ্য জীবনের সম্বন্ধ নাই। আমরা প্রফুল্ল প্রসন্ন কালীর পূজা করি।

দেওয়ালীর দীপ।

নীল, পীত, লোহিত, হরিত, হরেক রকমের রঙিলা 'রোশনি'—শ্বেত, সবুজ, গোলাপী; গোল, ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ;—সার্কেলে, সেমি-সার্কেলে, স্কোয়ারে, প্যারালিলো-গ্রামে, প্যারালিলো-পাইপেডে, জ্যামিতির অযুত রকম আকারে অগণিত, অসংখ্য আলো;—ক্ষুদ্র, ডাগর, ডায়মন-কাটা আলো; জ্বলন্ত, নিবন্ত, ও আধ-নিবন্ত আলো;—স্বর্ণ, রজত এবং স্ফটিকাধার হইতে আরম্ভ করিয়া, আধপোড়া মাটির মলিন দীপ।—ঝালরদার ঝাড় লণ্ঠনে রগ্ রগে ঝগ্ ঝগে আলো আঁখি ঝলসে;—মৃণ্ময় মৃত্যুময় ক্ষুদ্র,—অতি ক্ষুদ্র প্রদীপে, মিটি মিটি মিটি, জ্বলে আলো ঐ! হৃদয় চমকে। কেন আলোক জ্বলিস্ তুই! কেন আলোক নিবিস্ তুই! কেন প্রাণ চমকিস্ তুই! প্রজ্বলিত, প্রস্ফুট, প্রফুল্ল রোশনিতে,—তথা ক্ষীণ মলিন, অপ্রফুল্ল প্রদীপ বর্ত্তিকার বিমর্ষ, বিষণ্ণ, ক্রন্দনশীল শিখায়, হায়! একই রূপ—একই রূপ আলেয়ার আতঙ্ক,—প্রবঞ্চকের প্রবঞ্চনা,—হায়! মৃত্যুর নিরবচ্ছিন্ন নিবিড় গাঢ় ছায়া!

ছাদে ছাদে, কার্ণিসে কার্ণিসে, কক্ষে কক্ষে, দেউলে দেউলে, দেওয়ালির দীপ;—রোডে রোডে, লেনে লেনে, অলিতে গলিতে, গৃহে গৃহে, প্রাচীরে প্রাচীরে দীপ-মালা; উজ্জ্বল অত্যুজ্জ্বল, অনুজ্জ্বল দীপ শ্রেণী;—

সজ্জিত, শোভিত, শৃঙ্খলায় শ্রেণীবদ্ধ ;—দেওয়ালীর আলোক-সাগরে,—আলোকের আমোদ-সাগরে সহর সাঁতার কাটিতেছে। আসমানে আতস বাজি, আকাশ-প্রদীপ, আগুনের ফুল, বারুদের খেলা ;—তুবড়ি তড় বড় পুড়িতেছে, হাউই হুহু উড়িতেছে, চটুল চোরকি ঘুরিয়া ঘুরিয়া পড়িতেছে; তারাবাজি তীরবৎ ছুটিয়া, সগর্ব্বে নভস্থলের নক্ষত্র চুম্বন করিতে গেল, পারিল না ; মুহূর্ত্তে মাথা নোয়াইয়া অত্যুন্নত গ্রীবা একান্ত অবনত করিয়া, কঁাদিতে কাঁদিতে পৃথিবীর পদতলে পড়িল।

আতস বাজির বারুদ তাহার সফরী-বিক্রম এবং বাহার দেখাইয়া নিমিষে নিবিল। আমি গুরু গম্ভীর মেজাজ ভারি লোক, উহার ও সৌখিনতার সমালোচনা করিতেছি,—তরল-প্রাণ তরুণ তরুণী আমোদে, উচ্চ হাস্যে প্রকোষ্ঠ কম্পিত করিতেছে, বালক বালিকা আজিকার এই আলোকে ও আতস বাজিতে বিমুগ্ধ, বিভোর, পুলক-বিস্ফারিত হইয়া নৃত্য করিতেছে। হায়। এই তিনেরই এক অর্থ। মনুষ্য-জীবনরূপ আতস বাজির বাহারই এই! অবশ্যই, আতস-বাজি এক মুহূর্ত্তের ;—আপনার অদ্যকার এই মার্জ্জিত মনুষ্য দেহ, ততোধিক মার্জ্জিত মনোবুদ্ধি, গর্ব্বে ভরা, দেমাকে দোদুল্যমান আপনার প্রাণবায়ু বলুন ত, মহাশয়, কয় মুহূর্ত্তের ? শিশুর প্রাণে জীবনের, জীবনে সংসার লীলায়, আশা-আতস বাজির নূতন, আনকোরা, টাটকা বারুদ এইমাত্র

কেবল ভরা হইয়াছে, শিশু দেওয়ালীর দীপালোক দেখিয়া, দেওয়ালীর দীপালোকের মত, তাহার রগ্‌ রগে প্রথম প্রজ্জলিত রশ্মি-স্রোতের মত নাচিতেছে ;—পট্‌ পট্‌ পটকা ছুড়িতেছে ;—শিশু নাচিতেছে, কেননা তাহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে নূতন বারুদ ;—নৃত্য অপরিমিত, অনিয়মিত, অত্যন্ত অসংযত ; শিশুর আনন্দ কেবল আকণ্ঠপূর্ণ নহে,—তাহাতে আকাশ পাতাল, পৃথিবী প্লাবিত ; সুতরাং সে নাচে।—সংসারের রঙ্গমঞ্চে আতস বাজির অভিনয় করিতে বৃদ্ধও না নাচে, এমন নয়, কিন্তু সে সঙের নাচ, বুড়ো বাঁদরের বিট্‌কেল নৃত্য,—তাহা বারুদ-বিহীন বন্দুকের বিদ্রূপকর বৃথা আওয়াজ। শিশু, সঙের নাচ নাচে না, স্বভাবের সরল সহজ নাচ নাচে। শিশু নাচে আতস বাজির প্রথম উত্থানের আনন্দ ও আলোকের মত, ঐ আতস বাজি দেখিয়া,—উহার টাটকা বারুদ বিপুল বিস্ফারিত ; যুবক যুবতীর প্রাণ পূর্ণ মাত্রায় জীবন-বারুদে ভরা,—বারুদ বিবিধ বিলাস লালসায় বিকসিত,—যুবক যুবতী আজকার এই আতস বাজির ন্যায়, অনবরত অনেক রকম আতস বাজিরই আয়োজন করে,—আতস বাজি পোড়াইয়া, আতস বাজির আলোক দেখিয়া আনন্দে আতস বাজির মধ্যভাগের মত অত্যুচ্চ হাস্য হাসে,—উহাদের বুকে বাসনা;—বন্দুকে বারুদের এখন বড়ই জোর। আর, আমি বৃদ্ধ আতস বাজির অসারতা অনুভব করিতেছি,—করিতেছি কেন ? তাও কি আর ছাই ভাঙ্গিয়া বলিতে হইবে ? বারুদ যে প্রায়

ফুরু ফুরু ফুরাইল,—বারুদ পুড়িয়া পুড়িয়া প্রায় সবই ছাই হইয়া উড়িয়া গিয়াছে। এই একাদশ মুহূর্ত্তে যে অল্প, অত্যল্প মাত্রায় বারুদ-টুকু আমার ভাঙা বুকে বা ভগ্নদেহের বন্দুকে অথবা "গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম" মুখরিত আমাব অন্তর্জলির ক্ষুদ্র কূপে, এখনও অবশিষ্ট আছে, তাহা—সে বারুদটুকু ("শেষের সে দিন" স্মরিবার জন্যই বোধ করি, এ বারুদটুকু) বলা বাহুল্য, ভাই, অতি পুরাতন, মলিন, নিস্তেজ নির্ব্বাণোন্মুখ! অতএব আমি আজিকার আতস-বাজির অজ্বলন্ত, আধ নিবন্ত শেষ অংশের মত আতস বাজি আলোচনা করিতেছি।

কিন্তু উপহাস করি না, তোমার এই আতস বাজিকে; ভ্রূ-কুঞ্চিত করি না, তোমার ঐ রঙ্গিলা আলোকের প্রতি। ক্ষণস্থায়ী কি নয় এই অনিত্য সংসারে? চটুল, চঞ্চল, ক্ষণ-ভঙ্গুর আলোক আতস বাজিকে আমি উপহাস করি না; আমার এখানকার এই আমিত্বও উহার অংশ মাত্র। অত্যন্ত অস্থায়ী হইলেও কি উহা উপহাসের সামগ্রী?

আলোক আতস বাজি উপেক্ষা করি না; উহা দেখিয়া আক্ষেপও করি না। বৈতরণীর বৃষকাষ্ঠ বটি, কিন্তু প্রাচীর-কোটরের, আলোক মাত্র-বিদ্বেষী পেচক নহি। আলোকেব আমোদ অবজ্ঞা করি না। অন্তর্জলির অতি নিকটে দাঁড়াইয়াও তোমার অনুরাগ-রঞ্জিত আতর-ভুরভুরে ঐ রুমাল টুকুব মর্ম্ম কল্পনা করিতে একান্ত অক্ষম নহি। তোমার প্রণযেব ঐ পানের খিলি কেন অত তোমার মর্ম্ম স্পর্শ করে; তাহাও

আমি অবগত আছি। কিন্তু দেবগৃহে দীপ দিয়াছ কি আজ এই দীপান্বিতা রজনীতে? সে দীপ দেখিয়া, কিছু ভাবিয়াছ কি আজি মহা অমাবস্থায় অনন্তরূপিণী মহাকালী পূজার এই মহানিশিতে?

"দীপমালাশ্চ কর্ত্তব্যা শক্ত্যা দেবগৃহেষু চ"।

দেবগৃহে, শক্তি-মন্দিরে দীপমালা গাঁথিয়াছ কি? অথবা তোমার এই কেতাদোরস্ত কলিকাতায় কেবল বারান্দায় বারান্দায় বিলাসের বর্ত্তিকালোক আর বারান্দা-বিলাসিনীদের বিম্বোষ্ঠের বিষাগ্নি—নরকে পোড়ে ও পোড়ায়! দুর্ব্বল পতঙ্গ, সাবধান! পড়িও না, পুড়িও না কামকেলির ঐ কাঞ্চন দীপে! দেওয়ালীর আলোকে দেখ ঐ সম্মুখে,—সম্মুখে, পশ্চাতে বামে দক্ষিণে অধে ঊর্দ্ধে ঐ মহাকালের অমা-অন্ধকার দেওয়ালীর দীপাবলী ভেদিয়া উথলিতেছে। অন্ধকার ভীষণ গর্জ্জন গর্জ্জিতেছে! সাবধান! এখনি গ্রাসিবে!—চেরাগ-রোসনির রঙিন আলোকে পাপপঙ্ক গায় মাখিও না!

চতুর্দ্দশ স্তবক।

কার্ত্তিকে কুমারী ব্রত।

শরৎ যায়-যায় যায় নাই। আশ্বিনের আনন্দোচ্ছ্বাস এখনও প্রায় অর্দ্ধেক আছে;—কোমলে মধুরে, মৃদু খেলিয়া হেলিয়া দুলিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিয়াছে; কোজাগরের কৌমুদী-বিধৌত হইয়া দীপান্বিতার দীপ-উৎসবে গিয়া ডুব দিতেছে!—দীপান্বিতার দিব্য আলোক-দ্যুতি-পুলকিত হইয়া আনন্দ মিশিতেছে গিয়া—ভাই-দ্বিতীয়ায়। ভাই-দ্বিতীয়ার ভরন্ত স্রোত! স্নেহের ক্ষীরধারার পূর্ণ প্রখর আবেগ! আনন্দ আবার উদ্বেলিত! এক পদ অগ্রসর হইতেই সম্মুখে জননী জগদ্ধাত্রী! একটু পরেই "কুমার"।

তরুণ শিশির-সঞ্চার। শিশির সঞ্চারে শরতের স্বচ্ছ আকাশে এক নব-প্রসূত নীলিমায় যেন প্রকৃতির কৈশোর কান্তি উদ্ভাসিত। হেমন্তের বাতাস বিন্দু বিন্দু উঠিয়াছে; তাহার মধ্যে যেন শৈশবের কেমন একটী শিশুভাব মৃদুমন্দ খেলিতেছে। হেমন্তের আধ হিল্লোলে শরতের ঈষৎ উষ্ণ নিশ্বাস নরম নরম বহিতেছে; নবীন নীহারগুলি তাহার স্পর্শে আহ্লাদে খণ্ড খণ্ড; লতায় পাতায় মুক্তার মুকুট;

ফুলের গলায় মুক্তার মালা, সবুজ দূর্ব্বাময় ঐ চারু চত্তর 'একসা' মুক্তাময়। সূর্য্যটী শাক, শিষ্ট, শান্ত। প্রভাতটী প্রফুল্ল, শীতল। প্রভাতের প্রথম রৌদটুকুতে সম্পূর্ণরূপে সোনার হল করা;—কাঞ্চন কিরণে শিশু শিশিরগুলি "ঝক্ ঝক্"—"ঝিকি-মিকি"—হেসে হেসে হতজ্ঞান;—সে কিরণের চিক্কণ চুম্বন সম্পূর্ণ সম্ভোগ না করিতেই, আহা! শিশির শুষ্ক! হায়! শিশির শুকায় কেন? শিশুভাব যায় কেন! শিশির শীঘ্র শুকায়, শৈশব শীঘ্র যায়! কঠিন সংসারে সুখের জিনিস হায়! টেকে না!

কার্ত্তিক—সময়ের কুমার কাল। কার্ত্তিকে স্বভাবের কৈশোর শোভা। শ্যামল শস্যক্ষেত্র,—শস্যের শীষ ফোটে ফোটে ফোটে নাই—শীঘ্রই ফুটিবে। কার্ত্তিকে কুমারের আবির্ভাব। কার্ত্তিক কুমারের মাস। কার্ত্তিকে কুমারীর ব্রত। কার্ত্তিক মাসেরও অপর নাম 'কুমার'।

কুমার কার্ত্তিকেয় কে?

কার্ত্তিকেয় কমনীয়তার, কান্তির, শ্রীর, সৌন্দর্য্যের, সৌকুমার্য্যের, চির শিশুভাবের, সরলতার, মনোজ্ঞতার এবং মধুরতার সমষ্টি ও আদর্শ। কার্ত্তিকেয় প্রিয়বাদিতার, প্রফুল্লতার এবং প্রণয়ের পবিত্র ক্ষেত্র। কার্ত্তিকেয় বিনয়ের, বশ্যতার, নম্রতার এবং লালিত্যের আবাসভূমি। পক্ষান্তরে, কার্ত্তিকেয় অসীম শৌর্য্যের ও শক্তির, সমুন্নত সাহসের ও বিপুল বীরত্বের এবং বীর্য্যের উচ্চতম আদর্শ। কার্ত্তিকেয়

সেনানী, সেনাপতি এবং সৈনিকবৃত্তি-অবলম্বী। কার্ত্তিকেয় সত্যের, সদাচারের, সাধুতার এবং পবিত্রতার পরাকাষ্ঠা।

বীরত্ব ও বীর্য্যের সহিত বিনয় ও বশ্যতা,—কঠোর কার্য্য-কুশলতার সহিত নবনীত নরম কমনীয়তা, সহস্র আগ্নেয় শর-সহিষ্ণুতার সহিত ললিত লাবণ্য;—প্রবীণতার সহিত প্রীতির পরম প্রিয়ভাব;—প্রজ্ঞার সহিত শৈশবসরল ক্রীড়া ও ক্রীড়নক-প্রিয়তা;—কার্ত্তিকে শক্তি ও সৌন্দর্য্যের এবং সরলতার অতুল সামঞ্জস্য। সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য ও কীর্ত্তি কার্ত্তিকে বিদ্যমান। নারী-হৃদয় যাহাতে মোহিত, যে সব দ্রব্যের প্রয়াসী,—কার্ত্তিকে তাহার পূর্ণ বিকাশ। কার্ত্তিকের আর্য্য পুরুষার্থের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ। এই আদর্শের অনুরূপ পুত্র পাইবার জন্য যুবতী ব্রত করেন,—এই আদর্শের অনুরূপ পতি পাইবার জন্য কুমারী ব্রত করে। পতি রূপে বা পুত্র রূপে কামিনীগণ কুমারকেই কামনা করেন। অন্ততঃ আর্য্য নারীগণ তখন করিতেন। কুমার এক দিকে যেমন রমণীয় ও প্রেমিক অপর দিকে তেমনি অতুল মাতৃবৎসল।

কুমারের অনেক গুলি নাম। নাম গুলি তাঁহার গুণ রাশি হইতে উদ্ভূত,—তদীয় চরিত্রের চমৎকার পরিচায়ক। কুমারের এক নাম 'কামদ' অপর নাম 'কামজিৎ', তৃতীয় 'কান্ত'। তাঁহার আরও নাম,—'শিশু' 'শীঘ্র' 'শুভানন' 'সর্ব্বজন প্রিয়' 'চন্দ্রানন' 'মোহন' 'মাতৃবৎসল' 'ময়ূর-কেতু' 'বাল ক্রীড়নকপ্রিয়' 'ললিত' 'প্রিয়' 'প্রিয়কৃৎ' এবং 'কন্যা-

ভর্ত্তা'। পুনশ্চ, তাঁহার নাম 'আগ্নেয়' 'অমোঘ' 'রৌদ্র' 'শূর' 'দীপ্ত শক্তি' 'মহিষমর্দ্দন' 'প্রভু' 'নেতা' এবং 'ভুবনেশ্বর'। পক্ষান্তরে তাঁহার নাম 'সত্যবাক্, শুচি' 'প্রশান্তাত্মা' 'ধর্ম্মাত্মা', এবং 'ব্রহ্মচারী'।

নাম গুলি বিশ্লেষ করুন, সমালোচনা করুন,—করিয়া বুঝুন, কার্ত্তিকেয় কি পদার্থ—কি অনুপম উপাদানে নির্ম্মিত। এরূপ দুর্লভ দেবতার,—এরূপ উচ্চ আদর্শের আবির্ভাব আর্য্যাবর্ত্তেই সম্ভব হইয়াছিল। হায়! দেবতা আছেন, অর্চ্চনা নাই,—আদর্শ আছে, অনুশীলন নাই।

সুকুমারীর হাতে শ্লেট পেনশিল দিয়াছ, দাও;—বালিকা-বিদ্যালয়ের সহিত বিবাদ করিতে চাহি না। কিন্তু, সুকুমারী 'সেঁজুতি' করিবে না কেন? "গুরু মা" উল বুনাইবেন বুনান;—মানা করি না। কিন্তু, তিনি আমাদের "ফুলে ভুল" জন্মাইয়া দিবার কে? "প্রথম ভাগে" কাহারও আপত্তি নাই; কিন্তু, "প্রথমভাগ" "পুণ্য-পুকুর" ছাড়াইলে আপত্তি করি। কারণ, বড় ব্যথা পাই। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে কন্যাগণ "কুমারী" ব্রত করিত। এখন আর সকলে করে না। বাল্য কালে যাহা দেখিয়াছিলাম, বার্দ্ধক্যের প্রারম্ভে তাহা আর নাই। কনক-বল্লরী কন্যাদিগের মধ্যেও যেন কবিতার অভাব হইয়াছে। কচি বাগানেও বিজ্ঞানের চাষ চলিতেছে। এ বিজ্ঞানে, জানি না, বঙ্গভূমির উদ্ধার কি উদ্বন্ধন হইবে। কুমারী ব্রতের উপকরণ আয়োজন সেই বাল্যাবস্থাতেই

দেখিয়াছিলাম, তাহার পর আর দেখি নাই। সুতরাং তাহা আজ সম্মুখে দেখিয়া, তাহার কথা লিখিতে পারিতেছি না; স্মরণ করিয়া, অতীত স্মৃতির আবছায়ার অনুসরণ করিয়া লিখিতে হইতেছে। বহু দিনের কথা, ভাল মনেও পড়িতেছে না। হায়! কি দুর্ভাগ্য!

তবুও কিন্তু আমি অনুমান করি, কুমারী ব্রত এখনও আছে। বর্ণমালা, বানান, বাঙ্গালার ইতিহাস সত্ত্বেও আছে।

* * *

দেখ দেখি ঐ মেয়েটী কাদের? ঐ ফুট ফুটেটী। ছোট সাজিটী হাতে ফুল তুলিতে চলিয়াছে। বালা বাজু পরিয়াছে। "বিন্দু, দেখ্ বাবা এবার বাজু দিয়াছেন"; "বড় জ্যেঠাইমা দেখুন, বাবা, এবার বাজু দিয়াছেন"।

বাছা, এবার, বাজু পরিয়া পূজা দেখিয়াছে। ভাই ফোঁটা দিয়াছে। আজ আবার বাজু পরিয়াছে;—"কার্ত্তিক-পুকুর" পূজা করিবে।

ফুল তুলিয়াছে; দূর্ব্বা তুলিয়াছে; ধান্য গুচ্ছ, কলমী লতা, কমল ফুল, কত—কি সাজিয়েছে। "কার্ত্তিক পুকুর" কেটেছে; ভোরে উঠে, শুদ্ধাচারে, তাতে জল ঢেলেছে; ছোট পুকুরটী জলে "থই থই" করিতেছে —তার উপর কলমী-লতা, কমল ফুল ভাসিতেছে, শৈবাল ভাসিতেছে, ঠিক যেন একটী "সত্যিকার" পুকুর। পুকুরের চারি পাড়ে ব্রতের বৃক্ষ লতা, শরের বন; তদুপরি কাক, কোকিল,

দোয়েল, পাপিয়া কত রকম মৃণ্ময় পক্ষী খেলিতেছে। জলে মৎস্য, কুম্ভীর লুকাইয়া আছে; হংস, মৎস্যরঙ্গ, পানকৌড়ী ডুব দিতেছে, সাঁতার কাটিতেছে। রাজা, রাজমহিষী, রাজকন্যা, রাজ-পুত্র, নৌকা, মাঝি, মৃগয়া;—"কার্ত্তিক পুকুর" ক্রীড়নকে পূর্ণ। উহা ক্রীড়নকের ব্রত,—ক্রীড়নক-প্রিয়ের পূজা। ব্রতকারিণী নিজে ক্রীড়নক-রাণী; যাহার উদ্দেশে ব্রত তিনিও ক্রীড়াকুশল, ক্রীড়নকাসক্ত। কুমারী ক্রীড়া-ছলে এবং ক্রীড়া-স্থলে ধর্ম্মানুষ্ঠান ও কার্য্য-কুশলতা শিক্ষা করে, দেবারাধনায় দীক্ষিত হয়, উচ্চ আদর্শে আত্মা গঠন করে। কুমারী ব্রত করিয়া বুঝে যে, তাহার ভাবী প্রাণেশ্বর,—যিনিই হউন,—তিনি প্রিয় দেবতা, সর্ব্বথা সেবনীয় এবং পূজনীয়।

সম্পূর্ণ।